উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৮২,৪৪৫.২১ (+২৫৬.২২)

নিফটি : ২৫,১০৩.২০ (+১০০.১৫)

স্বামীকে খুন করিয়েছেন সোনম
মেঘালয়ে মধুচন্দ্রিমায় গিয়ে সোনম রঘুবংশী তাঁর ব্যবসায়ী স্বামী রাজা রঘুবংশীকে ভাড়াটে খুনি দিয়ে খুন করিয়েছেন। গাজিপুর থেকে বাড়িতে ভিডিও কল করতেই ধরা পড়ে যান তিনি। ▸▸ ৭

ভিড়ে ঠাসা ট্রেন থেকে পড়ে মৃত ৫
ট্রেনে বাদুড়ঝোলা ভিড়। দরজায় ঝুলে যেতে গিয়ে চলন্ত ট্রেন থেকে ছিটকে পড়ে মৃত্যু হল অন্তত পাঁচজনের। ঘটনাটি ঘটে মুম্বই থেকে থানের কসারা যাওয়ার পথে একটি লোকাল ট্রেনে। ▸▸ ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
শিলিগুড়ি	৩৭°	২৭°
জলপাইগুড়ি	৩৭°	২৭°
কোচবিহার	৩৭°	২৭°
আলিপুরদুয়ার	৩৭°	২৬°

আইসিসি'র হল অফ ফেমে ধোনি
চলতি বছরে আইসিসি'র হল অফ ফেমে ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি ঠাঁই পেলেন। এছাড়াও এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন ম্যাথু হেডেন, হাসিম আমলা। ▸▸ ১২

২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 10 June 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 23

আবার ইউরোপ সেরা হওয়ার উল্লাস। উয়েফা নেশনস লিগের ফাইনালে পর্তুগাল জার্সিতে স্পেনকে হারানোর পর রোনাল্ডো। মিউনিখে। -এএফপি

রেস্তোরাঁ-মিষ্টির দোকানে হানা খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের

ফ্রিজে পচা মাছমাংস

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৯ জুন : রেস্তোরাঁর ফ্রিজে মিলল দুর্গন্ধযুক্ত কাঁচা মাছমাংস। মিষ্টির দোকানে শিঙাড়া-কচুরি বানানোর সময় ব্যবহার করা হচ্ছে খাবার সোডার পরিবর্তে কেমিকেল সোডা। সোমবার জলপাইগুড়ি শহরের প্রায় ১০টি রেস্তোরাঁ ও মিষ্টির দোকানে ক্রেতা বিষয়ক ও খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের অভিযানে এমনই ভয়াবহ ছবি উঠে এল। শহরের খাবার দোকানগুলিতে খাবারের মান নিয়ে বড় প্রশ্ন উঠছে এমন ঘটনায়। তবে, ওই দোকানগুলির যেসব সামগ্রীর মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে সেগুলি নষ্ট করে দিয়েছেন ক্রেতা সুরক্ষা ও ফুড সেফটি দপ্তরের আধিকারিকরা। এদিনের অভিযান প্রসঙ্গে মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী বলেন, 'এর আগেও অভিযান চলেছে, আগামীতেও চলবে। সমস্যা থাকলে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

জলপাইগুড়ি শহরে দিনেরবেলায় খাবারের দোকানগুলিতে ক্রেতা বিষয়ক ও খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর অভিযান চালালেও কার্যত নজরদারির বাইরে থেকে গিয়েছিল বিকেলের পর পুরোদমে চালু হওয়া ফুড স্টল ছাড়াও মিষ্টির দোকান ও রেস্তোরাঁগুলি। বিশেষ করে মিষ্টির দোকানগুলির শিঙাড়া-কচুরি কিনতে বা রেস্তোরাঁগুলির রকমারি খাবারের জন্য ভিড় হওয়া বিকেলের পরই। ফলে সন্ধ্যায় বিক্রি হওয়া খাবারের মান নিয়ে নজরদারির প্রয়োজন ছিল। উত্তরবঙ্গ সংবাদে কিছুদিন আগেই এই সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।

সেইমতো এদিন মহকুমা প্রশাসন, ক্রেতা বিষয়ক ও খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে অভিযানে নামেন। প্রথমে কয়েকটি মিষ্টির দোকানে অভিযান চালান তাঁরা। বৌবাজার এলাকায় একটি দোকানের রান্নাঘরে ঢুকতেই তাঁদের চোখ কপালে ওঠে। দেখা যায়, শিঙাড়া-কচুরির ক্ষেত্রে খাবার সোডার পরিবর্তে ব্যবহার করা হচ্ছে কেমিকেল সোডা, যা মানুষের জন্য খুবই ক্ষতিকর। সঙ্গে সঙ্গে সেই সমস্ত কেমিকেল সোডা ফেলে দেন আধিকারিকরা। জলপাইগুড়ি মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক পরিতোষ মল্লিক বলেন, 'আমার বিষয়টি জানা ছিল না। তবে, এমন হওয়া কখনোই কাম্য নয়। আমরাও দেখব বিষয়টি।'

কদমতলা এলাকায় একটি রেস্তোরাঁর রান্নাঘরে প্রশাসনের কর্তারা।

এদিন কদমতলা সংলগ্ন একটি রেস্তোরাঁর কিচেনে ঢুকতেই দেখা যায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বালাই নেই। চরম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরি করা হচ্ছে। এরপর ফ্রিজ খুলতেই পচা মাছমাংসের দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। সেই সমস্ত খাদ্যসামগ্রী ম্যানেজারের নাকের সামনে ধরা হয়। আধিকারিকদের নির্দেশে সেই মাছমাংস ফেলে দেওয়া হয়। এরপর সমাজপাড়ার একটি বাঙালি রেস্তোরাঁয় অভিযান চালানো হয়। সেক্ষেত্রে মাছমাংস ফ্রিজের মধ্যে কী অবস্থায় রয়েছে তা বোঝার আগেই রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষ সাংবাদিকদের বাধা দেন। ফলে ওই রেস্তোরাঁর খাবারের মান নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

এর পাশাপাশি রাস্তার পাশে থাকা বেকারি, ফুড কোর্টগুলোতেও অভিযান চালানো হয়। সেই জায়গাগুলি থেকে অবশ্য খারাপ মানের কিছু পাওয়া যায়নি। এদিন অভিযানের সময় ক্রেতাদের সঙ্গেও কথা বলেন প্রশাসনের আধিকারিকরা। শহরবাসী নিলয় প্রামাণিক সাধুবাদ জানান সন্ধ্যার এই অভিযানকে।

এদিনের অভিযান প্রসঙ্গে জেলার কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড বিজনেস প্র্যাক্টিস-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর দেবাশিস মণ্ডল বলেন, 'অনেকেই শুধরে গিয়েছেন, যা দেখে সত্যি ভালো লাগছে। আগে যাদের কিচেনে কাঁচা, রান্না করা খাবার সব একসঙ্গে থাকত, হাইজিন মানা হত না, তারা সুন্দর করে সাজিয়ে নিয়েছে। আমরা রান্নাঘরের ওপর নজর দিচ্ছি বেশি করে।

এরপর দশের পাতায়

অস্বাস্থ্যকর

- দিনেরবেলায় এর আগে অভিযান হলেও বিকেলের পর অভিযান এই প্রথম
- ১০টি দোকানে অভিযান চালায় প্রশাসন, ক্রেতা বিষয়ক ও খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর
- রেস্তোরাঁর ফ্রিজে মাছমাংস থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে
- মিষ্টির দোকানে শিঙাড়া-কচুরিতে ব্যবহার হচ্ছে কেমিকেল সোডা

কথায় কথায়

লোকে ভুলে গিয়েছে, আজ খুব কষ্টে সিপিএম

আশিস ঘোষ

তোমার কথা হেথা কেহ তো বলে না। এ গভীর মনোবেদনার কথা। সবাই ভুলে মেরে দিয়েছে। সেই ভূমি সংস্কার, সেই পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, সেই আদিবাসী কল্যাণ, অপারেশন বর্গা, সব লোকে ভুলে গিয়েছে। সিপিএমের কথা বলছি। সিপিএমের নতুন সাধারণ সম্পাদক জানাচ্ছেন, মানুষ আমাদের ভুলেছে। কারণ আমরাই তাদের ভুলতে দিয়েছি। তিন রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার কী কী করেছিল, তা ভালো করে এতদিন বলা হয়নি। তাই লোকেরও আর মনে নেই। এজন্যই পার্টি দূরে সরে গিয়েছে। যে দরিদ্র শ্রমিক কৃষকদের জন্য এই পার্টি, তারাই আর সিপিএমের কথা বলে না, আক্ষেপ ঝরে পড়েছে তাঁর কথায়।

কথাটা উঠেছে সিপিএমের প্রসার নিয়ে। প্রসার দূরস্থান, দিনে দিনে ক্ষইতে ক্ষইতে এখন প্রায় একটা বিন্দু, কষ্ট করে খুঁজতে হয়। তিন রাজ্যের দখল এখন দক্ষিণের কেরলে গিয়ে ঠেকেছে। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা নাগালের বাইরে। সব গুরুত্ব হারিয়েছে তারা। এই অবস্থায় কী করণীয় তা ঠিক করতে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক বসেছিল। সেখানে আরও পাঁচ রকম কথার মধ্যে উঠে এসেছে পার্টির সারা দেশে প্রসারের কথা। সাধারণ সম্পাদকের উপলব্ধি, পার্টি বাড়ানোর কোনও জাদুদণ্ড নেই। আমাদের জনগণের সঙ্গে থাকতে হবে। তাদের মনে করিয়ে দিতে হবে, একদা সিপিএম তাদের জন্য কত কী করেছে। আমরাই তাদের আসল কাছের লোক।

সিপিএমের কোনও সময়েই কর্মসূচির কোনও অভাব হয়নি। তা সে করার মতো লোকলস্কর না-ই থাকুক। এবারেও নানারকম কর্মসূচি হবে বলে জানিয়েছে তারা।

এরপর দশের পাতায়

আইন ভেঙে শিক্ষক হলেন বাংলাদেশি

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ৯ জুন : ছাত্র ভিসা নিয়ে ভারতে এসে আইন ভেঙে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস কমিউনিকেশন বিভাগে 'গেস্ট ফ্যাকাল্টি' হিসাবে চাকরি করছেন এক বাংলাদেশি তরুণ। সেই তথ্য প্রকাশ্যে আসতেই হইচই পড়ে গিয়েছে সর্বত্র। অভিযুক্তের নাম শান ভৌমিক। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের নথি অনুসারে, দুই বছরের ছাত্র ভিসা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস কমিউনিকেশন বিভাগে স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশোনা শেষ করেন তিনি। সম্প্রতি সেই ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি হয়েছে। ছাত্র ভিসায় পড়তে আসা একজন বিদেশি নাগরিককে কীভাবে গেস্ট ফ্যাকাল্টি হিসাবে নিয়োগ করল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নিয়ম অনুসারে স্নাতকোত্তর স্তরে শিক্ষকতার জন্য নেট বা সেট পাশ করা বাধ্যতামূলক। থাকতে হবে পিএইচডি ডিগ্রিও। সেই সব যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ একজন ছাত্রকে গেস্ট ফ্যাকাল্টি হিসাবে নিযুক্ত করায় শোরগোল পড়েছে ক্যাম্পাসে। গোটা ঘটনায় মাস কমিউনিকেশনের বিভাগীয় প্রধান বরুণ রায়ের ভূমিকা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। অভিযোগ, গেস্ট ফ্যাকাল্টি হিসাবে নিয়োগের জন্য কোনও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়নি বা ইন্টারভিউ নেওয়া হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশি পড়ুয়াদের বিষয়টি দেখভাল করার দায়িত্বে রয়েছেন জয়েন্ট রেজিস্ট্রার স্বপনকুমার রক্ষিত। তাঁর বক্তব্য, 'মাস কমিউনিকেশনের পাঠ শেষ করে ছাত্র ভিসার মেয়াদ বাড়িয়ে শান ভৌমিক সম্ভবত উইমেন স্টাডিজ বিভাগে ফের ভর্তি হয়েছেন। তবে তাঁকে কীভাবে গেস্ট ফ্যাকাল্টি করা হল সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। বিভাগীয় প্রধানের সঙ্গে আলোচনা করে যাবতীয় নথি যাচাই করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও আইন ভেঙে শিক্ষকতা করা নিয়ে এক এক সময় এক এক কথা বলেন শান। প্রথমে গেস্ট ফ্যাকাল্টি হিসাবে পড়ানোর কথা তিনি স্বীকার করে নেন। পরে বলেন, 'চাকরি করি না। প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে এক বছর আগে স্বেচ্ছায় কিছু ক্লাস নিয়েছিলাম।' ভিসা সংক্রান্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতেই ফোন কেটে দেন তিনি। শান অস্বীকার করলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ বিভাগের নথি বলছে, গত এপ্রিল মাসেও গেস্ট ফ্যাকাল্টি হিসাবে ২৫টি ক্লাস নিয়েছেন শান। সেই হিসাবে তালিকা তৈরি করে তাঁর নামে ১২,৫০০ টাকার সাম্মানিক বিল অর্থ বিভাগে পাঠিয়েছেন বরুণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ আধিকারিককে লেখা চিঠিতে

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ অন্তর্তদন্ত ১

উত্তরবঙ্গ সংবাদ এক্সক্লুসিভ

যেখানে প্রশ্ন

- ছাত্র ভিসা নিয়ে ভারতে আসেন শান
- উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস কমিউনিকেশন বিভাগে স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশোনা করেন
- বর্তমানে 'গেস্ট ফ্যাকাল্টি' হিসাবে মাস কমিউনিকেশন বিভাগেই পড়াচ্ছেন তিনি
- ছাত্র ভিসায় আসা বিদেশি নাগরিককে কীভাবে চাকরিতে নিয়োগ তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন

চেক বাউন্স কৃষ্ণের, থানায় অভিযোগ

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ৯ জুন : জমি কেনাবেচাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ দাস, অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রাজেশ মণ্ডল সহ মোট ৫ জনের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ এনে কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা নগেন পাল। এই ঘটনা সামনে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। নগেন পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন, ২০২১ সালে একটি জমি বিক্রি বাবদ কৃষ্ণ তাঁকে চারটি চেক দিয়েছিলেন। টাকার অঙ্ক ছিল ৯৫ লক্ষ। কৃষ্ণের দেওয়া সেই চেকগুলি ব্যাংক থেকে বাউন্স করে। গত মাসে ওই জমির দাম বাবদ ৫৭ লক্ষ টাকার আবার তিনটি পোস্টডেটেড চেক দিয়েছেন কৃষ্ণ। নগেনের আশঙ্কা, আগের মতো আবার এই চেকগুলি বাউন্স হতে পারে। নগেনের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ একটি মামলা দায়ের করেছে।

কৃষ্ণ অবশ্য বলেন, 'আমি নগেন পালকে ইতিমধ্যে তিনটি পোস্টডেটেড চেক দিয়েছি। যদি চেক বাউন্স করে সেক্ষেত্রে উনি আমার নামে অভিযোগ করতেই পারেন। এটা আমার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। ২০২১ সালের একটা ঘটনাকে টেনে নিয়ে এসে আমার নামে অভিযোগ দায়ের করা হচ্ছে।' অন্যদিকে এই অভিযোগ প্রসঙ্গে অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রাজেশ মণ্ডল বলেন, 'নগেন মণ্ডল নামে আমার গ্রাম পঞ্চায়েতে একজন আছেন। কিন্তু তিনি কেন আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলেন সেই বিষয়ে আমার জানা নেই।'

নগেনের দায়ের করা অভিযোগপত্রে জানিয়েছেন, ঘটনার সূত্রপাত ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। তিনি কৃষ্ণ দাসকে ৯৫ লক্ষ টাকার চুক্তিতে ১.৭৯ একর জমি রেজিস্ট্রি করে দিয়েছিলেন। কৃষ্ণ দাস ৯৫ লক্ষ টাকার চারটি চেক দেন তাঁকে। নগেনের অভিযোগ,

এরপর দশের পাতায়

খারাপ আবহাওয়ার কারণে ভারতীয় মহাকাশচারী শুভাংশু শুক্লার (বাঁদিক থেকে দ্বিতীয়) মহাকাশযাত্রা পিছিয়ে গেল। নতুন সূচি অনুযায়ী তিনি বুধবার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে স্পেসএক্স ড্রাগন রকেটে আরও তিন দেশের মহাকাশচারীর সঙ্গে মহাকাশে পাড়ি দেবেন। (খবর সাতের পাতায়)

আশ্রমে যৌন নিগ্রহ, পালাল ৫ কিশোরী

প্রণব সূত্রধর ও মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

আলিপুরদুয়ার ও বীরপাড়া, ৯ জুন : রবিবার মধ্যরাতে বীরপাড়ার দিনবাজার এলাকায় পাঁচজন নাবালিকাকে ঘোরাঘুরি করতে দেখেন টহলরত পুলিশকর্মীরা। তাদের উদ্ধার করে সিডব্লিউসি'র হাতে তুলে দেওয়া হয়। তাদের বয়স ৯ বছর থেকে ১৭ বছরের মধ্যে। জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরে ওই নাবালিকারা জানিয়েছে, তারা সকলেই আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়ার একটি আশ্রমের আবাসিক। গভীর রাতে এভাবে তারা আশ্রম ছেড়ে পালিয়ে গেল কেন? উত্তরে উঠে আসছে আশ্রমে যৌন হেনস্তার অভিযোগের কথা। যদিও সেই আশ্রম কর্তৃপক্ষ অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

যা ঘটেছে

- বড়হাওদা এলাকার আশ্রমে আবাসিকরা পড়াশোনা করে
- সেখান থেকে রবিবার রাতে পালিয়ে যায় ৫ জন
- তারাই আশ্রম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ এনেছে
- খাবার নিয়ে অভিযোগের পাশাপাশি উঠেছে যৌন নিগ্রহের কথাও
- অভিযোগ মানতে নারাজ আশ্রম কর্তৃপক্ষ

বীরপাড়া থানা সূত্রের খবর, ওই নাবালিকাদের দিনবাজার এবং ক্ষুদিরামপল্লি এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে দেখা গিয়েছিল। খবর পেয়ে দ্রুত মেয়েগুলিকে উদ্ধার করে পুলিশ। বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাস বলেন, 'যাবতীয় প্রক্রিয়া শেষে সোমবার সকালে ওই নাবালিকাদের চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হয়। বিষয়টি নিয়ে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি তদন্ত করবে।'

সিডব্লিউসির চেয়ারম্যান অসীম বসু বলেন, 'নাবালিকা উদ্ধারের বিষয়টি সামনে আসার পর জেলা প্রশাসন ও পুলিশের তরফে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে। সেই নাবালিকাদের আপাতত হোমে রাখা হয়েছে।'

এরপর দশের পাতায়

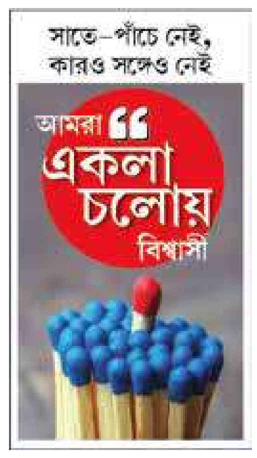

ভাতায় কাঁটা, নিয়োগে স্বস্তি

রিমি শীল

কলকাতা, ৯ জুন : এসএসসি'র নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আপাতত স্বস্তি রাজ্যের। নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়ের করা মামলায় হস্তক্ষেপ করল না হাইকোর্ট। কিন্তু খানিকটা হলেও কাঁটা হয়ে রইল সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরিচ্যুত গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি ক্যাটিগোরির শিক্ষাকর্মীদের ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্তে। চূড়ান্ত নির্দেশ কিছু না দিলেও রাজ্য সরকারের ওই ভাতা দেওয়ার বিজ্ঞপ্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে হাইকোর্ট।

আদালতের নির্দেশে যাঁদের চাকরি গিয়েছে, তাঁদের জনগণের টাকায় ভাতা দেওয়া যায় কি না, প্রশ্ন তুলেছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। কিন্তু এসএসসি'র নিয়োগ প্রক্রিয়ায় এখনই হস্তক্ষেপ করতে রাজি হলেন না বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে শিক্ষক নিয়োগের ওই বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল এসএসসি। কিন্তু সেই বিজ্ঞপ্তিতে বেশ কিছু ত্রুটির উল্লেখ করে মামলা দায়ের হয়।

এই মামলায় হস্তক্ষেপ না করলেও হাইকোর্টের মনোভাবে অনিশ্চিত হয়ে গেল ২০১৬ সালে নিযুক্ত শিক্ষাকর্মীদের ভাতার ভবিষ্যৎ। যাঁদের চাকরি সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করে দেওয়ার পর রাজ্য সরকার ভাতা দেবে বলে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। বাড়িতে বসেই গ্রুপ-সি কর্মীরা ২৫ ও গ্রুপ-ডি কর্মীরা মাসে ২০ হাজার করে ভাতা পাবেন ওই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী। সেই বিজ্ঞপ্তিই সোমবার বিচারপতি অমৃতা সিনহার প্রশ্নের মুখে পড়ল।

রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মামলা করেছিলেন ২০১৬-র প্যানেলে ওয়েটিং লিস্টে থাকা চাকরিপ্রার্থীরা। সেই মামলাতেই বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'কীসের ভিত্তিতে টাকার অঙ্ক নির্ধারণ করেছে রাজ্য? ভাতা দিতে এত তাড়াহুড়ো কেন? এই ভাতার উপভোক্তারা বিনিময়ে রাজ্যকে কী দেবেন? এঁরা কি বাড়িতে বসে টাকা পাবেন?' যদিও শেষপর্যন্ত রায়দান স্থগিত রেখেছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা।

আদালতের প্রশ্ন

- চাকরিহারা গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি শিক্ষাকর্মীদের ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্য
- হাইকোর্টের প্রশ্ন, আদালতের নির্দেশে যাঁদের চাকরি গিয়েছে জনগণের টাকায় তাঁদের ভাতা দেওয়া যায় কি

কিন্তু বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের সিদ্ধান্তে প্রায় ৪৪ হাজার শিক্ষক পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া চালিয়ে

এরপর দশের পাতায়

গরমে স্কুলে গরহাজির খুদে পড়ুয়ারা

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ৯ জুন : গরমের ছুটি শেষ হতেই চড়া রোদে পুড়ছে গোটা জেলা। নিট ফল, গরমের ছুটির শেষ হলেও স্কুলে দেখা নেই খুদে পড়ুয়াদের। জেলার প্রাইমারি স্কুলগুলিতে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, অধিকাংশ জায়গায় গড় হাজিরা ৪০ শতাংশেরও কম। এনিয়ে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকরাও উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। কেউ কেউ আগের মতো স্থানীয়ভাবে ছুটি ঘোষণার দাবিও তুলেছেন।

ধূপগুড়ি ব্লকের গাড়খুটা ৩ নম্বর বিএফপি স্কুলে ১৯৯ জন পড়ুয়ার মধ্যে সোমবার মাত্র ৪২ জন উপস্থিত ছিল। ময়নাগুড়ি নর্থ সার্কেলের ঘোকসাডাঙ্গা ১ নম্বর বিএফপি স্কুলে ১০৫ জন পড়ুয়া থাকলেও এদিন মাত্র ২৯ জন পড়ুয়া এসেছিল। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের সওদাগরপট্টি আরআর প্রাইমারি (ইংরেজি মিডিয়াম) স্কুলে মোট ৪৫ জনের মধ্যে এদিন ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন। গরমের জন্যেই স্কুলে পড়ুয়ারা গরহাজির বলেই জানিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষগুলি।

মালবাজারের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির চিত্র প্রায় এক। ডামডিম বিএফপির প্রধান শিক্ষক নবীন সাহা বলেন, 'গরমের কারণে স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা কমেছে। তবে যারা আসছে তাদের অধিকাংশই মিড-ডে মিলের কারণে আসছে।' এর আগের খতিয়ান তুলে ওই প্রধান শিক্ষক বলেন, 'আগে ডিপিএসসির মাধ্যমে স্কুলগুলিতে ছুটি ঘোষণা করা হত। কিন্তু এখন গরমের ছুটি কেন্দ্রীয়ভাবে রাজ্য থেকে করা হয়। রাজ্যজুড়ে যখন গরমের ছুটি দেওয়া হয়েছিল, তখন এখানে বৃষ্টি ছিল। আর গরমের ছুটি শেষ হয়ে স্কুল খুলতেই এখানে অতিরিক্ত গরম পড়েছে।'

বারোঘরিয়া বটতলী স্বর্ণময়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের উপস্থিতি কম।

ধূপগুড়ি বারোঘরিয়া বটতলী স্বর্ণময়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২১০ জনের মধ্যে স্কুলে গড়ে ১৭৫ জন পড়ুয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু গরমের কারণে তা নেমে দাঁড়িয়েছে ১৩০-১৩৫ জনে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জয় বসাক বলেন, 'স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা কমার পেছনে গরম দায়ী। আর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পড়ুয়াদের একাংশ জ্বরে আক্রান্ত হচ্ছে। দিনের অতিরিক্ত গরম এবং রাতে হালকা ঠান্ডার জন্যে নানাভাবে অসুস্থ হচ্ছে পড়ুয়ারা। সবটা খেয়াল করেই বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ নেওয়া হচ্ছে।'

জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের সওদাগরপট্টি আরআর প্রাইমারির শিক্ষক পঙ্কজ সরকার বলেন, 'অন্যান্য সময়ে স্কুলে পড়ুয়াদের সংখ্যা যথেষ্টই থাকে। তবে বর্তমানে গরমের কারণে পড়ুয়াদের উপস্থিতি নেই, যা নিয়ে শিক্ষকরাও উদ্বিগ্ন।' ধূপগুড়ি গাড়খুটা ৩ নম্বর বিএফপি স্কুলের প্রধান শিক্ষক দেবতোষ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'গরমের ছুটির পর স্কুল খোলার পর থেকেই গরহাজির পড়ুয়ারা। অভিভাবকদের সঙ্গেও আলোচনা করা হয়েছে। গরম একটু কমলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে বলে আশা করছি।'

জলপাইগুড়ির জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাইমারি) শ্যামল রায় বলেন, 'অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকদের থেকে পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে। সেখান থেকে প্রস্তাব এলে সেটা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে।'

দু'বার ফেলের পরেও বিক্ষোভ

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ৯ জুন : প্রথমবার পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে পারেননি। তারপর আরও দু'বার পরীক্ষায় বসার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু কোনওবারই সফল হননি। এবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোনও পদক্ষেপ না করলে ষষ্ঠ সিমেস্টারে বসতে পারবেন না ওই পড়ুয়ারা। তাঁদের অবিলম্বে উত্তীর্ণ করাতে হবে, এই দাবিতে পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ দেখালেন স্নাতকস্তরের পড়ুয়াদের একাংশ। সোমবার বিভিন্ন কলেজের জনা তিরিশেক পড়ুয়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মিছিল করে প্রথমে কন্ট্রোলারের ঘরের সামনে বিক্ষোভ দেখান। পরে রেজিস্ট্রারের ঘরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে শামিল হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্ট্রোলার অভিজিৎ দেব বলেন, 'ওরা আমাকে স্মারকলিপিও দিয়েছে। সেটি আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দিয়েছি।' বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আবদুল কাদের সাফেলি বলেন, 'ওই পড়ুয়ারা তিনবার সুযোগ পেয়েছিল কিন্তু সেই সুযোগের সঠিক ব্যবহার করতে পারেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ্ধতি মেনেই সমস্ত কিছু হবে।'

কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে জেলায় মোট ১৪টি ডিগ্রি কলেজ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্ট্রোলার ব্রাঞ্চ সূত্রে

পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়

জানা গিয়েছে, কলেজগুলির পঞ্চম সিমেস্টারের কয়েকজন পড়ুয়া প্রথম সিমেস্টারে কোনও না কোনও বিষয়ে ফেল করেছিলেন।

তিনবার পরীক্ষার সুযোগ পেয়েও তাঁদের একটা অংশ পাশ করতে পারেনি। ঠাকুর পঞ্চানন মহিলা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রী সঞ্চিতা দাস, তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের সুজন বর্মা প্রমুখ এনিয়ে ক্ষোভ জানিয়েছেন।

ড্রেজিংয়েও থাকবে নাব্যতা-জট

শুভ সরকার ও অভিজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার, ৯ জুন : উত্তরবঙ্গে বন্যা পরিস্থিতি রুখতে একদিকে বাঁধ, আরেকদিকে ড্রেজিংয়ের পরিকল্পনা নিচ্ছে প্রশাসন। তিস্তা সহ তোর্ষা, লিস, ঘিসের মতো ডুয়ার্সের একাধিক নদীর নাব্যতা বাড়াতে এখন ড্রেজিংই ভরসা সেচ দপ্তরের। এদিকে সম্প্রতি শিলিগুড়িতে এসে পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান তথা আন্তর্জাতিক নদী বিশেষজ্ঞ কল্যাণ রুদ্র স্পষ্ট জানিয়ে গেলেন, নদীর নাব্যতা বাড়াতে ড্রেজিং কোনও স্থায়ী সমাধান নয়। তাহলে কী করতে হবে? কল্যাণের স্পষ্ট উত্তর, 'নদীকে তার নিজের মতো করে চলতে দিতে হবে। তাহলে বর্ষায় জলের যে বিপুল স্রোত থাকে, তার স্বাভাবিক গতিতেই পলি ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যাওয়ার কথা। প্রকৃতি যা করতে পারে, মানুষ তা কখনোই করতে পারে না।'

সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিকও মেনে নিয়েছেন যে ড্রেজিং কোনও স্থায়ী সমাধান নয়। তিনি বলেন, 'তবে এটা ছাড়া আর তো কোনও উপায়ও নেই। তাই এটাই করতে হবে। এটা অনেকটা পেনকিলারের মতো। সমস্যার সাময়িক সমাধান হবে ঠিকই কিন্তু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকবেই।'

সরকারি নির্দেশে লিস নদীতে চলছে ড্রেজিং।

> নদীকে তার নিজের মতো করে চলতে দিতে হবে। তাহলে বর্ষায় জলের যে বিপুল স্রোত থাকে, তার স্বাভাবিক গতিতেই পলি ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যাওয়ার কথা।
>
> **কল্যাণ রুদ্র**
> *আন্তর্জাতিক নদী বিশেষজ্ঞ*

অন্যান্য বছরের মতো এবছর বর্ষায় যাতে বন্যা পরিস্থিতি দুর্দশা না হয় উত্তরবঙ্গবাসীর, তাই আগেভাগেই ব্যস্ততা প্রশাসন ও সরকারের। ইতিমধ্যেই সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া উত্তরবঙ্গ সফর সেরে গিয়েছেন। জলপাইগুড়ি জেলায় পরিদর্শন করে গিয়েছেন কৃষি দপ্তরের মুখ্যসচিব ওঙ্কার সিং মিনা। সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিকও জেলায় জেলায় বাঁধগুলির অবস্থা খতিয়ে দেখেছেন। সেইসঙ্গে নদীর নাব্যতা বাড়াতে প্রশাসন ড্রেজিংয়ের পরিকল্পনা নিচ্ছে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আবার নানা সমস্যাও দেখা দিচ্ছে। যেমন এবছরের গোড়ায় আলিপুরদুয়ারের সফরে এসে মুখ্যমন্ত্রী বলে গিয়েছিলেন বক্সায় জয়ন্তী নদী থেকে ড্রেজিংয়ের কথা। বর্তমানে জয়ন্তীর নদীখাত তো তার পাড়ের থেকেও উঁচুতে। একটু ভারী বৃষ্টি হলেই নদীতীরবর্তী এলাকার বানভাসি হওয়া অবশ্যম্ভাবী। সেই জয়ন্তী নদী তো রয়েছে জঙ্গলের কোর এলাকায়। গ্রিন বেঞ্চ আদৌ কি সেখানে ড্রেজিং করতে দেবে, সেই প্রশ্ন উঠেছে। তবে নদী বিশেষজ্ঞ কল্যাণের কথা অনুযায়ী, ড্রেজিং নিয়ে চিন্তাভাবনা করার থেকেও অনেক বেশি জরুরি বাঁধ নির্মাণ নিয়ে ভাবা। বেশি জরুরি নদীর জলের পরিকল্পনামাফিক ব্যবহার নিয়ে ভাবা।

ড্রেজিং নিয়ে কল্যাণের মন্তব্যের উত্তরে রাজ্যের সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া কিছু বলতে চাননি। তবে তিনি বলেন, 'ড্রেজিং তো অনেক দিন থেকেই হচ্ছে। তবে ২০১৬ সাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকার ড্রেজিংয়ের টাকা দিচ্ছে না। ফলে রাজ্য সরকারের কাজে সমস্যা হচ্ছে। তাই টেন্ডার করে বিভিন্ন নদীর ড্রেজিংয়ের দায়িত্ব বিভিন্ন সংস্থাকে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে।'

কৃষি থেকে শুরু করে শিল্প, শক্তি উৎপাদন, দৈনন্দিন ব্যবহারের ক্ষেত্রে নদীর জলের ওপর নির্ভরতা অনেকটাই বেশি। নদীর জলের ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ সেচের কাজে লেগে যায়। এছাড়া দৈনন্দিন ব্যবহারের কাজে প্রায় ১০ শতাংশ। শিল্পের জন্য আরও ২ থেকে ৫ শতাংশ। বাকি সামান্য অংশ পড়ে থাকে নদীর জন্য। সেই সামান্য জলের উপর নির্ভর করতে হয় গোটা বাস্তুতন্ত্রকে। নদীর ইকোলজিক্যাল ফ্লো'র কথা বলেছেন কল্যাণ। অর্থাৎ, বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য নদীতে কতখানি জলপ্রবাহ জরুরি, আগে সেটা হিসেব কষে দেখা প্রয়োজন। তারপর বাকি জল প্রয়োজন মতো সেচ, শিল্প, গৃহস্থালির কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। তাহলে নদীর নাব্যতা বজায় থাকবে। আর ড্রেজিংয়ের প্রয়োজনীয়তাও কমবে।

তিস্তার মতো নদীর ওপর তৈরি হওয়া একাধিক বাঁধ তার নাব্যতা কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ। তেমনই কোনও নদীর নাব্যতা হ্রাসের আরেকটা কারণ হল নদীর গতিপথে থাকা পাহাড়ের ঢালের কৃত্রিম পরিবর্তন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নাব্যতা রক্ষায় নদীর অববাহিকাজুড়ে পরিকল্পনা করতে হবে। যেসব এলাকা ভঙ্গুর, সেখানে যদি রাস্তা বানাবার মতো কাজ হয়, তাহলে ধস নামবেই। আর তাতে নদীর নাব্যতাও কমবেই। সেজন্য কেবল রাজ্য নয়, গোটা দেশেই পরিকল্পিত নদী-নীতির প্রয়োজনের কথা বলছিলেন কল্যাণ।

বিক্রয়

শিলিগুড়ির বাগরাকোটে উত্তম চালু অবস্থায় ১৫-২০টি বিভিন্ন কোম্পানির ৬০০ ওয়াটের ইউপিএস বিক্রি করা হবে। আগ্রহীরা বেলা এগারোটা থেকে বিকেল পাঁচটার মধ্যে যোগাযোগ করতে পারেন। ৯৬৭৮০৭২০৮৭

কর্মখালি

শিব ফার্মাসিতে অভিজ্ঞ কর্মী প্রয়োজন। শিবমন্দির, কদমতলা। মোবাইল : 8293410788.

●

ফ্যাক্টরির জন্য গার্ড / সুপারভাইজার চাই। বেতন 12,500/-, PF + ESI, থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি। M : 8653609553, 9775539686. (C/116810)

●

শিলিগুড়ি শালুগাড়া ও উত্তর দিনাজপুরের (থাকা ফ্রি) জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই। বেতন :- 9,000/- - 12,000/-. (M) : 98324-89908. (C/116809)

●

SIP Abacus Hakimpara looking for Centre Manager. Female Graduate, good communication skill (English, Bengali & Hindi) with computer knowledge (Ms Office & Internet) is essential. 1 to 2 years experience in office management should send their bio-data @ 9830310794. Shortlisted candidates will call for the interview. Sunday is a working day (9A.M. to 7P.M.), others day 11A.M. to 8P.M.. Thursday is a holiday. Salary Rs.12,000/- to 15,000/- PM. Freshers shouldn't send their bio-data. No call will be entertained.

Immediate Hiring

CINI, an NGO is hiring a Project Coordinator having min. 3 yr. exp. in NGO preferably in education field, good in English written & verbal communication. Apply within 15/06/25 at cininb@cinindia.org (C/116811)

অ্যাফিডেভিট

আমি নীরেন্দ্র নাথ বর্মন, সাকিন - ওয়ার্ড নং - ১১, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার 4/6/2025 তারিখে মাথাভাঙ্গা EM কোর্টের অ্যাফিডেভিটে জানাই আমার পিতা ধর্মনাথ বর্মন (পিতা মৃত মন্দির বর্মন) 6/5/2004 তারিখে নিজগৃহে মারা যান। (C/116809)

লোন

পার্সোনাল, মর্টগেজ, হাউসবিল্ডিং, জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট কেনার লোন, এছাড়া আপনার সোনার গয়না কোথাও বন্ধক থাকলে আমরা সেটা ছাড়িয়ে কম সুদে বেশি টাকা লোন করাই। (M) 79086-31473. (C/116809)

শ্রদ্ধাঞ্জলি

ঁগৌতম গাঙ্গুলী :- আজ দশম মৃত্যুবার্ষিকী, সশ্রদ্ধ প্রণাম - গাঙ্গুলী পরিবার "গায়ত্রী অ্যাপার্টমেন্ট", শিলিগুড়ি। (C/116808)

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া ডিভিশন থেকে যাত্রা শুরু করা যাত্রীবাহী ট্রেনে এসএলআর-এর পার্সেল স্পেস এবং যাত্রীবাহী ট্রেনে আরটিভিপি-র লিজিংয়ের জন্য ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

রেলওয়ে প্রশাসন নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন : **কাজের নাম :** আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিশন থেকে তিনটি ফেজে যাত্রা শুরু করা ০৫টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০৫টি এসএলআর-এর এবং ০১টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০১টি আরটিভিপি-র লিজিংয়ের জন্য ই-অকশন। বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলী সম্বলিত অকশন ক্যাটালগ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। **www.ireps.gov.in**-এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে আলোচ্য ই-অকশনের জন্য বিড জমা করতে হবে। ই-অকশন প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহণের জন্য, মার্চেন্টদের **www.ireps.gov.in**-এ এককালীন রেজিস্ট্রেশন করা বাধ্যতামূলক। এছাড়াও মার্চেন্টদের ক্লাস-৩ ডিজিটাল সিগনেচার নিতে হবে। অকশন ক্যাটালগের বিবরণ : যথাক্রমে **ক্রঃ নং ও অকশন ক্যাটালগ নং; ট্রেন; অকশন শুরুর তারিখ ও সময় :** (১) পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল২৫- ৬সি; ০৪টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০৪টি এসএলআর; ১৩.০৬.২০২৫, দুপুর ১টা। (২) পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল২৫-৬ডি; ট্রেন নং ১৫৯৫৯ হাওড়া-ডিব্রুগড় কামরূপ এক্সপ্রেসের এফএসএলআর-I; ১৮.০৬.২০২৫, দুপুর ১টা। (৩) পিসিএল-এইচডব্লুএইচ- এল২৫-৬ই; ট্রেন নং ১৩০০৫/১৩০০৬ হাওড়া-অমৃতসর-হাওড়া মেলে ০১টি আরটিভিপি; ১৯.০৬.২০২৫, দুপুর ১টা।

(HWH-132/2025-26) **সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, হাওড়া**

পূর্ব রেলওয়ে, ৫ম তল, রেল যাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ ছেড়ে পূজিত ষাঁড়

সন্তোষপাড়ায় ষাঁড়পুজো। সোমবার।

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ৯ জুন : রাস্তা অথবা হাটবাজারে ষাঁড় দেখলে গুঁতোর ভয়ে দূরের নিরাপদ জায়গা খুঁজে নেন প্রায় সকলেই। কিন্তু ঔদ্ধত্যপূর্ণ স্বভাব ছেড়ে দেবতার স্বভাব ধরে চুপচাপ ফুল, বেল পাতা ও প্রণাম গ্রহণ করতে কী কখনও ষাঁড়কে দেখেছেন কেউ? সোমবার দেখল রাজগঞ্জ ব্লকের সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের সন্তোষপাড়া। রীতিমতো ঢাকঢোল বাজিয়ে পুরোহিত দিয়ে এখানে পুজো করা হল ষাঁড়ের। হারিয়ে যাওয়া ষাঁড়কে ফিরে পাওয়াতেই এই আয়োজন।

পুরাণ মতে ষাঁড় ভগবান শিবের বাহন। শক্তি, পুরুষত্ব ও সুরক্ষার প্রতীক হিসেবে ষাঁড়কে পুজো করা হয়। প্রাচীনকালে মেসোপটেমিয়া সভ্যতাতেও পবিত্র প্রাণী হিসেবে ষাঁড়কে পুজো করা হত। ঐতিহাসিকদের মতে ষাঁড়ের শারীরিক শক্তি এবং প্রাকৃতিক জগতের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতার জন্যই বিভিন্ন ধর্মে ষাঁড়কে পুজো করার রীতি রয়েছে। রাজগঞ্জের সন্তোষপাড়ার ষাঁড়কে পুজো করার কারণ অবশ্য 'ফিরে পাওয়া'। ক'দিন আগে নাকি হঠাৎ উধাও হয়ে গিয়েছিল ষাঁড়টি। যে কারণে মনমরা হয়ে পড়েছিল গোটা গ্রাম। গ্রামবাসীদের আবেদনে সাড়া দিয়ে ষাঁড় খুঁজতে সাহায্য করে পুলিশও। হারিয়ে যাওয়া ষাঁড়কে ফিরে পাওয়ার আনন্দে এদিন পূজার্চনায় শামিল হন প্রায় দুই শতাধিক মানুষ।

এই ভিড়েই ছিলেন সন্তোষপাড়ার বাসিন্দা শ্যামলী রায়। তিনি বললেন, 'পুত্রসন্তান চেয়ে শিব ঠাকুরের কাছে ষাঁড় দেওয়ার মানত করি। বছর তিনেক আগে আমার পুত্রসন্তান হওয়ায় আমরা ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে ষাঁড়টিকে ছেড়ে দেই। গ্রামেই থাকত ষাঁড়টি। কিন্তু হঠাৎ হারিয়ে গিয়েছিল।' গ্রামেরই বাসিন্দা মধুসূদন রায়, কৃত্তিবাস রায়, তপন রায় বলছিলেন, নিজের প্রাণের বিনিময়ে হলেও এই ষাঁড়কে রক্ষা করা হবে।

মধুসূদনের বিশ্বাস, 'গ্রামে ষাঁড় থাকা সৌভাগ্যের প্রতীক। আমরা মনে করি ষাঁড়টি আমাদের সৌভাগ্য বহন করছে।'

সিগন্যাল ও টেলিকম বিভাগের প্রোজেক্ট অর্গানাইজেশনে অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মীদের পুনর্নিয়োগ

সংশোধনী

পূর্ব রেলওয়ের সিগন্যাল ও টেলিকম ডিপার্টমেন্টের প্রোজেক্ট অর্গানাইজেশনের বিভিন্ন বিভাগের ২২টি শূন্যপদ পূরণের জন্য চুক্তির ভিত্তিতে অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মী পুনর্নিয়োগ সংক্রান্ত, এই সংবাদপত্রে ২৯.০৫.২০২৫ তারিখে প্রকাশিত উপরোক্ত শীর্ষাঙ্কিত বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত সংশোধন করা হয়েছে : ● উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তির নিয়ম ও শর্তাবলীর ক্রমিক নং ৪-এ "অপসারিত/বরখাস্ত/ বাধ্যতামূলক/ স্বেচ্ছামূলক অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা পুনর্নিয়োগের জন্য বিবেচিত হবেন না"-র পরিবর্তে **"অপসারিত/ বরখাস্ত/বাধ্যতামূলক অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা পুনর্নিয়োগের জন্য বিবেচিত হবেন না"** পড়তে হবে। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অন্যান্য সকল নিয়ম ও শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে। এই সংশোধনীটি পূর্ব রেলওয়ে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট **"www.er.indian railways.gov.in"**-তেও পাওয়া যাবে।

চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/প্রোজেক্ট

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

শিয়ালদহ ও লামডিংয়ের মধ্যে গ্রীষ্মকালীন স্পেশাল ট্রেন

যাত্রীর অতিরিক্ত ভিড় সামলাতে নীচের বিবরণ অনুযায়ী নিম্নলিখিত **গ্রীষ্মকালীন স্পেশাল ট্রেন (টিওডি)** চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে:

ট্রেন নং- **03105** **শিয়ালদহ** থেকে ১৩, ২০ এবং ২৭ জুন/২০২৫ তারিখে = ০৩টি ট্রিপ (প্রত্যেক শুক্রবার)

ট্রেন নং- **03106** **লামডিং** থেকে ১৪, ২১ এবং ২৮ জুন/২০২৫ তারিখে = ০৩টি ট্রিপ (প্রত্যেক শনিবার)

দিন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	দিন
শুক্র	—	০৯.০০	শিয়ালদহ	১৩.০০	—	রবি
	১১.১০	১১.১২	নবদ্বীপ ধাম	০৯.১০	০৯.১২	
	১৪.৪০	১৪.৫০	মালদা টাউন	০৪.৫০	০৫.০০	
	১৯.১০	১৯.২০	নিউ জলপাইগুড়ি	০০.৩০	০০.৪০	
	২২.১৫	২২.১৭	নিউ আলিপুরদুয়ার	২০.৫০	২০.৫২	শনি
	২৩.৩২	২৩.৩৪	কোকরাঝাড়	১৯.৫০	১৯.৫২	
শনি	০১.১০	০১.১২	গোয়ালপাড়া টাউন	১৭.৪৫	১৭.৪৭	
	০৩.৫০	০৪.০০	গুয়াহাটি	১৫.৩০	১৫.৪০	
	০৫.২৪	০৫.২৬	চাপারমুখ	১২.৩০	১২.৩২	
	০৮.০০	—	লামডিং জং.	—	১১.০০	

অন্যান্য বাণিজ্যিক স্টপেজঃ নৈহাটি, ব্যান্ডেল, কাটোয়া, আজিমগঞ্জ, জঙ্গিপুর রোড, নিউ ফরাক্কা জং., কুমেদপুর, বারসোই, কিষাণগঞ্জ, আলুয়াবাড়ি রোড, ধূপগুড়ি, নিউ কোচবিহার, গোসাইগাঁও হাট, নিউ বঙ্গাইগাঁও, কামাখ্যা, জাগীরোড, হোজাই এবং লঙ্কা।

গঠনঃ এসি-২ টায়ার (এক), এসি-৩ টায়ার (দুই), শয়ন শ্রেণি (বারো), সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি (তিন) এবং এসএলআরডি (দুই) = ২০টি কামরা।

জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশন)

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.কেআইআর-এন-২০২৫-কে-০৯, তারিখঃ ১৬-০৫-২০২৫এর বিপরীতে সংশোধনী নং. ০১

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. কেআইআর-এন-২০২৫-কে-০৯, তারিখঃ ১৬-০৫-২০২৫-এর মধ্যে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি করা হয়েছে, **অনুগ্রহ করে পড়ুন :** টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৯-০৬-২০২৫-এর ১৫.০০ ঘণ্টার পরিবর্তে ১৬-০৬-২০২৫ -এর ১৫.০০ ঘণ্টা। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ০৯-০৬-২০২৫ -এর ১৫.৩০ ঘণ্টার পরিবর্তে ১৬-০৬-২০২৫ -এর ১৫.৩০ ঘণ্টা। উপরোক্ত টেন্ডারের অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

NOTICE

Notified that my client Sri Biman Dutta, Son of Late Bijay Krishna Dutta, resident of 6, Sayed Mustafa Ali Road, Hakimpara, P.O. & P.S. Siliguri, Dist. Darjeeling, intend to purchase Land measuring 0.23- Acre in R.S. Plot No. 49 & 0.10-Acre in R.S. Plot No. 48 = 0.33-Acre, in R.S. Khatian No. 8/1 of **MOUZA UJANU,** J.L. No. 108, P.S. Matigara, Dist. Darjeeling, From **SRI DALJIT SINGH, SON OF HARDEV SINGH** of Dangipara, Siliguri, P.O. & P.S. Siliguri, Dist. Darjeeling.

If any person or any Bank/s has / have any claim / objection, he/ she / they may write me within 10 days from the date of this publication, otherwise, no claim / objection shall be entertained in future.

Dated : 09/06/2025

SISIR KUMAR DAS,
Advocate, Siliguri
Mobile : 98320-68257

Cooch Behar College
Advertisement Notification

Ref. No. 205/71-25 Dated : 09/06/2025

Cooch Behar College, Department of Geography, Cooch Behar, West Bengal is inviting applications from eligible candidates in the prescribed format **for the Post of Research Assistant (1) and Field Investigator (1)** purely on a part-time basis in the ICSSR, New Delhi funded Minor Research Project. For details visit https://coochbeharcollege.ac.in

Sd/-
Principal
Cooch Behar College

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬২০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৭০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯১৯০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৬২৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৬৩৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

কুসুম বিকেল ৫.৩০ জি বাংলা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ গরিবের সম্মান, দুপুর ১.০০ দাদাঠাকুর, বিকেল ৪.০০ দেবতা, সন্ধে ৭.০০ জীবন নিয়ে খেলা, রাত ১০.০০ কে তুমি নন্দিনী, ১.০০ ঠাম্মার বয়ফ্রেন্ড

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ বেদের মেয়ে জোসনা, দুপুর ২.৩০ অন্যায় অত্যাচার, বিকেল ৫.০০ কমলার বনবাস, রাত ১০.৩০ দান প্রতিদান, ১.৩০ মাছ, মিস্টি অ্যান্ড মোর

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.০০ সংগ্রাম, বিকেল ৪.০৫ টেক্কা, সন্ধে ৬.৫০ বস্তির মেয়ে রাধা, রাত ১০.২৫ ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ আশা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ফিরিয়ে দাও

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ দায়বদ্ধ

জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.৫৪ সার্কাস কার-টু, দুপুর ১.৪৮ স্কন্ধ, বিকেল ৫.১০ ভীমা, রাত ৮.০০ অ্যান্টনি, ১১.০০ ভালিমাই

অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ১০.৪৮ বাগি, দুপুর ১.২১ মিস্টার ইন্ডিয়া, বিকেল ৪.৫০ চন্দু চ্যাম্পিয়ন, সন্ধে ৭.৩০ ড্রিম গার্ল, রাত ৯.৪০ রাধে

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.০৫ থপ্পড়, ২.২৮ শর্মাজি নমকিন, বিকেল ৪.৩১ তনু ওয়েডস মনু রিটার্নস, সন্ধে ৬.৪৫ ফিতুর, রাত ৯.০০ ভিড়ে, ১০.৪৫ মুক্কাবাজ

কে তুমি নন্দিনী রাত ১০.০০ **কালার্স বাংলা সিনেমা**

টেক্কা বিকেল ৪.০৫ **জলসা মুভিজ**

গ্রেট পার্কস অফ আফ্রিকা রাত ৯.১৯ **অ্যানিমাল প্ল্যানেট**

আহত দুই

মানিকগঞ্জ, ৯ জুন : বিএসএফের গাড়ির ধাক্কায় আহত দুই বাইক আরোহী। অবশ্য ঘটনাস্থল থেকে কিছু দূরে বিএসএফের গাড়িটি আটক করে ক্ষিপ্ত জনতা। এরপর আহতদের উদ্ধার করে ওই গাড়িতেই চিকিৎসার জন্য জলপাইগুড়িতে পাঠানো হয়। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বেরুবাড়ি মোড় এলাকায়। আহতদের নাম ভাগ্যধর রায় এবং সান্ত্বনা রায়। তাঁরা গরালবাড়ির পূর্ব বড়ুয়াপাড়ার বাসিন্দা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বাইকে করে ওই দম্পতি হলদিবাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। পেছনে ছিল বিএসএফের তিন-চারটি গাড়িও। বেরুবাড়ি মোড়ের আগে একটি বিএসএফের গাড়ি সজোরে বাইকটির পেছনে ধাক্কা মারলে বাইক থেকে দুজনই ছিটকে রাস্তায় পড়েন।

PM SHRI Kendriya Vidyalaya Dakshin Dinajpur, Balurghat

Vill - Paschim Rainagar, P.O - Amritakhanda Hat,
P.S. - Balurghat, Distt - Dinajpur, WB, Pin - 733103
(https/balurghat.kvs.ac.in)

Interview for the Contractual Teachers (2025-26)

A walk-in-interview will be conducted at Kendriya Vidyalaya Dakshin Dinajpur (Balurghat) to prepare a Panel of contractual teachers for the session 2025-26 on **16.06.2025**.

Registration is upto **10 AM only** on 16.06.2025

Interview will be held for the following posts.

PGT :- History and Geography.

Qualified and interested candidates may download the registration form from the Vidyalaya website (https/balurghat.kvs.ac.in) fill up the same and bring it with a set of photocopies of testimonials along with original documents on the day of interview by 10 AM.

Note :-

1. No TA/DA will be paid for attending the interview
2. Candidates must have the essential qualification as per the KVS norms.

Principal
PM SHRI KV Dakshin Dinajpur, Balurghat

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আস্থার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাজে হাত দেওয়ার আগে গুরুজনদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন। আর্থিক শুভ। **বৃষ :** কাউকে কটু কথা বলে অনুতাপ করতে হতে পারে। উচ্চশিক্ষায় বিদেশযাত্রায় বাধা কাটবে। **মিথুন :** বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বিবাদ-বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। বাড়িতে অতিথি সমাগমে আনন্দ। **কর্কট :** আলস্যের কারণে হওয়া কাজ হাতছাড়া হতে পারে। ভ্রমণের সিদ্ধান্ত বাতিল করুন। **সিংহ :** স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। ব্যবসায় আর্থিক সংকট কাটবে। **কন্যা :** বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনেদের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হবে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির খবর পেতে পারেন। **তুলা :** কাউকে উপকার করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। হাঁটু, গোড়ালির ব্যথায় ভোগান্তি। **বৃশ্চিক :** নতুন কোনও পেশার কাজ বেছে নিলে সাফল্য পাবেন। ধর্মকর্মে মন বসবে। **ধনু :** আপনার বিচারবুদ্ধির জোরে যে কোনও কাজে প্রশংসিত হবেন। আর্থিক মন্দা কাটবে। **মকর :** আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়ীদের ভালো বরাত মিলতে পারে। চাকরিজীবীদের উন্নতি। **কুম্ভ :** নতুন বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। দাম্পত্যে সমস্যা কাটবে। **মীন :** প্রিয় বন্ধুর সহযোগিতায় ব্যবসায় আর্থিক সমস্যা কাটবে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২, ভাঃ ২০ জ্যৈষ্ঠ, ১০ জুন, ২০২৫, ২৬ জেঠ, সংবৎ ১৪ জ্যৈষ্ঠ সুদি, ১২ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৬, অঃ ৬।১৮। মঙ্গলবার, চতুর্দশী দিবা ১১।৫। অনুরাধানক্ষত্র সন্ধ্যা ৬।৩। সিদ্ধযোগ দিবা ২।১৭। বণিজকরণ দিবা ১১।৫ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ১১।৫২ গতে ববকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা, সন্ধ্যা ৬। ৩ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী-পশ্চিমে, দিবা ১১।৫ গতে বায়ুকোণে। বারবেলাদি ৬।৩৬ গতে ৮।১৬ মধ্যে ও ১।১৭ গতে ২।৫৭ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৩৮ গতে ৮।৫৭ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম – দিবা ১১।৫ গতে দীক্ষা। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- পূর্ণিমার সপিণ্ডন। দিবা ১১। ৫ মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। দিবা ১১। ৫ মধ্যে চম্পকচতুর্দশীব্রত। চম্পক পুষ্পদ্বারা মহেশ্বর পূজা কর্তব্য। পূর্ণিমার নিশিপালন। সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। প্রদোষে সন্ধ্যা ৬।১৮ গতে রাত্রি ৭।৫৪ মধ্যে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণব্রত। অমৃতযোগ- দিবা ৭। ৪০ মধ্যে ও ৯। ২৭ গতে ১২। ৮ মধ্যে ও ৩। ৪২ গতে ৪। ৩৫ মধ্যে এবং রাত্রি ৭। ৫ মধ্যে ও ১২।২ গতে ২। ৯ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ২।৪৮ গতে ৩।৪২ মধ্যে ও ৪।৩৫ গতে ৫।২৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৩০ গতে ৯। ৫৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বাড়ছে ডেঙ্গির প্রকোপ

সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রশাসনিক বৈঠক

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৯ জুন : বর্ষার শুরুতেই নাগরাকাটায় চোখ রাঙাতে শুরু করেছে ডেঙ্গি। এখনও পর্যন্ত মোট চারজন আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। প্রত্যেকেই ব্লক সদরের চার্চ লাইন ও লাগোয়া এলাকার বাসিন্দা। পরিস্থিতি মোকাবিলায় রণকৌশল ঠিক করতে সোমবার সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রশাসনিক বৈঠক হয়। সেখানে মহকুমা শাসক শুভম কুন্ডল, নাগরাকাটার বিডিও পঙ্কজ কোনার, জেলা পতঙ্গবিদ রাহুল সরকার, পঞ্চায়েত প্রধান শীতল মিস্ত্রি সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

চলতি বছরে জলপাইগুড়িতে এখনও পর্যন্ত ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ৭৫। নাগরাকাটার একটি স্থানেই পরপর কয়েকজন আক্রান্তের সন্ধান মেলায় বিষয়টিকে প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তর গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। নাগরাকাটার ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ মোল্লা ইরফান হোসেন বলেন, 'বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা শুরু হয়েছে। কেউ যাতে বাড়িতে জল জমিয়ে না রাখেন, তা পইপই করে বোঝানো হচ্ছে।' মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদার বলেন, 'প্রশাসনিক সহযোগিতায় ডেঙ্গি প্রতিরোধে সর্বত্র কাজ চলছে। কিছু নিয়ম মেনে চললেই মশার বংশবৃদ্ধি আটকানো সম্ভব। সেকথা প্রচার করা হচ্ছে। জেলাজুড়ে মশারি বিলি শুরু হয়েছে। নাগরাকাটার জন্যও মশারি এসেছে।'

স্বাস্থ্য দপ্তর জানাচ্ছে, নাগরাকাটা বরাবরই মশাবাহিত রোগের আঁতুড়। এবার যে এলাকাটিতে ডেঙ্গির প্রাদুর্ভাব, সেখানে স্বাস্থ্যকর্মী ও ভিলেজ রিসোর্সপার্সনরা সমীক্ষার জন্য গিয়ে ফুলের টবের নীচে রাখা প্লেটে জমা জলে ডেঙ্গির মশার লার্ভা পেয়েছেন। পাশাপাশি, জল জমিয়ে রাখার কারণেও মশার বাড়বাড়ন্তের বিষয়টি তাঁদের সমীক্ষায় ধরা পড়ে। ওই এলাকারই বাসিন্দা ও নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির নারী ও শিশুকল্যাণ এবং ত্রাণ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ শিখা বড়ুয়া বলেন, 'যেভাবে বাড়ি বাড়ি ঘুরে জমে থাকা পরিষ্কার জল ও তাতে মশার লার্ভার সন্ধান মিলেছে তাতে উদ্বেগের কারণ তো রয়েইছে। বাসিন্দাদেরও এব্যাপারে সজাগ হতে হবে।'

যে চার আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে তাঁদের মধ্যে একজন বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বাকিরা আরোগ্যলাভের পথে। সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষি ও প্রাণীসম্পদ উপসমিতির সঞ্চালক মঞ্জুরুল হক বলেন, 'আমাদের পঞ্চায়েত এলাকায় ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া বরাবরই সমস্যার কারণ। মশা প্রতিরোধে বাড়তি দায়িত্ব পালন করা হচ্ছে।'

এদিন প্রশাসনিক সভায় বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দুজন করে কর্মী নিয়ে নয়টি দল তৈরি করে বাড়ি বাড়ি সমীক্ষার কাজে নামানোর পাশাপাশি দ্রুত ফগিং শুরু করার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ১০ জনের ভেক্টর কন্ট্রোল টিমকে নামানো হচ্ছে সাফাই এবং মশা দমনের স্প্রে'র জন্য।

> প্রশাসনিক সহযোগিতায় ডেঙ্গি প্রতিরোধে সর্বত্র কাজ চলছে। কিছু নিয়ম মেনে চললেই মশার বংশবৃদ্ধি আটকানো সম্ভব। সেকথা প্রচার করা হচ্ছে। জেলাজুড়ে মশারি বিলি শুরু হয়েছে।
>
> **ডাঃ অসীম হালদার**
> মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক

দুষ্কর্মের প্রতিবাদ

জলপাইগুড়ি, ৯ জুন : জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন বজরাপাড়ায় অসামাজিক কাজকর্মের অভিযোগে রবিবার রাতে কোতোয়ালি থানায় স্মারকলিপি দিয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এলাকার একটি নির্মীয়মাণ বাড়িতে এক মহিলা সহ কয়েকজন বহিরাগত রাতে আসে বলে তাঁদের অভিযোগ। এতে সন্দেহ হওয়ায় তাঁরা বাড়িটির সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখালে বহিরাগতরা এলাকা ছেড়ে পালায়। শুধু মহিলাকে আটকে বাসিন্দারা পুলিশকে খবর দেন।

পুলিশ মহিলাকে থানায় নিয়ে যায়। অভিযোগ কেউ দায়ের না করায় পুলিশ তাকে ছেড়ে দিয়েছে। মহিলার দাবি, 'স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে কাজ পাইয়ে দেওয়ার নাম করে আমার পরিচিত একজন ওই বাড়িতে আমাকে ডেকে নিয়ে যায়।' এলাকার বাসিন্দা জগন্নাথ বসাক বলেন, 'আমাদের এলাকায় একটি স্কুল রয়েছে। তার ঠিক পাশেই বাড়িটি তৈরি হচ্ছে। সেখানে দিনের পর দিন রাতের অন্ধকারে অসামাজিক কাজকর্মের আড্ডা বসে। আমরা এর প্রতিকার চাই।'

যৌন হেনস্তা, গ্রেপ্তার

ধূপগুড়ি, ৯ জুন : ফাঁকা বাড়িতে বছর পনেরোর এক কিশোরকে যৌন হেনস্তার অভিযোগে সোমবার রাতে গ্রেপ্তার হয় ধূপগুড়ি থানাপাড়ার বাসিন্দা কৃষ্ণ ঘোষ নামে এক ব্যক্তি। পেশায় পোস্ট অফিসের এজেন্ট ওই ব্যক্তি এদিন নিজের বাড়িতে আসা ওই কিশোরকে একা পেয়ে যৌন হেনস্তা করার চেষ্টা করে। ঘটনা ক্যামেরাবন্দি করে কিশোরটি। কিশোরের পরিবার ভিডিও সহ থানায় অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে।

চুরি

জলপাইগুড়ি, ৯ জুন : সোমবার জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের মোহিতনগর নয়াপাড়ায় এক ব্যক্তির বাড়িতে চুরি হল। বাড়ির মালিক অজয় দাস জানান, ঘটনার সময় বাড়িতে কেউ ছিলেন না। আলমারিতে থাকা নগদ ৩০ হাজার টাকা ও অলংকার চুরি গিয়েছে।

ঘরে ফেরা। তিস্তায় মানসী দেবসরকারের ক্যামেরায়। সোমবার।

এলিভেটেড হাইওয়ের কাজ পিছিয়ে

শিলিগুড়ি, ৯ জুন : পুজোর আগে নয়, বরং '২৬-এর ভোটের মুখে চালু হতে পারে বালাসন থেকে সেবক সেনাছাউনি পর্যন্ত এলিভেটেড হাইওয়ের। চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে প্রকল্পটির কাজ শেষ করার সময়সীমা নির্ধারিত থাকলেও, এখনও প্রচুর কাজ বাকি থাকায় আগামী বছরের এপ্রিলের আগে তা শেষ হচ্ছে না। এশিয়ান হাইওয়ের কর্তারা জানান, আরও ছয় মাস সময় নেওয়া হয়েছে। আগামী বছরের মার্চ-এপ্রিলের মধ্যেই ১২ কিমি এলিভেটেড হাইওয়ের নির্মাণকাজ শেষ হবে। এই প্রকল্পের নকশাতেও কিছুটা রদবদল হয়েছে বলে নির্মাণকারী সংস্থা জানিয়েছে। এশিয়ান হাইওয়ের এক শীর্ষস্থানীয় আধিকারিক বলছেন, 'দ্রুতগতিতে নির্মাণকাজ চলছে। তবে বর্ষা শুরু হয়ে গিয়েছে। তাই কিছুটা বাড়তি সময় প্রয়োজন হচ্ছে।'

২০২২ সালের নভেম্বরে শিলিগুড়িতে এসে মাটিগাড়ার বালাসন সেতু থেকে খাপরাইল মোড়, দার্জিলিং মোড়, চেকপোস্ট, শালুগাড়া হয়ে সেবক সেনাছাউনি পর্যন্ত এলিভেটেড হাইওয়ে (করিডর)-এর শিলান্যাস করেছিলেন সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করি। প্রায় ৯৯৫ কোটি টাকায় এই প্রকল্পের কাজ আড়াই বছরের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা ছিল। ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক হলেও এই রাস্তাটির নির্মাণকাজের পুরো দায়িত্ব এশিয়ান হাইওয়ে (২) কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হয়েছে।

রাস্তা নিয়ে অসন্তোষ মালবাজার ও বানারহাটে

রাস্তা নির্মাণের কাজ নিয়ে প্রতিবাদ গ্রামবাসীদের। ডামডিমে।

রাতে পিচ ঢালাই, বাধা গ্রামবাসীর

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ৯ জুন : নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করার অভিযোগে রাস্তা নির্মাণ বন্ধ করে দিলেন মাল ব্লকের কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ ওই রাস্তাটি তৈরি করছে ওই পঞ্চায়েতের পূর্ব ডামডিমে। রবিবার মাঝরাতে পিচ ঢালাই করতে দেখে সন্দেহ হয় গ্রামবাসীদের। তাঁরা কাজ আটকে দেন। কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুনীতা মুন্ডা এলাকাবাসীর পক্ষে দাঁড়িয়েছেন।

তিনি বলেন, 'গ্রামবাসীর দাবি মেনে কাজ করতে হবে। রাতে রাস্তার কাজের খবর আমার কাছে ছিল না।' তবে কাজ শুরু হওয়ার সময়ে উপপ্রধান চিত্তপ্রসাদ শর্মা উপস্থিত ছিলেন। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মনের সঙ্গে যোগাযোগে করা যায়নি। বারবার চেষ্টা করলেও ফোনে সাড়া দেননি তিনি। তবে সোমবার সকালে ফের কাজ শুরু হলে স্থানীয় বাসিন্দারা আবার কাজ বন্ধ করে দেন।

২০২৪ সালে পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় নেপুচাপুর দুখরু মোড় থেকে চেলধুরা পর্যন্ত ৫ কিলোমিটারের বেশি ওই রাস্তা নির্মাণে প্রায় ১ কোটি ৮২ লক্ষ ১১ হাজার ৬২০ টাকা বরাদ্দ হয়। রাস্তাটি দিয়ে সহজে ক্রান্তি ব্লকের রাজাডাঙ্গায় যাওয়া যায়। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ১০ হাজার মানুষ রাস্তাটির ওপর নির্ভরশীল। নেপুচাপুর বস্তির মুন্সিপাড়া, চেলধুরা ইত্যাদি এলাকার বাসিন্দারা ইতিমধ্যে ক্ষোভে ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা পুনি মুন্ডাও ক্ষিপ্ত। তিনি বলেন, 'সরকারি টাকার অপচয় বন্ধ হোক। উন্নয়নমূলক কাজে সঠিক পদ্ধতি বজায় রাখতে হবে। বিষয়টি ঠিকাদার সংস্থাকে দেখতে হবে।' চলতি বছরের গোড়ায় রাস্তাটি তৈরি শুরু হলেও তিন-চার মাস পরে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। গ্রামবাসীর অভিযোগ, একে রাস্তা নির্মাণে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার হয়েছে, তার ওপর মাঝখান থেকে কাজ শুরু হয়েছে।

আট বছর আগেও এই এলাকায় তৈরি রাস্তা বেশিদিন টেকেনি। ৬ মাস আগে আদিবাসী কল্যাণ মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক রাস্তাটির শিলান্যাস করেন। রবিবার রাতে হঠাৎ ভারী যন্ত্রপাতি নিয়ে নির্মাণ সংস্থার কর্মীরা গ্রামে পৌঁছান। স্থানীয় বাসিন্দা বাহেদুল আলমের অভিযোগ, 'রাতে লুকিয়ে রাস্তা নির্মাণের চেষ্টা কেন, তার উত্তর পাইনি। নেপথ্যে বড়সড়ো দুর্নীতি রয়েছে।'

এলাকাবাসীর সুরে সুর মিলিয়ে স্থানীয় বিজেপি নেতা সুনীল ওরাওঁ বলেন, 'মাল বিডিও অফিসে দাবি জানানো হলেও কাজের শিডিউল দেখানো হয়নি। শাসকদলের নেতারা কাটমানি নেন বলে সরকারি প্রকল্পের কাজ সঠিকভাবে হয় না।'

কাজে ঢিলেমি, অবরোধ

গোপাল মণ্ডল

বানারহাট, ৯ জুন : বানারহাট বাজারের চামুর্চি মোড় থেকে রেলগেট পর্যন্ত রাস্তা সম্প্রসারণ শুরু হয়েছে। কিন্তু সেই কাজ অত্যন্ত ধীরগতিতে চলছে বলে অভিযোগ তুলে সোমবার দুপুরে রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন এলাকার ব্যবসায়ীরা। অবরোধে আটকে পড়া গাড়িগুলির যাত্রীদের তীব্র গরমে ব্যাপক দুর্ভোগ হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন বানারহাট থানার আইসি বিরাজ মুখোপাধ্যায়, ট্রাফিক ওসি আনন্দ নার্জিনারি। এরপর নির্মাণকারী সংস্থার তরফে সাতদিনে রাস্তার ধারে নিকাশিনালার কাজ সম্পন্ন করার আশ্বাস দিলে দেড় ঘণ্টা পর অবরোধ তুলে নেন ব্যবসায়ীরা।

১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাস্তাটির কাজ শুরু হয়েছে। রাস্তার দুইপাশে নিকাশিনালা তৈরির জন্য গর্ত করা হয়েছে। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, সেই গর্ত পেরিয়ে দোকানে যেতে তাঁদের সমস্যা হচ্ছে। গর্ত দেখে ক্রেতারা দোকানে যেতে চাইছেন না। ফলে ব্যবসা মার খাচ্ছে। এদিন এক ব্যবসায়ী দোকানে ঢুকতে গিয়ে পড়ে গিয়ে আঘাত পান। এরপরই ব্যবসায়ীরা একত্রিত হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। ব্যবসায়ী মহম্মদ আখতার হোসেন বলেন, 'একদিন কাজ হয় তো দু'দিন বন্ধ থাকে। এভাবে কাজ করলে পুজোর আগে শেষ হবে না। আমাদের লোকসান হচ্ছে। তাই আমরা দ্রুত কাজ শেষ করার দাবি জানিয়ে পথ অবরোধ করেছি।' আরেক ব্যবসায়ী অরুণকুমার শা'র মন্তব্য, 'কাজ শুরুর আড়াই মাস হয়েছে। কিন্তু, কাজ এগোয়নি। সামনে পুজো। আমাদের ব্যবসার কী হবে?'

সংশ্লিষ্ট ব্যসায়ীদের ক্ষোভ যুক্তিসংগত বলেই মনে করেন বানারহাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুবীর দাস। তিনি বলেন, 'এই ঠিকা সংস্থার হাতে পর্যাপ্ত শ্রমিক নেই সঠিক সময়ে কাজ শেষ করার। এভাবে বেশিদিন চলতে পারে না।'

এদিকে কাজের বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদার শ্যামল সাহার বক্তব্য, বিভিন্ন সমস্যার কারণে কাজ শুরু করতে কিছুটা দেরি হয়ে গিয়েছিল। এর পর সেই নিকাশিনালার পাশ দিয়েই পানীয় জলের পাইপ পাতার কাজ চলায় নালা তৈরির কাজ কিছুদিন বন্ধ রাখা হয়েছিল। এর ফলেই সমস্যা তৈরি হয়। আগামী সাতদিনের মধ্যে কংক্রিটের নিকাশিনালা তৈরি ও নালার উপর স্ল্যাব পাতার কাজটি সম্পন্ন হয়ে যাবে বলে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সামনে তিনি আশ্বাস দেন।

বানারহাট বাজারে রাজ্য সড়ক অবরোধ ব্যবসায়ীদের।

বেতন নিয়ে বৈঠক

বেলাকোবা, ৯ জুন : সোমবার বিকেলে রানিনগরে অবস্থিত ঠান্ডা পানীয়ের কোম্পানির কর্ণধার এবং তৃণমূল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ইউনিট কমিটির নেতৃত্বের মধ্যে শ্রমিক ও কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি সংক্রান্ত বৈঠক হয়। জেলা আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি তপন দে জানান, কিছু বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। ১০ দিনের মধ্যে বেতন কাঠামো বৃদ্ধি নিয়ে কোম্পানি পরবর্তী বৈঠকে বসতে রাজি হয়েছে। তিনি বলেন, 'ইতিপূর্বেই আমরা শ্রম দপ্তরের হস্তক্ষেপ চেয়ে রেখেছি। শীঘ্রই রানিনগর শিল্পাঞ্চলে কর্মরত শ্রমিক ও কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়ে যাবে বলে আমরা আশাবাদী।'

Government of India
দেশ সর্বাগ্রে
নির্ণায়ক, নিঃশঙ্ক, দায়িত্বশীল ভারত

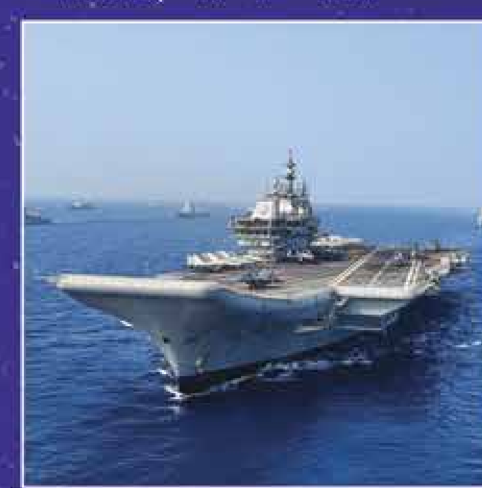

স্বদেশে প্রস্তুত বিমানবাহী জাহাজ আইএনএস বিক্রান্ত

'চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ' পদ তৈরি, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক সংস্কার

'এক পদ এক পেনশন' সেনাবাহিনীর দীর্ঘদিনের দাবির স্বীকৃতি

ব্রাহ্মোস মিসাইল ফিলিপিনসে রপ্তানি

ভারতের প্রতিরক্ষা রপ্তানির ৩৩ গুণ বৃদ্ধি

ডিফেন্স ক্যাপিটাল অ্যাকুইজিশন বাজেটের ৭৫% দেশীয় উৎপাদনের জন্য বরাদ্দ

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের ৫০০০-এর বেশি সামগ্রী দেশে উৎপাদনের জন্য তালিকাভুক্ত

IDEX স্টার্টআপ এবং এমএসএমই-দের থেকে ২৪০০+ কোটি টাকার ৪৩টি সামগ্রী ক্রয়

ভারতীয় বায়ুসেনার দেশীয় প্রযুক্তিতে উৎপাদিত LCH প্রচণ্ড বিশ্বের একমাত্র লাইট কমব্যাট হেলিকপ্টার যা ভার সমেত ৫০০০ মিটার উচ্চতায় টেক অফ ও ল্যান্ডিং করতে সক্ষম

স্বায়ত্তশাসন, দক্ষতা ও বৃদ্ধির সুবিধার্থে অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি বোর্ডকে ৭টি প্রতিরক্ষা সম্বন্ধীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় রূপান্তর

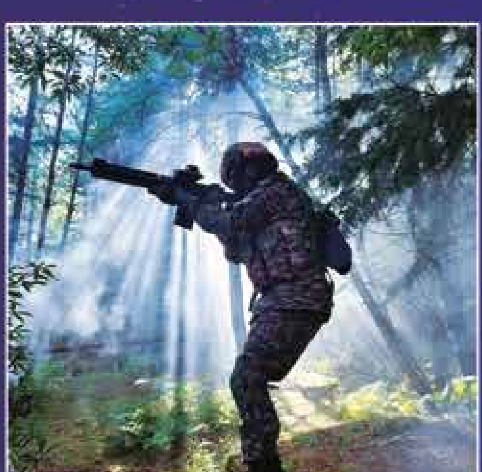

অপারেশন সিন্দুর আমাদের সেনাবাহিনীর বীরত্বের প্রমাণ মাত্র ২২ মিনিটে শত্রু দেশের ভিতরে ঢুকে সন্ত্রাসের ৯টি কেন্দ্র ধ্বংস

CBC 44101/13/0007/2526

Viksit Bharat ka Amrit Kaal
Seva, Sushasan, Garib Kalyan ke
11 SAAL

পরিদর্শনে মহকুমা শাসক

আবর্জনা সাফাই নিয়ে দায় ঠেলাঠেলি

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৯ জুন : গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ ও জলপাইগুড়ি পুরসভার মধ্যে আবর্জনা ফেলা এবং সাফাই নিয়ে টানাপোড়েন চলছিল। গ্রাম পঞ্চায়েত ও পুরসভার সীমানা এলাকায় গৃহস্থালি ও দোকানের আবর্জনা প্রতিদিন ফেলা হচ্ছে। অথচ কেউ সময়মতো সাফাই করছে না। এমনকি আবর্জনা ফেলার জন্য ডাস্টবিনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে না বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। সোমবার সমস্যার সমাধানে সদর মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী পরিদর্শনে যান। তমোজিৎ বলেন, 'জলপাইগুড়ি শহরের আসাম মোড়, পাহাড়পুর ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ মোড় এলাকা এদিন সরেজমিনে পরিদর্শন করেছি। গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পঞ্চায়েত, পুর এলাকায় পুরসভার তরফে নির্দিষ্ট ডাস্টবিন দিতে বলা হয়েছে। আগামী এক সপ্তাহ এলাকার স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখতে পঞ্চায়েত ও পুরসভার উদ্যোগ দেখা হবে। না হলে জেলা শাসকের কাছে দুই পক্ষের সীমানা এলাকায় আবর্জনা সাফাইয়ের কাজে অসহযোগিতার অভিযোগ জানানো হবে।'

সোমবার সাফাইকর্মীদের সঙ্গে কথা বলছেন সদর মহকুমা শাসক।

জলপাইগুড়ি পুরসভার ২৫টি ওয়ার্ডের আবর্জনা বাড়ি বাড়ি ঘুরে সংগ্রহ করা হয়। সেইসঙ্গে রাস্তা ও বাজারের বর্জ্য পুরসভা সাফাই করে। কিন্তু পুরসভার সীমানা এলাকায় খড়িয়া, পাহাড়পুর ও অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতও আছে। এদিকে, আসাম মোড়ের কাছে হোলি চাইল্ড স্কুলের বিপরীতে নালার পাশে ফাঁকা জায়গায় প্রতিদিন আবর্জনা জমছে। দুর্গন্ধে এলাকাবাসী তো বটেই, স্কুল পড়ুয়াদের যাতায়াতে সমস্যা হচ্ছে। আসাম মোড়ের বাসিন্দা ঋতিকা বসুর কথায়, 'যেভাবে স্কুলের উলটোদিকে আবর্জনা জমছে, তাতে নাকে রুমাল দিয়েও কাজ হচ্ছে না।' ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সামনের বাসিন্দা রোহিত মালাকার জানান, প্রতিদিন দোকানগুলি যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ফেলে এলাকাকে দূষিত করে তুলছে। গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে কোনও কাজ হচ্ছে না।

পাহাড়পুরের কাছে পঞ্চায়েত এলাকার অধীন ফাঁকা জায়গায় প্রকাশ্যে আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের এবিষয়ে কোনও হেলদোল নেই বলে স্থানীয় বাসিন্দা ও পথচারীদের অভিযোগ। অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রাজেশ মণ্ডলের বক্তব্য, 'আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতের কেউ পুরসভা এলাকায় আবর্জনা ফেলে না।'

এদিকে, জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল বলেন, 'পুরবাসীরা কখনও পঞ্চায়েত এলাকায় আবর্জনা ফেলে না। আমরা নিজেদের এলাকা নিয়মিত সাফাই করে থাকি।'

উদ্যোগ

- গ্রাম পঞ্চায়েত ও পুরসভার সীমানা এলাকায় গৃহস্থালি ও দোকানের আবর্জনা প্রতিদিন ফেলা হচ্ছে
- আবর্জনা ফেলার জন্য ডাস্টবিনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে না বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ
- সোমবার সমস্যার সমাধানে সদর মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী পরিদর্শনে যান

গেট মিটিং

বানারহাট, ৯ জুন : দাবিদাওয়া পূরণ না হওয়ায় সোমবার আমবাড়ি চা বাগানের তিনটি শ্রমিক সংগঠন একত্রিত হয়ে গেট মিটিং করে। সংগঠনগুলির নেতৃত্ব জানিয়েছে, মালিকপক্ষ মিটিংয়ের আশ্বাস দিলেও, কোনও সিদ্ধান্তে আসছে না। উলটে, শ্রমিকদের বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। তাঁদের অভিযোগ, সমস্যা সমাধানে গত ৬ জুন বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু, সেটা আর হয়ে ওঠেনি। কারণ, ঠিক তার আগেই বাগানের ম্যানেজার পদ ছেড়ে চলে যান। বাগান কর্তৃপক্ষ শ্রমিক সংগঠনগুলোকে কিছু না জানিয়েই গোপনে অনেক সিদ্ধান্ত নিয়ে নিচ্ছে।

চা বাগানের শ্রমিক নেতা বিধান তাঁতি বলেন, 'মালিকপক্ষ বারবার শুধু আশ্বাস দিচ্ছে। কিন্তু সমস্যার সমাধান করছে না। তাই আমরা বাধ্য হয়ে শ্রমিকদের দাবিদাওয়া আদায়ে সব শ্রমিক সংগঠন মিলে গেট মিটিং করেছি। যতদিন পর্যন্ত না দাবিদাওয়া মানা হবে, ততদিন এভাবেই গেট মিটিং চলতে থাকবে।'

আমবাড়ি চা বাগানের ডেপুটি ম্যানেজার কুন্তল সান্যাল বলেন, 'শ্রমিকদের দাবি আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। আগামী ২৬ জুন ডিবিআইটিএ-তে মিটিং আছে। সেখানে সমস্ত বিষয় আলোচনা হবে। সব সমস্যা একসঙ্গে মিটবে না, কিন্তু আলোচনার মাধ্যমে ধাপে ধাপে সমাধান হবে।'

গরমে শুনসান রাস্তা। সোমবার মালবাজারের ঘড়ি মোড়ে। ছবি : অ্যানি মিত্র

গরমে পাখা সারাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ৯ জুন : একে তীব্র গরম। তার উপর ঘরের পাখা চলছিল না। রবিবার রাতে আইজুল হক (৪২) নিজে পাখা ঠিক করার কাজে হাতে লাগান। কিন্তু সেটাই যে তাঁর জীবনে কাল হয়ে দাঁড়াবে তা হয়তো তিনি কল্পনা করতে পারেননি। ধূপগুড়ি ব্লকের গাদং-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কচুরটারি এলাকার বাসিন্দা আইজুল পাখা ঠিক করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। তড়িঘড়ি তাঁকে ধূপগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ধূপগুড়ি থানার পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের পরিবারের তরফে ঘটনাটি জানানো হয়েছে। প্রাথমিক তদন্ত সম্পন্ন হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর বাকিটা বলা সম্ভব হবে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, আইজুল হক পেশায় গ্যারাজকর্মী ছিলেন। কিছুটা হলেও তাঁর বিদ্যুৎ সংক্রান্ত কাজের ধারণা ছিল। সেকারণে ঘরের ফ্যান নিজে ঠিক করতে শুরু করেন। কিন্তু অসাবধানতার কারণে বাড়ির একমাত্র উপার্জনকারী আইজুলের মৃত্যু ঘটল। এদিকে ফ্যান মেরামতের সময় আইজুলের ছেলে বাবাকে সহায়তা করছিল। ওই সময় ছেলেও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। বর্তমানে সে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মৃতের বন্ধু সহিদার রহমান বলেন, 'বিদ্যুতের ভোল্টেজ কম থাকায় ফ্যান চলছিল না। গরমের কারণে নিজে ফ্যান ঠিক করতে উদ্যোগী হন। তখনই আইজুল বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। তার ছেলেও বিদ্যুতের সংস্পর্শে চলে আসে। আহত অবস্থায় দুজনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা আইজুলকে মৃত বলে জানায়।'

> বিদ্যুতের ভোল্টেজ কম থাকায় ফ্যান চলছিল না। গরমের কারণে নিজে ফ্যান ঠিক করতে উদ্যোগী হন। তখনই আইজুল বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। তার ছেলেও বিদ্যুতের সংস্পর্শে চলে আসে। আহত অবস্থায় দুজনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা আইজুলকে মৃত বলে জানান।
>
> **-সহিদার রহমান,** *মৃতের বন্ধু*

চিকিৎসকদের অনুমান, হাসপাতালে আনার পথে আইজুলের মৃত্যু হয়েছে। রাতেই পুলিশ হাসপাতালে গিয়ে দেহ নিজেদের হেপাজতে নেয়। সোমবার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। হাসপাতালে গিয়ে পুলিশ প্রাথমিক তদন্ত সম্পন্ন করেছে।

প্রতারকদের খপ্পরে মহিলারা

বন্ধুকে ২ লক্ষ টাকা দিয়ে প্রতারিত

অনুসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৯ জুন : ফের প্রতারকদের খপ্পরে পড়ে প্রায় ২ লক্ষ টাকা খোয়ালেন এক মহিলা। সম্প্রতি জেলা পুলিশ-প্রশাসনের পাশাপাশি মোবাইল ফোনে কিংবা মেসেজ দিয়ে বারবার প্রতারকদের হাত থেকে বাঁচতে সাবধান করা হয়। কিন্তু কে শোনে কার কথা। সাধারণ মানুষ যে এখনও সচেতন নন, তার প্রমাণ ফের মিলল সোমবার। প্রায় দুই লক্ষ টাকা হারিয়ে সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ জমা করলেন এক মহিলা। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ডেঙ্গুয়াঝাড় সাকেরপাড়ার বাসিন্দা প্রিয়াংকা রায় সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে এক ব্যক্তির ফেন্ড রিকোয়েস্ট গ্রহণ করেছিলেন। তারপর ফোন নম্বরও আদানপ্রদান হয়েছিল। হঠাৎ গত ৫ জুন ওই ব্যক্তি ১২ ডিজিটের একটি নম্বর থেকে ফোন করে বলেন যে তিনি লন্ডন থেকে দিল্লি বিমানবন্দরে নেমেছেন। তার কাছে গ্রিন কার্ড নেই। এরপর আরও দুটি নম্বর থেকে কিছু টাকা পাঠানোর জন্য ফোন আসে। এমনকি আশ্বাস দেওয়া হয় ডলার থেকে ভারতীয় মুদ্রায় পরিণত করে টাকা ফেরত দেওয়া হবে।

প্রিয়াংকা বলেন, 'সেইমতো আমি ওইদিন অনলাইনে ধাপে ধাপে কখনও ৪ হাজার, ১ হাজার, ১০ হাজার, ৫০ হাজার টাকা দিই। এরপর ফের ৬ তারিখে ধাপে ধাপে আরও কয়েক হাজার টাকা এবং ৭ তারিখে ৪০ হাজার, ১৫ হাজার, ৫০ হাজার টাকা মিলিয়ে প্রায় ২ লক্ষেরও বেশি টাকা আমি দিয়েছি। এরপর টাকা চাওয়া বন্ধ না হওয়ায় বুঝতে পারি আমি প্রতারিত হয়েছি। তাই এখন সাইবার ক্রাইম থানার দ্বারস্থ হয়েছি।'

বিদেশি মুদ্রায় বিনিয়োগ করলে মুনাফা হবে এই আশায় রবিবার জলপাইগুড়ি শহরের এক ব্যক্তি ১৪ হাজার ৬৩১ টাকা হারিয়ে প্রতারিত হয়েছেন। সাইবার ক্রাইম থানায় প্রতিদিনই প্রায় এমন অভিযোগ জমা পড়ছে। এবিষয়ে জলপাইগুড়ি সাইবার ক্রাইম থানার আইসি বিক্রম থাপা বলেন, 'আমরা সবসময় সোশ্যাল মিডিয়ায় এমনকি সশরীরে উপস্থিত থেকেও সাধারণ মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। বর্তমানে ইনভেস্টমেন্ট ক্রাইম খুবই বেড়েছে। বিভিন্নভাবে টোপ ফেলে প্রতারকরা সেই চক্র চালাচ্ছে। এই ধরনের প্রতারণা তখনই বন্ধ হবে যখন সাধারণ মানুষ সচেতন হবেন।' তিনি এদিন এ বার্তাও দেন যে ইনভেস্টমেন্ট করলে আগে যাচাই করতে হবে। বিভিন্ন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যাংক, রেজিস্টার্ড ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা সাহায্য করতে পারে।

মালবাজার শহরে বিক্ষোভ। সোমবার।

প্রতিবাদে চা বাগানের মহিলারা

মালবাজার, ৯ জুন : ডুয়ার্সের চা বাগানের কয়েকশো মহিলাকে ঋণের জালে জড়িয়ে, কয়েক কোটি টাকার প্রতারণার চক্র রবিবার উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত প্রতিবেদনে সামনে এসেছে। সোমবার এই ঘটনা নিয়ে মালবাজার শহরে একাধিক মাইক্রো ফিন্যান্স কোম্পানির দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন বিভিন্ন চা বাগানের কয়েকশো মহিলা। তাঁদের নেতৃত্বে ছিলেন নাগরাকাটার প্রাক্তন বিধায়ক জোশেফ মুন্ডা।

জয় লক্ষ্মী অ্যাগ্রো ফার্ম নামে একটি সংস্থা গড়ে চা বাগানের কয়েকশো মহিলাকে উপার্জনের পথ দেখানোর নাম করে প্রতারণা করার অভিযোগ উঠেছে জয় চিকবড়াইক এবং প্রেম ছেত্রীর বিরুদ্ধে। সেই মহিলাদের নাম করে বিভিন্ন মাইক্রো ফিন্যান্স কোম্পানির কাছ থেকে মোটা টাকা ঋণ নিয়েছে ওই দুজন। প্রথম প্রথম তারা কয়েকটা কিস্তি শোধ করেছে। তারপর সেই ঋণের বোঝা চাপিয়েছে বাগানের মহিলাদের ওপর। যদিও ঘটনার পর প্রেম দায় চাপিয়েছে জয়ের কাঁধে। প্রতারিত মহিলারা রবিবার ওই দুজনের নামে মাটিয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পাশাপাশি এদিন মাল শহরের বিভিন্ন মাইক্রো ফিন্যান্স কোম্পানির অফিস ঘেরাও করেন। নাগরাকাটার প্রাক্তন বিধায়ক জোশেফ মুন্ডা তাঁদের নেতৃত্ব দেন।

মহিলারা জানিয়েছেন, ফিন্যান্স কোম্পানিগুলো এখন তাঁদের নিয়মিত তাগাদা দিচ্ছে ঋণ পরিশোধের জন্য। কীভাবে তাঁরা ঋণ পরিশোধ করবেন? এই প্রশ্নই করছেন তাঁরা। জোশেফের প্রশ্ন, 'মাইক্রো ফিন্যান্স কোম্পানিগুলো এই শ্রমিক মহিলাদের আর্থিক অবস্থা জেনেও তিন-চারটে করে ঋণ কীভাবে দিচ্ছে?' তাঁর সংযোজন, 'আমাদের মনে হয় জয় লক্ষ্মী অ্যাগ্রো ফার্মের সঙ্গে এই মাইক্রো ফিন্যান্স কোম্পানিগুলোর যোগসূত্র আছে। আমাদের মনে হয় এরা ওই ফার্মের কাছ থেকে কমিশন সংগ্রহ করে। আমরা তাই এই ফিন্যান্স কোম্পানিগুলোর আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করে বিষয়টি জানতে এসেছিলাম।'

বিষয়টি নিয়ে প্রতারিত মহিলা ও প্রাক্তন বিধায়ক যাই বলুন না কেন, উলটো সুর মাইক্রো ফিন্যান্স কোম্পানিগুলোর কর্তাদের মুখে। এক মাইক্রো ফিন্যান্স কোম্পানির ম্যানেজার বলেন, 'আমাদের নানা স্কিমে অনেক মানুষই আবেদন করেন। তাঁরা তিন-চারটে ঋণ দেওয়ার যে অভিযোগ তুলেছেন, সেটা সত্য নয়। আমরা কাউকে তিনটির পর আর চতুর্থ ঋণ দিতে পারি না। এটা আমাদের নিয়মের বাইরে।' সেইসঙ্গে ঋণ নেওয়ার সময় তাঁরা সকলকেই সতর্ক করে দেন, যাতে তাঁরা ঋণের টাকা কোনও তৃতীয় ব্যক্তির হাতে তুলে না দেন। সেই ম্যানেজারের দাবি, 'প্রতারণার জাল খোলার দায়িত্ব প্রশাসনের, আমাদের নয়।'

প্রতারণার বিরুদ্ধে

- বিভিন্ন মাইক্রো ফিন্যান্স কোম্পানি থেকে গোষ্ঠীর নামে ঋণ সংগ্রহ করে নিজেদের কাছে রাখে ওই দুই প্রতারক
- শহরে একাধিক মাইক্রো ফিন্যান্স কোম্পানির দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন কয়েকশো মহিলা
- জয় চিকবড়াইক এবং প্রেম ছেত্রীর নামে মাটিয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়

উদ্বোধন

বড়দিঘি, ৯ জুন : সোমবার মাল ব্লকের তেশিমলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ৫ কিমি দীর্ঘ একটি রাস্তার কাজের উদ্বোধন করা হয়। ৬০ নম্বর কলোনি থেকে মুন্সিধুরা হয়ে হাবিবুল ইসলামের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার কাজ শুরু হওয়ায় খুশির হাওয়া এলাকায়। পথশ্রী প্রকল্পে রাস্তাটি নির্মাণে খরচ হবে প্রায় ২ কোটি ৯ টাকা। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তেশিমলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জয়ন্তী বর্মন, উপপ্রধান ওয়ারেসুল আম্বিয়া, মাল পঞ্চায়েত সমিতির দুই সদস্য মৌসুমি সরকার ও আরমান আরশাদ প্রমুখ।

শিবির

মালবাজার, ৯ জুন : একটি সমাজসেবী সংগঠনের উদ্যোগে সোমবার মালবাজার ব্লকের রানিচেরা চা বাগানে ক্রেশ স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। কয়েকশো মানুষকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে ওষুধ দেন বিশেষজ্ঞরা। এদিনের শিবিরে ফিজিওথেরাপি, দাঁতের চিকিৎসা, জেনারেল মেডিসিন, ডায়েটিসিয়ান সহ বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসকরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ছিলেন মাল পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সুশীলকুমার প্রসাদ, জেলা পরিষদের সদস্য পূর্ণিমা মাহালি, বাগানের ম্যানেজার বলজিৎ সিং বাজোয়া প্রমুখ। সংগঠনের চেয়ারপার্সন পায়েল পেরিওয়াল বলেন 'এই ধরনের শিবির ধারাবাহিকভাবে চলবে।'

মন্দিরে চুরি

বেলাকোবা, ৯ জুন : বেলাকোবার হাসপাতাল পাড়ার এক গৃহস্থ বাড়ির কালী মন্দিরে চুরি হয়েছে রবিবার মাঝরাতে। গৃহকর্তা মৃণাল সরকার বলেন, 'খুব সম্ভবত রাত তিনটে নাগাদ চুরি হয়েছে। মন্দির বাড়ির ভেতরে হলেও, মূর্তির মুখ রাস্তার দিকে। প্রতিবেশীদের ডাকাডাকিতে বেরিয়ে দেখি মূর্তি উপুড় হয়ে পড়ে আছে। কপালে সোনার টিপ নেই।' তবে সোনার টিকলিটি নিতে পারেনি চোর। ৩৫ বছরের পুরোনো কালী মন্দিরটিতে ইতিপূর্বে এমন ঘটনা ঘটেনি। জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। সিসিটিভিতে হাফপ্যান্ট ও গেঞ্জি পরা একজনকে মন্দিরের শিক ধরে টানাটানি করতে দেখা গিয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

সাংগঠনিক সভা

মেটেলি, ৯ জুন : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সংগঠনকে মজবুত করার লক্ষ্যে তৃণমূল কংগ্রেস সভা করল। সোমবার মেটেলি ব্লক তৃণমূলের ডাকে মেটেলি ডাকবাংলোতে সভাটি হয়। এদিন বীর বিরসা মুন্ডার প্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে সভার সূচনা হয়। সভায় মেটেলি ব্লকের তৃণমূলের বুথ কমিটি ও অঞ্চল কমিটি গঠনের বার্তা দেওয়া হয়। পাশাপাশি সংগঠনকে মজবুত করার লক্ষ্যে তৃণমূল নেতৃত্বকে ময়দানে নামার কথাও বলা হয়। তৃণমূলের মেটেলি ব্লক সভানেত্রী স্নোমিতা কালান্দি বলেন, 'আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এদিন ব্লকের বিভিন্ন শাখা সংগঠন ও জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে সভা হল। সাংগঠনিক নানান বিষয়ে আলোচনা করা হয়।'

আগুন

ক্রান্তি, ৯ জুন : বড়সড়ো অগ্নিকাণ্ড এড়াল ক্রান্তি ব্লক। সোমবার সকালে ক্রান্তি ব্লকের পুলিশ ফাঁড়ির সামনে বিবেক রায় নামে এক বাসিন্দার খড়ের গাদায় আগুন লেগে যায়। স্থানীয়দের অনুমান, শর্টসার্কিট থেকেই আগুন লেগেছে। স্থানীয়রাই দ্রুততার সঙ্গে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। খবর পেয়ে ঘণ্টাখানেক পর ময়নাগুড়ি থেকে আসে দমকলের একটি ইঞ্জিন। সকলের প্রচেষ্টায় বড়সড়ো দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পায় গোটা এলাকা। এই ঘটনায় ক্রান্তি ব্লকে পুনরায় দমকলকেন্দ্র স্থাপনের দাবি জোরদার হচ্ছে।

স্মারকলিপি

ধূপগুড়ি, ৯ জুন : পানীয় জলের বন্দোবস্ত করা, জব কার্ড হোল্ডারদের কাজের ব্যবস্থা সহ একাধিক দাবিতে সিপিএম নেতৃত্ব বারোঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি দিল।

সোমবার ৯ দফা দাবি নিয়ে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। সিপিএমের ধূপগুড়ি দক্ষিণ-পূর্ব এরিয়া কমিটির সম্পাদক রাজকুমার রায় বলেন, 'আইন মোতাবেক একশো দিনের শ্রমিকদের কাজ দেওয়া সহ একাধিক দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।' এদিকে, বারোঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ফণীন্দ্রনাথ রায় এবিষয়ে কিছু বলতে নারাজ। তবে কর্তৃপক্ষ সূত্রে খবর, স্মারকলিপির প্রতিলিপি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে।

নিরাপদ আশ্রয়।। *ত্রিমোহিনীতে ছবিটি তুলেছেন চন্দ্রাণী ঘোষ।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

তলিয়ে যাওয়া তরুণের দেহ উদ্ধার

ময়নাগুড়ি, ৯ জুন : রবিবার ময়নাগুড়ি ব্লকের বার্ণিশ গ্রাম পঞ্চায়েতের উল্লাডাবরির ডাঙ্গাপাড়ার বাসিন্দা সুরজ রায় (১৮) জলঢাকা নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যায়। সোমবার বিকেলে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ জলঢাকা নদী থেকে ওই তরুণের দেহ উদ্ধার করল। গতকাল খবর পাওয়ামাত্র পুলিশ তল্লাশি শুরু করে। এদিন সকাল থেকে ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষের নেতৃত্বে মৎস্যজীবীরা সংশ্লিষ্ট জায়গায় জাল ফেলতে থাকেন। মৎস্যজীবীদের সঙ্গে নৌকায় আইসিও ছিলেন। সারাদিন খোঁজাখুঁজির পর এদিন বিকেলে সুরজের দেহ হঠাৎ জলে ভেসে ওঠে। ঘটনাস্থলে সুরজের পরিজন, ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ ও পুলিশবাহিনী উপস্থিত ছিল। সুবল বলেন, 'গতকাল থেকে উদ্ধারের চেষ্টা চালানো হয়েছে। দেহ খোঁজার জন্য ঘটনাস্থলে জাল ফেলে এদিন সকাল থেকে মৎস্যজীবীদের কাজে লাগানো হয়েছে। বিকেলে জলঢাকা নদীতে সুরজের দেহ ভেসে ওঠে। মঙ্গলবার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি মর্গে পাঠানো হবে। তারপর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।'

রবিবার ছয় বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে জলঢাকা নদীতে সুরজ স্নান করতে নামে। পুলিশের অনুমান, জলে অনবরত জাল ফেলে ঘাঁটাঘাঁটি করায় দেহ ভেসে ওঠে। সম্ভবত বালিতে সুরজের দেহ আটকে ছিল।

দেহ উদ্ধারের পর সুরজের জেঠু ধনেশ্বর রায় দেহ শনাক্ত করেন। সুরজের কাকা অলোক রায়ও ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। সুরজের বাবা নরহরি রায় পেশায় কৃষিজীবী। মা স্বপ্না রায় গৃহবধূ। এছাড়া বাড়িতে বড় দাদা সুশান্ত রায় আছেন। অলোকের কথায়, 'গতকাল সুরজ জলঢাকা নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যায়। কীভাবে এসব ঘটল বুঝতে পারছি না।'

প্রশিক্ষণ শিবির

রাজগঞ্জ, ৯ জুন : প্রযুক্তির সাহায্যে কীভাবে বিভিন্ন শস্যের ফলন ও মাছের চাষ বৃদ্ধি করা যায় তা নিয়ে সোমবার রাজগঞ্জের ভোলাপাড়ায় একটি কৃষি প্রশিক্ষণ শিবির হল। উপস্থিত ছিলেন রামশাই কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের কোঅর্ডিনেটর বিপ্লব দাস, জলপাইগুড়ির কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিষ্ণুচন্দ্র পাল, সুখানি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ইসরাইল হক প্রমুখ। স্থানীয় কৃষক মন্টু বিশ্বাস বলেন, 'আমি কৃষি দপ্তর থেকে কিছু যন্ত্রপাতি বিনামূল্যে পেয়েছি। ভুট্টা এবং গম চাষের নতুন পদ্ধতি শিখলাম।'

নালায় দেহ উদ্ধার বাইসনের

গোপাল মণ্ডল

বানারহাট, ৯ জুন : গোটা সকাল রীতিমতো দাপিয়ে বেরাল দলছুট এক বাইসন। মোরাঘাট চা বাগান থেকে বানারহাট বাগান। তারপর ফের মোরাঘাটে। দুপুরের পর ক্লান্ত হয়ে সেখানে একটি নিকাশিনালায় বসে থাকে। ফলে দিনভর সেখানে পাহাড়ায় থাকতে হয় বনকর্মীদের। তবে আর কোনও সাড়া মেলেনি তার। বিকালের দিকে নালা থেকে বাইসনটির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ড লাইফ স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার হিমাদ্রি দেবনাথ বলেন, 'অত্যাধিক ছুটোছুটি করার ফলে ক্লান্তিতে ও গরমের কারণে বাইসনটির মৃত্যু হতে পারে। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এদিন কোনও এলাকায় ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।'

বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি বাইসন দলছুট হয়ে খুব ভোরে মোরাঘাট জঙ্গল থেকে বেরিয়ে মোরাঘাট চা বাগানে ঢোকে। এরপর সেখানেই ঘোরাঘুরি করছিল। পরে বাইসনটি বানারহাট চা বাগানে চলে যায়। কোথাও কারও ওপর হামলা চালানো কিংবা কোনও ক্ষয়ক্ষতি করেনি। ফের বাগান দিয়েই মোরাঘাট চা বাগানে চলে আসে। বেলা বাড়তেই সেটি একটি শুকনো নালার মধ্যে আশ্রয় নেয়। সারাদিন বাইসনটি সেখানেই ছিল। ঘটনাস্থলের খুব কাছেই ছিল লোকালয়। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সড়ক, শিলিগুড়িগামী রেলপথ। তাই দিনভর বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণ শাখা, বানারহাট রেঞ্জের কর্মীরা বাইসনটিকে পাহাড়া দেন। মোরাঘাট চা বাগানের চৌকিদার আংকেল লোহার বলেন, 'আমি ভোর পাঁচটা নাগাদ বাগানে ডিউটি করতে এসে বাইসনটিকে চা বাগানে ঘোরাফেরা করতে দেখি।'

এদিকে, দিনভর বাইসনের উপস্থিতিতে দুটি চা বাগানে শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। এলাকার বাসিন্দারা বাড়ি থেকে সেভাবে বেরোয়নি। পরে এদিন বিকাল নাগাদ হঠাৎই বাইসনটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এরপর বনকর্মীরা বাইসনটির দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যান।

মোরাঘাট চা বাগানের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার মোহন চক্রবর্তী বলেন, 'বাইসনটি সকাল থেকেই মোরাঘাট চা বাগানের বিভিন্ন সেকশনে ঘোরাঘুরি করছিল। শেষপর্যন্ত ভারত-ভুটান সড়কের পাশে ৮০/৮৫ নম্বর সেকশনের পাশে আশ্রয় নেয়। বাইসনের জন্য এদিন ওই সেকশনে কাজ বন্ধ রাখা হয়।'

> অত্যধিক ছোটাছুটি করার ফলে ক্লান্তিতে ও গরমের কারণে বাইসনটির মৃত্যু হতে পারে। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এদিন কোনও এলাকায় ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।
>
> **-হিমাদ্রি দেবনাথ**
> *রেঞ্জ অফিসার, বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ডলাইফ স্কোয়াড*

তখন জীবিত অবস্থায় নিকাশিনালায় শুয়ে।

নিখোঁজ বধূ

বেলাকোবা, ৯ জুন : মা অসুস্থ। মাকে দেখতে যাওয়ার নাম করে ২৬ মে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন বধূ পিয়ালী রায়। তাঁর বাড়ি বেলাকোবা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাঙ্গিপাড়া এলাকায়। তারপর আর বাড়ি ফেরেননি তিনি। জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানায় ২৭ মে নিখোঁজ ডায়েরি করেন স্বামী কর্ণদেব রায়। তারপরেও কোনও খোঁজ না মেলায় গত ২ জুন স্ত্রীর নিখোঁজের কথা জানান জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপতের কাছেও। কর্ণদেব বলেন, 'আমাদের দুটি সন্তান রয়েছে। চার বছরের ছেলে জয়দীপ এবং দেড় বছরের জুঁই। দীর্ঘদিন ধরে স্ত্রী নিখোঁজ থাকায় সন্তানদের সামলাতে এখন আমি হিমসিম খাচ্ছি।'

চুরি

ময়নাগুড়ি, ৯ জুন : বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগে লক্ষাধিক টাকা চুরির ঘটনা ঘটল ময়নাগুড়ি ব্লকের শালতলি এলাকায়। সোমবার রাজেন্দ্রনাথ মণ্ডল নামে এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে ৩ লক্ষ টাকা চুরি গিয়েছে। তিনি চা ও বেগুন চাষ করেন। এদিন দুপুরে রাজেন্দ্রনাথ জমিতে কাজ করছিলেন। বাড়িতে কেউ ছিল না। সেই সুযোগে দুষ্কৃতীরা তাঁর বাড়িতে ঢুকে তালা ভেঙে আলমারিতে রাখা নগদ তিন লক্ষ টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ এসে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা

মালবাজার, ৯ জুন : মালবাজার ব্লকের ওদলাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষিত মাতৃত্ব অভিযানের শিবির আয়োজন হল সোমবার। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, গর্ভবতী মায়েদের নানান শারীরিক সমস্যার পরীক্ষার জন্যই এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে মোট ১১৯ জন গর্ভবতী মহিলার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়।

গ্রেপ্তার

সমাজমাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিতর্কিত মন্তব্যের অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া শর্মিষ্ঠা পানোলির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা ওয়াজাহাত খানকে গ্রেপ্তার করল কলকাতা পুলিশ।

বিচারের আশা

২০২২ সালের টেটে প্রশ্নপত্র ভুল সংক্রান্ত মামলায় এখনও বিচারের আশায় চাকরিপ্রার্থীরা। সোমবার ফের বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁরা।

কোর্টে অনিকেত

চিকিৎসক অনিকেত মাহাতোর বদলির বিরুদ্ধে বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তিনি মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন। এই মামলাটি বুধবার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

ক্লাস শুরু

চলতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকেই শুরু হবে উচ্চমাধ্যমিকের বৃত্তিমূলক বিষয়ের ক্লাস। এই শিক্ষাবর্ষ থেকে বৃত্তিমূলক এবং প্রযুক্তিগত বিষয়ে সিমেস্টার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

পর্ন কাণ্ডে ফেরার মা ও ছেলে

শাসকদলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার অভিযোগে চর্চা হাওড়ায়

কলকাতা, ৯ জুন : হাওড়ার ডোমজুড় থানার বাঁকড়ায় মা ও ছেলের পর্ন ভিডিও কাণ্ডের তদন্তে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করল হাওড়া পুলিশ কমিশনারেট। বাঁকড়ায় যে ফ্ল্যাটে শ্বেতা খান ও তাঁর ছেলে আরিয়ান খান থাকতেন, সেই সংলগ্ন এলাকার সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজের হার্ড ডিস্ক সংগ্রহ করেছে পুলিশ।

সেখানেই দেখা গিয়েছে, সোদপুরের নির্যাতিতা তরুণী অভিযোগ জানানোর পরেই মা ও ছেলে এলাকা ছেড়ে পালিয়েছেন। কলকাতা বিমানবন্দর এলাকায় তাঁদের শেষবার দেখা গিয়েছে। তাঁরা সম্ভবত ব্যাংককে গা ঢাকা দিয়েছেন বলে মনে করছে পুলিশ। কারণ এর আগেও একাধিকবার ব্যাংকক, পাটায়া, ফুকেট গিয়েছিলেন মা ও ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে খবর নিয়ে পুলিশ জানতে পেরেছে, প্রোডাকশন হাউসের নাম করে সুন্দরী, অল্পবয়সি মেয়েদের কাজের টোপ দিতেন আরিয়ান ও শ্বেতা। তারপর তাদের বিভিন্ন পানশালায় নর্তকী হিসেবে অথবা যৌনকর্মী হিসেবে যাওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হত। একইভাবে সোদপুরের নির্যাতিতা তরুণীকেও প্রায় ৬ মাস আটকে রেখে যৌন নির্যাতন চালানো হয়েছে। তাঁর গোপনাঙ্গে গভীর ক্ষত পেয়েছেন চিকিৎসকরা। এরপরই নড়েচড়ে বসেছে পুলিশ।

এদিকে এদিনই শ্বেতার সঙ্গে রাজনৈতিক যোগের একাধিক ছবি প্রকাশ্যে এসেছে। রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায় ও ডোমজুড়ের প্রাক্তন বিধায়ক রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছবি দেখা গিয়েছে। তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের মিছিল ও সভায় তাঁর উপস্থিতি সামনে এসেছে। এরপরই প্রশ্ন উঠেছে শাসক দলের মদতেই কি শ্বেতা ও তাঁর ছেলে এই অনৈতিক কাজ দিনের পর দিন চালিয়ে গিয়েছেন?

অরূপ ও রাজীব অবশ্য বলেছেন, দলীয় কর্মসূচিতে অনেকেই আসেন। তাই ছবি দেখে প্রমাণ হয় না, দল তাঁদের সমর্থন করে। আমরাও তাঁর কঠোর শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

হাওড়ার পুলিশ কমিশনার প্রবীণ ত্রিপাঠী বলেন, 'ওই নির্যাতিতা সোদপুর থানায় অভিযোগ জানিয়েছিলেন। সেখান থেকে আমাদের বিষয়টি জানানো হয়। আমরা তদন্ত করে দেখেছি, ওই ফ্ল্যাটে পর্ন ভিডিও তৈরি করা হত। মডেলের কাজ দিয়ে সুন্দরী, অল্পবয়সি মেয়েদের এনে জোর করে এই কাজ করানো হত। ওই মহিলা ও তাঁর ছেলের খোঁজ করা হচ্ছে।'

ওই মহিলার প্রতিবেশী ব্যবসায়ী মাসুদ আলম খান বলেন, 'শ্বেতা ও আরিয়ান দীর্ঘদিন ধরে এই অবৈধ কারবার চালাতেন। আরিয়ানের বোন ঈশিকা পড়াশোনা করতেন। তাঁকে এই কাজে নামার জন্য জোর করেছিলেন মা ও দাদা। তাই ঈশিকা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হন। আমরা বিষয়টি থানায় জানিয়েছিলাম। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি।'

পুলিশ সূত্রে খবর, এদিনই নাজিরগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ ওই এলাকার অনেকের বয়ান রেকর্ড করেছে।

শ্বেতা ও আরিয়ান যে ফ্ল্যাটে থাকতেন, সেখানে তল্লাশি চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে পুলিশের। ইতিমধ্যেই সোদপুরের নির্যাতিতা তরুণীর সঙ্গে কথা বলেছেন পুলিশ কর্তারা। ওই তরুণীর অভিযোগ, তাঁকে দিয়ে যৌনকর্মীর কাজ করার চাপ দেওয়া হয়েছে। রাজি না হওয়ায় গায়ে সিগারেটের ছ্যাঁকা দেওয়া হয়েছে।

ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করেছে জাতীয় মহিলা কমিশন। মহিলা কমিশনের সদস্যা অর্চনা মজুমদার বলেন, 'সংবাদমাধ্যমে আমরা এই ঘটনা জেনেছি। স্থানীয় থানার কাছে আমরা পুরো বিষয় জানতে চেয়েছি।' এখন দেখার, এই ঘটনার জল আদৌ কতদূর গড়ায়।

কীভাবে নির্যাতন

- প্রোডাকশন হাউসের নাম করে সুন্দরী, অল্পবয়সি মেয়েদের কাজের টোপ দিতেন আরিয়ান ও শ্বেতা
- তারপর তাদের বিভিন্ন পানশালায় নর্তকী হিসেবে অথবা যৌনকর্মী হিসেবে যাওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হত
- একইভাবে সোদপুরের নির্যাতিতা তরুণীকেও প্রায় ৬ মাস আটকে রেখে যৌন নির্যাতন চালানো হয়েছিল
- তাঁর গোপনাঙ্গে গভীর ক্ষত পেয়েছেন চিকিৎসকরা

প্রিয় ফুল... সোমবার বান্ধবীকে দেওয়ার জন্য ফুল কিনছেন এক তরুণী। কলকাতায়। -পিটিআই

সেনার সম্মানে প্রস্তাবে আজ তর্জার সম্ভাবনা

বিধানসভায় প্রস্তুত দুই শিবিরই

অরূপ দত্ত ও দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৯ জুন : জম্মু-কাশ্মীরে জঙ্গি নাশকতা ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ভারতীয় সেনার ভূমিকার প্রশংসা করে মঙ্গলবার বিধানসভায় প্রস্তাব পেশ হবে। বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিশেষ প্রস্তাব পেশ করবেন। প্রস্তাবে অপারেশন সিঁদুরের উল্লেখ না থাকা, মোদির কৃতিত্ব নিয়ে আলাদা করে ধন্যবাদজ্ঞাপন না করা এবং মুর্শিদাবাদ কাণ্ডে শাসকদলের ভূমিকাকে হাতিয়ার করে সরকারের ভূমিকার পালটা সমালোচনা করতে তৈরি হচ্ছে বিজেপিও। ফলে মঙ্গলবার বিধানসভায় এই প্রস্তাবকে ঘিরে শাসক-বিরোধীর তর্জায় সরগরম হতে চলেছে রাজ্য রাজনীতি।

প্রস্তাবের ওপর দু-ঘণ্টা আলোচনা হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও এই অধিবেশনে বিধানসভায় উপস্থিত থাকবেন। প্রস্তাবের খসড়ায় 'অপারেশন সিঁদুর' শব্দবন্ধ লেখা হয়নি। তাই শুরুতেই এই শব্দবন্ধ প্রস্তাবে যুক্ত করার দাবিতে প্রথম থেকেই সরব হওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে বিজেপি। তৃণমূলের পরিষদীয় দল মনে করছে, এই নাম দেওয়ার পিছনে রাজনৈতিক কারণ রয়েছে। স্পিকার জানিয়েছেন, 'নাম খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমরা মূলত সার্বিকভাবে বাহিনীর কৃতিত্বের প্রশংসা করে প্রস্তাব আনছি।' তবে অধ্যক্ষ এই কথা বললেও ইতিমধ্যেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, 'অপারেশন সিঁদুর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর দলের বিধায়করা যেসব অপমানকর মন্তব্য করেছেন, তার জবাব আমরা অধিবেশনে চাইব।' প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় শাসকদলের তালিকায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য সহ ৬ বক্তার নাম রয়েছে। বিজেপির তরফে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পল এবং অশোক লাহিড়ির বক্তব্য রাখার কথা।

অপারেশন সিঁদুর নিয়ে সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকার জন্য অন্যান্য বিরোধী দলের সঙ্গে সরব হয়েছিল তৃণমূলও। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধীদের সেই দাবি খারিজ করে দিয়ে আগামী মাসে বাদল অধিবেশনের সময় জানিয়ে দিয়েছে। এই আবহে মঙ্গলবার বিধানসভায় সেনাবাহিনীকে সম্মান জানিয়ে বিশেষ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করবে সরকার।

সোমবার থেকে শুরু হল বিধানসভার বাদল অধিবেশন। এদিনের শোকপ্রস্তাবে প্রয়াত প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক দীপক ঘোষের নাম থাকা নিয়েও কৌতূহল তৈরি হয়েছে। শোকপ্রস্তাবে মুর্শিদাবাদের সাম্প্রতিক হিংসায় মৃতদের নামের কোনও উল্লেখ ছিল না। মঙ্গলবার বিধানসভা শুরুর আগে দলের রণকৌশল ঠিক করতে সকাল সাড়ে ১০টায় বিজেপি পরিষদীয় দলের বৈঠক ডেকেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

চলতি সপ্তাহেই ওবিসি সংরক্ষণ বিল পেশ হতে পারে বিধানসভায়। এছাড়াও নিয়মমাফিক প্রশ্নোত্তর, উল্লেখ ও দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব নেওয়া হবে। এছাড়াও কয়েকটি দপ্তরের রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

“ নাম খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমরা মূলত সার্বিকভাবে বাহিনীর কৃতিত্বের প্রশংসা করে প্রস্তাব আনছি।

বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, *স্পিকার*

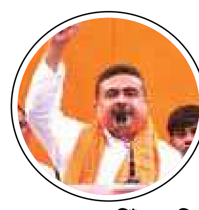

“ অপারেশন সিঁদুর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর দলের বিধায়করা যেসব অপমানকর মন্তব্য করেছেন, তার জবাব আমরা অধিবেশনে চাইব।

শুভেন্দু অধিকারী, *বিরোধী দলনেতা*

আশ্বস্ত করলেন মমতা

করোনায় আতঙ্ক নয়

কলকাতা, ৯ জুন : করোনা নিয়ে অযথা আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই বলে আশ্বস্ত করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার নবান্নে স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী। গত কয়েকদিনে রাজ্যে ২২৬ জন করোনা সংক্রামিত হয়েছেন। কিন্তু করোনার এই ভ্যারিয়েন্ট যথেষ্ট দুর্বল বলে মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়ে দিয়েছেন স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তারা। এরপরই এদিন বিকালে নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'করোনা নিয়ে কেউ কেউ আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু আতঙ্কিত হবেন না। সতর্ক থাকুন। স্বাস্থ্য দপ্তর পুরো বিষয়টিতে নজর রাখছে। বর্ষা বা শীতকালে অনেকের ঠান্ডা লাগে বা শ্বাসকষ্ট হয়। কিন্তু তা বলে আতঙ্কিত হয়ে পড়বেন না। সাধারণ ঠান্ডা লাগা, জ্বর, কাশি হতেই পারে। তার মানেই করোনা নয়।'

করোনাকে সামনে রেখে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী মুনাফা লোটার চেষ্টা করতে পারে বলে আশঙ্কা করে মমতা বলেন, 'কারও কোনও সমস্যা হলে আপনারা সরকারি হাসপাতালে যান। সেখানে চিকিৎসা করান। সরকারি হাসপাতালে আমাদের সমস্ত প্রয়োজনীয় ওষুধ ও যন্ত্রপাতি মজুত রয়েছে। আমরা পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছি। কিন্তু এখনই আতঙ্কিত হওয়ার মতো কিছু হয়নি। গোটা দেশে ১৩০ কোটি মানুষ রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ৩-৪ হাজার জনের করোনা হয়েছে। তাই সংখ্যা দেখেই বুঝতে পারছেন, আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই।'

দাড়িভিট নিয়ে প্রশ্নে এনআইএ

কলকাতা, ৯ জুন : উত্তর দিনাজপুরে দাড়িভিট কাণ্ডে তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে প্রশ্নের মুখে পড়ল এনআইএ। অসন্তোষ প্রকাশ করে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ মন্তব্য করে, '১৪ মাসে তদন্তের অগ্রগতি কোথায়! এনআইএ অফিসার নিজেদের আদালতের ওপরে ভাবছে? শেষ সুযোগ দিচ্ছে আদালত। এটা আদালত অবমাননার শামিল।' ৯ জুলাই এনআইএ-কে সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে হাইকোর্ট। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে ওইদিনই তদন্ত সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশ করতে হবে। অন্যথায় তদন্তকারী অফিসারদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করবে আদালত।

সময় বাঁধল কোর্ট

দাড়িভিটে শিক্ষক নিয়োগকে কেন্দ্র করে ২০১৮ সালে পুলিশের গুলিতে দুই তরুণের মৃত্যুর অভিযোগ ওঠে। এদিন এনআইএ-র তরফে আইনজীবী অরুণকুমার মাইতি তদন্ত সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশের জন্য তিন সপ্তাহ সময় চান। তখনই বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী মন্তব্য করেন, 'প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও এক বছর হয়ে গেল এখনও তদন্ত রিপোর্টের জন্য সময় চাওয়া হচ্ছে? তদন্তকারী অফিসার কী করছেন?' ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল তাঁর পরিবার।

বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা এনআইএ তদন্ত ও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই নির্দেশ চ্যালেঞ্জ জানিয়ে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিল রাজ্য।

বোলপুরে নারী সম্মান যাত্রায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার ছবি -তথাগত চক্রবর্তী।

কেষ্টকে জেলে ভরার হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

কলকাতা ও রামপুরহাট, ৯ জুন : রাজ্যে বিজেপি সরকার হলেই পকসো আইনে অনুব্রত মণ্ডলকে ৫ বছর জেলে ভরার হুমকি দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এরপর আগামী ১৯ জুন সিউড়িতে কর্মসূচি করবেন তিনি। একই কর্মসূচিতে রামপুরহাটে থাকবেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। ১০ মাস পার হলেও এখনও কেন অভয়ার বিচার হল না, তাই নিয়েই এদিন আরজি কর ইস্যুতে পথে নামল অভয়া মঞ্চ। টালা থানার কাছে বিক্ষোভ দেখায় তারা।

সম্প্রতি বোলপুর থানার আইসিকে কদর্য ভাষায় গালিগালাজ করার সময় তাঁর মা ও স্ত্রীর উদ্দেশে আশালীন মন্তব্য করেন তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল। তারপরই এই ঘটনাকে মহিলাদের প্রতি তৃণমূলের মনোভাব এই অভিযোগ তুলে সরব হয় বিজেপি। অনুব্রত সহ বীরভূম জেলা তৃণমূলের ওপর চাপ বাড়াতে বোলপুর, সিউড়ি ও রামপুরহাটে এই ঘটনার প্রতিবাদে নারী সম্মান যাত্রার কর্মসূচি নেয় বিজেপি। সেই সূত্রেই এদিন বোলপুরে মিছিল ও সভা করেন শুভেন্দু।

অনুব্রতর ফোন বার্তা ফাঁস হওয়ার পরই তাঁকে গ্রেপ্তারের দাবিতে সরব হয়েছে বিজেপি। কিন্তু অনুব্রতকে নিয়ে কাঁটাও রয়েছে বিজেপিতে। ২৪-এর লোকসভা ভোটের আগে ইডির হাতে গ্রেপ্তার হন অনুব্রত। সেই সময় লোকসভা ভোটের আগে রাজনৈতিক কারণে ইডির ওপর প্রভাব খাটিয়ে অনুব্রতকে গ্রেপ্তার করিয়েছে বিজেপি বলে অভিযোগ করেছিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। এবার অনুব্রতর অশালীন মন্তব্যে বিধানসভা ভোটের আগে এই সুযোগকে কাজে লাগাতে পারে বিজেপি এমন আশঙ্কা করছে তৃণমূল। সোমবার বোলপুরের সভায় শুভেন্দুর মন্তব্যে তারই ইঙ্গিত মেলে। এদিন শুভেন্দু বলেন, 'যে ধারায় ইডি তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল তাতে সর্বোচ্চ ৬ বছর জেল হতে পারে। ২ বছর জেল খেটেছেন। দেশের আইন যদি ঠিক থাকে, তাহলে আরও ৪ বছর তাঁকে জেল খাটতে হবে।' জেলার বিজেপি কর্মীদের উদ্দেশে শুভেন্দু এই আশ্বাস দিলেও দু'বছর বাদে অনুব্রতর জামিনে মুক্তি নিয়ে বিজেপির একাংশের মধ্যে প্রশ্ন রয়েছে। তাঁদেরকেই এদিন আশ্বস্ত করতে শুভেন্দু বলেন, 'চিন্তা করবেন না, সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত। নিলাম হল বলে। এদেরকে আমরা শিকড় সহ তুলব।'

রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চাপেই বোলপুরের আইসি অনুব্রতর বিরুদ্ধে সরব হতে পারেননি, মনে করে বিজেপি। তাই সাধারণ পুলিশ কর্মীদের মধ্যে তৈরি হওয়া ক্ষোভকে উসকে দিতে শুভেন্দু বলেন, 'মমতার হাত অনুব্রতর মাথায়, তাই পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করতে সাহস পাচ্ছে না। বোলপুরের আইসির চামড়া গণ্ডারের হতে পারে। কিন্তু তাঁর মা ও স্ত্রীর সম্মানহানি মানে বাংলার মা, বোনেদের সম্মানহানি। যোগীর রাজ্য হলে অনুব্রতকে আদালতে তুলে রিমান্ডে নিয়ে নাকে লঙ্কার ধোঁয়া দেওয়া হত।'

সিপিএমের ত্রুটি বাইরে বলে বাদ রূপা

কলকাতা, ৯ জুন : দলের অন্দরে ত্রুটি নিয়ে মুখ খুলেছিলেন তিনি। তারপরই কলকাতা জেলা সম্পাদকমণ্ডলী থেকে বাদ পড়লেন সিপিএম নেত্রী রূপা বাগচি। এই সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট খোদ রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। তা সত্ত্বেও বিতর্ক এড়ানো গেল না। ফের সিপিএমের গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে এল।

কলকাতা জেলা সিপিএমের বৈঠক ছিল। সেখানেই নতুন জেলা সম্পাদকমণ্ডলী গঠন হয়। তাতেই বাদ পড়েন দলের প্রাক্তন বিধায়ক রূপা। তাঁর বদলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বেহালা পূর্বের নেত্রী শমিতা হড় চৌধুরীকে। সংসদীয় ও পুরসভার রাজনীতিতে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এই নেত্রীকে বাদ দেওয়ায় রাজ্য শীর্ষ নেতৃত্বও সন্তুষ্ট নন। জানা গিয়েছে, কিছু বিষয়ে মুখ খুলেছিলেন তিনি।

এক প্রাক্তন তরুণ নেতা ও এক সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতার বিরুদ্ধে নারীনিগ্রহের অভিযোগে সরব হয়েছিলেন তিনি। অবসরপ্রাপ্ত এক নেতার সম্পাদকমণ্ডলীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া, পেনশনভোগীদের দলের গাড়ি ব্যবহার করা, অল্পবয়সিদের পেশা ছেড়ে হোলটাইমার হওয়ার বিরুদ্ধেও সরব হয়েছিলেন তিনি। এই বিষয়গুলি সোজা চোখে নেয়নি জেলা নেতৃত্বের একাংশ। তবে প্রকাশ্যে এই বিষয়ে কেউ স্বীকার করেননি। তাঁকে ছেঁটে ফেলার বিষয়ে যুক্তি দেওয়া হয়েছে, রূপা অসুস্থ। কিন্তু দলের একাংশই এই যুক্তিতে সন্তুষ্ট নয়। নিয়ম অনুযায়ী, এই ধরনের ঘটনায় কাউকে বাদ দেওয়া হলে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে তা হয়নি। তবে রাজ্য কমিটির সদস্য হিসেবে তিনি যাতে জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠকে থাকেন সেই ব্যবস্থার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

শোকপ্রস্তাব নিয়ে বিক্ষোভ বিজেপির

কলকাতা, ৯ জুন : বিধানসভার বাদল অধিবেশনের শুরুতেই মুর্শিদাবাদ ইস্যুতে সরব বিজেপি। এদিন শোকপ্রস্তাবে মুর্শিদাবাদের সাম্প্রতিক হিংসায় নিহত হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসের নামের উল্লেখ না থাকায় বিধানসভা চত্বরে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। বিরোধী দলনেতার অনুপস্থিতিতে বিজেপি পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষের নেতৃত্বে বিজেপি বিধায়করা আম্বেদকরের মূর্তির পাদদেশে প্রতিবাদ-সভা করেন।

বিজেপি পরিষদীয় দলের তরফে হরগোবিন্দ ও চন্দন দাসের মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করে শোকপ্রস্তাবও নেওয়া হয়। তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন বিজেপি বিধায়করা। পরে এই প্রসঙ্গে শংকর ঘোষ বলেন, 'আমরা আশা করেছিলাম বিধানসভার শোকপ্রস্তাবে মালদা, মুর্শিদাবাদে সাম্প্রতিক হিংসায় মৃতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হবে।

বিশেষত হিন্দু হওয়ার অপরাধে সামশেরগঞ্জে মৃত হরগোবিন্দ ও চন্দন দাসকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, তার প্রতি দুঃখপ্রকাশ করে শোকপ্রস্তাবে তাঁদের নাম উল্লেখ করবে সরকার। কিন্তু এই সরকার চূড়ান্ত হিন্দুবিরোধী। সেই কারণেই তারা শোকপ্রস্তাবে হরগোবিন্দ ও চন্দন দাসের নামের কোনও উল্লেখ করেনি।'

যদিও এ প্রসঙ্গে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বিভিন্ন ঘটনায় বহু মানুষের মৃত্যু হয়, সকলের নাম তো বিধানসভার শোকপ্রস্তাবে রাখা সম্ভব নয়।' এর আগে বিধানসভার শোকপ্রস্তাবে আরজি করের নির্যাতিতার নামের উল্লেখ না থাকা নিয়ে সরব হয়েছিল বিজেপি।

অভিষেকের ছবিতে নতুন করে জল্পনা

কলকাতা, ৯ জুন : যাদবপুর-বাঘাযতীন এলাকায় এখন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি সহ পোস্টারের ছড়াছড়ি। তবে সেখানে নেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও ছবি। এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর নামের উল্লেখও নেই পোস্টারে।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ফ্যান ক্লাবের অন্যতম আহ্বায়ক সুমিত চৌধুরীর মত, 'এই পোস্টারের সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। সর্বদলীয় প্রতিনিধিদলের সফরে দলের সেনাপতির জাপানে অংশগ্রহণ করার ঘটনাকে জনগণের সামনে তুলে ধরতেই ক্লাবের তরফে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মূলত জনস্বার্থে কাজ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা এর আগেও বজবজের হাসপাতালে দুটি বেড দিয়েছি। বছরে চার-পাঁচবার অভিষেকের প্রতি সম্মান জানিয়ে বস্ত্র বিতরণ করি। এমনকি বিরোধীদলের কর্মীরা যদি এই উদ্যোগে শামিল হতে চান, তাহলেও আমরা তাঁদের স্বাগত জানাব।' এলাকার কাউন্সিলার বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্তের বক্তব্য, 'ফ্যান ক্লাব এর আগেও অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করেছে। তবে আমাদের রাজনৈতিক কর্মসূচির সঙ্গে পোস্টারের কোনও সম্পর্ক নেই। ওটা তাঁদের ব্যক্তিগত উদ্যোগ। আমরা দলীয় নির্দেশে কাজ করি।'

কোনও পোস্টারে লেখা, 'জয়তু সেনাপতি'। আবার কোনও পোস্টারে লেখা, 'ভারতের গর্ব বাংলার গর্ব'। সুমিত বলেন, 'পোস্টারে ফ্যান ক্লাবের কথা উল্লেখ রয়েছে। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস দ্বারা প্রচারের কোনও উল্লেখ তো নেই। আমরা শীঘ্রই ডায়মন্ড হারবার এলাকায় প্রচার চালানোর জন্য অভিষেকের কর্মকাণ্ড তুলে ধরে একটি ট্যাবলো বানাব।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৩ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

অহংয়ের খেসারত

ঔদ্ধত্য মানুষকে নিঃসঙ্গ করে। ক্ষমতালিপ্সুদের আরও বেশি। কিন্তু গাড্ডায় পড়লে সেই তারাই আপস করতে বাধ্য হয়। বেঁচে থাকার জন্য, অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সমঝোতা ছাড়া উপায় থাকে না। সেই লক্ষ্যে সংকীর্ণ স্বার্থ থাকে বৈকি। কিন্তু আপাতভাবে ভেদ ভুলে সমন্বয় তৈরি করার হাতেগরম নজির মহারাষ্ট্রের ঠাকরে বংশের সর্বশেষ ঘটনাবলি। বালাসাহেব ঠাকরের উত্তরাধিকারের লড়াই নিয়ে তিক্ততায় হয়তো ইতি টানতে চলেছেন উদ্ধব ও রাজ।

সম্পর্কে দুজন তুতো ভাই। কিন্তু ঔদ্ধত্য, ক্ষমতালিপ্সার কঠিন পাথরে দুজন হয়ে উঠেছিলেন পরস্পরের জাতশত্রু। শিবসেনা ভেঙে মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা তৈরি করেছিলেন বালাসাহেবের ভাইপো রাজ। উদ্ধবের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত রেষারেষি মহারাষ্ট্রের ক্ষমতার সমীকরণে নানাভাবে প্রভাব ফেলেছে। দুজন ক্ষমতার করিডরে দুই বিপরীত দিকে হেঁটেছেন বরাবর। বালাসাহেব-পুত্র উদ্ধব সেই কাজে ব্যবহার করেন শিবসেনাকে। রাজ কাজে লাগিয়েছেন তাঁর মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনাকে।

কালের স্রোতে জনতার দরবারে দুজনই এখন কোণঠাসা। বালাসাহেব বেঁচে থাকতে কংগ্রেস ছিল শিবসেনার ঘোর শত্রু। কিন্তু মহারাষ্ট্রের শাসন নিজের হাতে নেওয়ার ব্যক্তিস্বার্থে উদ্ধব জোট গড়েছিলেন কংগ্রেস এবং কংগ্রেস ত্যাগী শারদ পাওয়ারের ন্যাশনাল কংগ্রেস পার্টির সঙ্গে। এই নীতিহীনতার খেসারত দিতে হয় শিবসেনাকে। শাসনদণ্ড হাতে নেওয়ার কিছুদিনের মধ্যে ভাঙন ধরে শিবসেনায়। অধিকাংশ বিধায়ক, সাংসদকে নিয়ে শিবসেনা নামে আরেকটি দল গড়ে ফেলেন একনাথ শিন্ডে।

দলের মধ্যে সেই টানাপোড়েনের খেসারত হিসেবে মহারাষ্ট্রে পতন ঘটেছিল উদ্ধব মন্ত্রীসভার। আলাদা দল গড়ে রাজ ঠাকরেও মহারাষ্ট্রের ক্ষমতার করিডরে তেমন কোনও ছাপ ফেলতে পারেননি। বরং বালাসাহেবের হিন্দুত্বের ভাবনাকে উসকে মহারাষ্ট্রে রাজ চালিয়ে যাচ্ছে বিজেপি। শিবসেনার প্রাণপুরুষের মূল মতাদর্শের জায়গাটা ছিনতাই করে নিয়েছে বিজেপি। সেই বাস্তবের মোকাবিলায় উদ্ধব ও রাজরা বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প তৈরি করতে চরম ব্যর্থ হয়েছেন।

অস্তিত্বের এই সংকটে মারাঠা অস্মিতাকে আঁকড়ে ধরতে চাইছেন দুজনে। দুই ভাইয়ের ক্ষমতালিপ্সা চরিতার্থ করতে অন্য বিকল্প কিছু নেই। কিন্তু এককভাবে মারাঠা অস্মিতাকে উসকে লাভ তেমন নাও হতে পারে বুঝে দীর্ঘদিন পর হাত ধরতে চলেছেন দুই ভাই। মহারাষ্ট্রে সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, রাজের দলের সঙ্গে হাত মেলাতে শিব সৈনিকদের আপত্তি নেই বলে উদ্ধব নিজে মন্তব্য করায়।

উভয় দলের সাধারণ নেতা-কর্মীদের মনের তাগিদও সে রকমই। ফলে একসময় যে অহং দুই ভাইয়ের সাপে-নেউলে সম্পর্কের কারণ ছিল, তা ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে ক্ষমতা অনেক দূরে বুঝতে পেরে। ফের এক ছাদের তলায় সংসার পেতে অন্তত ভাগাভাগি করে হলেও ক্ষমতার স্বাদ নিতে মরিয়া তাঁরা। ক্ষমতার ইতিহাসে ঔদ্ধত্যের কারণে পতনের পরিণামের উদাহরণ অনেক। বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের আমরা ২৩৫ আস্ফালন অনেকের স্মরণে আছে।

সেই ঔদ্ধত্য বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে সিপিএমের নেতা-কর্মীদের সংক্রামিত করেছিল। ২০১১-র বিধানসভা নির্বাচনে মানুষ সেই ঔদ্ধত্যের জবাব দিয়েছিল বামফ্রন্টকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করে। সিপিএম এখনও সেই অন্যায়ের খেসারত দিয়ে যাচ্ছে। সংসদীয় রাজনীতির নিরিখে পশ্চিমবঙ্গে ধীরে ধীরে শূন্যে ঠাঁই হয়েছে দলটির। আইএসএফ, কংগ্রেসের হাত ধরে সিপিএমের সেই সংকটমুক্তির চেষ্টা এখনও সফল হয়নি।

উদ্ধব-রাজের যুগলবন্দিও মহারাষ্ট্রে দাগ কাটতে পারবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ যথেষ্ট। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল এখন একই রোগে আক্রান্ত। ঔদ্ধত্যের হাত ধরে বাংলা এখন সংক্রামিত শাসকের দুর্নীতি রোগে। বিরোধীরা বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প তৈরি করতে পারছে না বলে তৃণমূল বহালতবিয়তে শাসন করে চলেছে শুধু। ঔদ্ধত্যের খেসারত যে দিতে হয়, তা ইতিহাসের শিক্ষা। সিপিএম, কংগ্রেসের উদাহরণ সামনে রাখলে তা বোঝা যায়। উদ্ধব-রাজরাও আরেকবার সেটা বুঝিয়ে দিতে চলেছেন হয়তো।

অমৃতধারা

একজন মানুষের নিজের কাছে নিজের প্রাণ যতখানি প্রিয়, অন্য মানুষের কাছে, অন্য জীবের কাছে শুধু মানুষ কেন অন্য জীবের ক্ষেত্রেও এটা সত্য- নিজের নিজের প্রাণ প্রত্যেকের কাছেই ততখানিই প্রিয়। যিনি এটা অনুভব করেন তথা নিজের প্রাণকে তিনি যতখানি ভালোবাসেন, অন্যের প্রাণকেও তিনি ততখানিই ভালোবাসেন, তাঁকেই সাধু বলা হয়। আর এটা বুঝে, এই অনুভবের ফলে তিনি অন্যের প্রতি দয়াশীল হন। শরীরে ভস্ম মাখলে বা বিশেষ ধরনের পোশাক পরলেই কেউ সাধু হয়ে গেল, তা নয়। সাধু হতে গেলে নিজের ভেতরটাকে রাঙাতে হবে। পরমপুরুষ-পরমাত্মা কোথায় আছেন ? তিনি তোমার প্রাণের ভেতরে, মনের ভেতরে লুকিয়ে আছেন।

-শ্রীশ্রী আনন্দমূর্তি

তিহারবাসেও বদলায়নি কেষ্টলীলা

সাম্প্রতিক অডিও কাণ্ড বুঝিয়ে দিল, অনুব্রত মণ্ডলের রোগ সারার নয়। দীর্ঘদিন জেলবন্দি হলেও স্বভাব না যায় মলে।

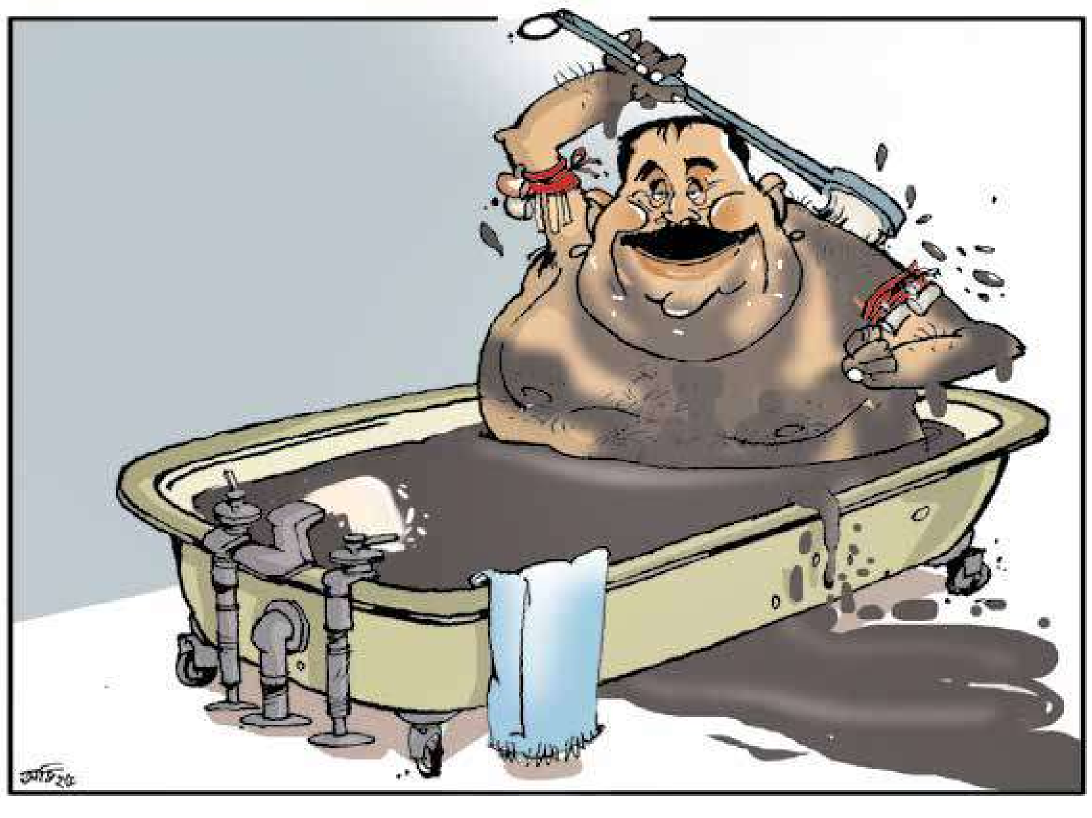

অলকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুব্রত আছেন অনুব্রততেই।

সংশোধনাগারে ছিলেন দীর্ঘদিন, কিন্তু সংশোধন আর তাঁর হল কোথায়! বীরভূমের 'বেতাজ বাদশা' অনুব্রত মণ্ডল ওরফে কেষ্ট সম্পর্কে দলমতনির্বিশেষে সকলেরই একই অভিমত।

একসময় জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের শীর্ষ পদাধিকারীর নিয়োগ-বদলি সবই হত প্রাক্তন জেলা তৃণমূল সভাপতির অঙ্গুলিহেলনে। 'কেষ্টদা' মঞ্চে ভাষণ দিতে উঠলে উপস্থিত জনতা অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকত একটি সুপারহিট সংলাপের। 'তুমি যদি মস্তান হও, আমি ডন', 'পুলিশকে বোমা মারুন', 'খেলা হবে, ভয়ংকর খেলা হবে', 'চড়াম চড়াম ঢাক বাজবে', 'মেরে সুঁটিয়ে লাল করে দেব', 'গাঁজা কেসে ভরে দেব'-র মতো অজস্র জনপ্রিয় সংলাপের স্রষ্টা অনুব্রত।

কোনও সাংবাদিক সম্মেলন অথবা অন্য কোথাও অনুব্রতকে সামনে পেলেই রিপোর্টাররা ছেঁকে ধরতেন। আবদার থাকত একটাই, 'কেষ্টদা একটা ডায়ালগ হয়ে যাক।' মুড ভালো থাকলে নতুন কিছু শোনাতেন, অন্যথায় বলে দিতেন, 'না রে, আজ নয়, আরেক দিন হবে।'

এসব দীর্ঘদিন আগের কথা। তারপর অজয়-কোপাই-ময়ূরাক্ষী দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গিয়েছে। গোরু পাচার মামলায় বহু মাস তিহারবাস করতে হয়েছে তৃণমূল নেতাকে। অন্য একটি মামলায় তিহারবাসী হতে হয়েছিল তাঁর একমাত্র কন্যা সুকন্যাকেও। নানুরের সুঁচপুর গণহত্যার প্রতিবাদে আন্দোলন এবং মামলা থেকে উঠে আসা সেই এক এবং অদ্বিতীয় অনুব্রত ফের সংবাদ শিরোনামে। এবার বোলপুর থানার আইসি লিটন হালদারকে এবং তাঁর মা ও স্ত্রীর নামে কদর্য ভাষায় গালিগালাজের অডিও ঘিরে। শুধু রাজ্য-রাজনীতিই নয়, এই অডিও ভাইরাল নিয়ে জাতীয় রাজনীতিও সমান তোলপাড়। সমগ্র পুলিশ সমাজকে অসম্মান করার জন্য অনুব্রতর বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বা এখনও কেন নেওয়া হয়নি, জানতে চেয়ে রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে জাতীয় মহিলা কমিশন। বীরভূমের পুলিশ সুপার তার উত্তরও দিয়েছেন। কিন্তু জবাবে খুশি নয় কমিশন। আবার বিষয়টি নিয়ে অদ্ভুতভাবে নীরব রাজ্য মহিলা কমিশন।

কুকথার অডিও কাণ্ডকে ঘিরে বীরভূম তৃণমূল কংগ্রেস প্রত্যাশিতভাবেই এখন দু'ভাগ। একদিকে জেলা সভাধিপতি কাজল শেখের গোষ্ঠী, অন্যদিকে অনুব্রত মণ্ডলের গোষ্ঠী। কাজলের সঙ্গে অনুব্রতর বিরোধ বহু দশকের। এই দ্বন্দ্বের কথা মাথায় রেখে একসময় রাজ্য নেতৃত্ব বীরভূমকে দুটি সাংগঠনিক জেলায় ভাগ করার পক্ষপাতী ছিলেন। একটি বীরভূম, যার নেতৃত্বে কাজল। অন্যটি শান্তিনিকেতন, যার মাথায় অনুব্রত। দুই নেতার বিরোধ উত্তরোত্তর বাড়লেও দায়িত্ব ভাগাভাগির পরিকল্পনা শেষপর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি।

অনুব্রতর জেলবাসের সময়ে তাঁর ঘনিষ্ঠ অনেকেই শিবির বদল করেন। বীরভূমের সবক'টি মহকুমাতেই কেষ্ট-অনুগামীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। অনুব্রতর অনুপস্থিতিতে কাজল ওইসব এলাকায় দলে ভাঙন ধরান। জেলে বসেই কেষ্ট সেসব খবর পেতেন। কিন্তু তাঁর বড় ভরসা বরাবরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের জন্মলগ্ন থেকে তিনি দলনেত্রীর স্নেহধন্য। যতবার বেফাঁস কিছু বলেছেন অনুব্রত, অধিকাংশ সময়েই 'কেষ্টর মাথায় অক্সিজেন ঠিকমতো পৌঁছায় না' বলে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন মমতা।

জেলবন্দি প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে একবারও কিছু বলেননি তৃণমূল সুপ্রিমো। অথচ জেলবন্দি অনুব্রত সম্পর্কে সর্বদা প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কেষ্টকে দলের জেলা সভাপতি রেখে দিয়েছিলেন এই সেদিন পর্যন্ত। আসলে বীরভূমে ভোট বৈতরণি পার করার ক্ষেত্রে অনুব্রতর ভূমিকা মুখ্যমন্ত্রীর অজানা নয়। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তৃণমূল নেত্রীও সবসময় তাঁর পাশে থেকেছেন। আবার এটাও ঠিক, অনুব্রতর অনুপস্থিতিতেও নির্বাচনে তৃণমূল পুরোপুরি সফল। ২০২৪ লোকসভা ভোটে বীরভূমের দুটি আসনেই জিতেছে ঘাসফুল।

এখন প্রশ্ন, অডিও কাণ্ডের পর এবার কী হবে? এবারও কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ঘনিষ্ঠ কেষ্টর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেবেন না? তৃণমূলে যা শুনছি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অনুব্রতর ব্যাপারে যথেষ্ট বিরক্ত। অনুব্রতর অডিও ভাইরাল হওয়ার সুবাদে কমেন্টে কমেন্টে ছেয়ে যায় সমাজমাধ্যমও। কেউ লেখেন, 'অনু তো পরমাণু হয়ে গেল।' আবার কেউ লিখেছেন, 'নামেও কেষ্ট, কাজেও কেষ্ট, তাই কেষ্টর লীলা বোঝা দায়'। বোলপুর থানা একাধিকবার তলব করার পরেও অনুব্রত যাননি। মেডিকেল সার্টিফিকেট জমা দিয়ে পাঁচদিনের বেডরেস্টে থাকেন। যদিও সার্টিফিকেট নিয়েও বিতর্ক।

এসডিপিও'র অফিসে পরে একদিন যান অনুব্রত। কিন্তু মোবাইল জমা দেননি। অনুব্রতর অভিযোগ, তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে। যাই হোক, পুরো বিষয়টির তদন্ত চলছে। প্রশ্ন উঠেছে, একই অভিযোগে বীরভূম টিএমসিপি সভাপতি বিক্রমজিৎ সাউয়ের বিরুদ্ধে যদি এফআইআর হতে পারে, তাহলে অনুব্রতর বিরুদ্ধে শুরুতেই হয়নি কেন? ইতিমধ্যে অনুব্রত-কাজল সহ জেলা কোর কমিটির ন'জনকেই ১৪ জুন কালীঘাটে তলব করেছেন রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। এতকাল কমিটিতে অনুব্রতর পাল্লাই ছিল ভারী। অডিও কাণ্ডের পর পরিস্থিতি কী দাঁড়িয়েছে, ১৪ জুনই বোঝা যাবে।

ঘটনা হল, বোলপুর থানার আইসিকে অনুব্রত যেভাবে গালাগালি করেছেন, তাতে দলের মহিলা কর্মী-সমর্থকরা যথেষ্ট বিড়ম্বনায়। এই পরিস্থিতিতে তৃণমূলের হয়ে ভোট চাইতে যাওয়া অস্বস্তির বিষয় বলে তাঁরা মনে করছেন। মানবাধিকার কর্মী সংগীতা চক্রবর্তীর কথায়, 'এটাই অনুব্রত মণ্ডল। এই কথাটাই ২০১৭ থেকে আমি বলে আসছি। দু'বছর সংশোধনাগারে থেকে এসেও তিনি সংশোধন হননি। পুলিশের মা-মেয়েদের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য এবার মনে হচ্ছে সেন্ট্রাল ফোর্সকে ডাকতে হবে।' এখানে বলা দরকার, সংগীতাদেবীকেও জেলে পোরার হুমকি দিয়েছিলেন অনুব্রত।

অডিও বিতর্ক আচমকাই অনুব্রতকে সংকটে ফেলে দিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর রাজনৈতিক কেরিয়ার এখানেই থেমে যাবে কি না সেই চর্চাও চলছে জেলাজুড়ে। স্বভাবতই কাজল-গোষ্ঠীর হম্বিতম্বিও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। কিন্তু মানতেই হবে, এখনও গোটা বীরভূমে অনুব্রত-সমর্থকের সংখ্যা হেলাফেলা করার নয়। দিনকয়েক আগেই বোলপুর তৃণমূল কার্যালয়ে অনুব্রতর দর্শন পেতে আসেন অসংখ্য মানুষ। সেই ভিড়ে ছিলেন আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই। অডিও বিতর্ক নিয়ে শোরগোলের মধ্যেই অনুব্রতর পদযাত্রা, মিছিল সবই হয়েছে। এবং ভাষণে নাম না করে কাজল শেখকে আক্রমণও অব্যাহত। কোথাও 'রাখাল বাগাল' বলে আক্রমণ করছেন তো কোথাও বলছেন, 'রাজনীতি কারও বাপের নয়।'

বোলপুর নীচুপট্টির মাছ বাজারে একসময় মাছ বিক্রি করতেন অনুব্রত মণ্ডল। সেখান থেকে বীরভূমের 'বেতাজ বাদশা'। সত্তরের দশকে বলিউডের সেলিম-জাভেদ জুটির কোনও হিট ছবির নায়কের মতোই উত্থান কেষ্টর। বছরকয়েক আগে ক্যানসার আক্রান্ত হয়ে মারা যান তাঁর স্ত্রী। তার পরপরই গোরু পাচার মামলায় গ্রেপ্তার হন অনুব্রত। প্রথমে আসানসোল জেল, তারপর তিহার জেল ছিল তাঁর ঠিকানা। অন্য একটি মামলায় কিছুদিন পর তাঁর মেয়ে সুকন্যাও হন তিহারবাসী। তিহারে বন্দিদশায় মাঝেমধ্যে আদালতে মুখোমুখি হয়েছেন বাবা-মেয়ে। মেয়েকে দেখে নিজেকে সামলাতে পারেননি, হাউহাউ করে কেঁদেছেন অনুব্রত।

সকলেই ভেবেছিলেন, জেলফেরত অনুব্রত নিশ্চয়ই অন্য মানুষ। কিন্তু সাম্প্রতিক অডিও কাণ্ড বুঝিয়ে দিল, অনুব্রতর রোগ সারার নয়। তবে বীরভূমের যে কোনও ভোটে কেষ্ট মণ্ডল এখনও একটা ফ্যাক্টর। সেই কারণেই কাজলরা যতই উল্লসিত হন, দলনেত্রী তাঁর প্রিয় কেষ্টকে পুরোপুরি ছেঁটে ফেলবেন না বলেই অনুমান। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এতবড় ঝুঁকি কখনোই নিতে যাবেন না তৃণমূল সুপ্রিমো।

আজ

১৯৫৫

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন ব্যাডমিন্টন তারকা প্রকাশ পাড়ুকোন।

২০২১

বিশিষ্ট পরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

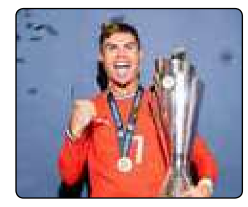

শান্ত হন, শান্ত হন! আমরা সবে নেশনস লিগ জিতেছি। বিশ্বকাপ এখনও এক বছর দূরে। ওটা আমাদের জিততে হবে। আমার বাচ্চারা স্পেনের নাগরিক। আমাকে মজা করে বলত, ফাইনালে স্পেনই জিতবে। কাপটা জেতার পর ওদের বাবার সম্পর্কে শ্রদ্ধা হয়তো সামান্য হলেও একটু বাড়বে।

- ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো

ভাইরাল/১

বাচ্চাকে নিয়ে নদীতে জল খাচ্ছিল দুটি হাতি। সেই সময় একটি হাতির শুঁড় কামড়ে ধরে এক কুমির। হাতি তাকে ছাড়ানোর চেষ্টা করে। আছাড় মেরে কুমিরটিকে ছাড়ায়। তারপর সেখান থেকে পিঠটান দেয় হাতির দল।

ভাইরাল/২

বন্দে ভারতে জন্মদিন পালন। ছেলের জন্মদিনে কাশ্মীরে চালু হওয়া প্রথম বন্দে ভারতে উঠেছিল একটি পরিবার। সেখানে কেক কেটে, মোমবাতি জ্বালিয়ে পালিত হয় জন্মদিন। যদিও ট্রেনে দাহ্য পদার্থ নিয়ে যাওয়া বারণ। বাবা-মায়ের সমালোচনায় নেটনাগরিকরা।

জনমন জনমত

চাঁচল যেন মরুভূমি

৫ জুন আলিপুরদুয়ার, শিলিগুড়ি সহ অন্যত্র যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপিত হয়েছে এবং তার দীর্ঘ প্রতিবেদনও উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু উত্তর মালদার চাঁচলে গাছের চারাও বিতরণ করা হয়নি, পরিবেশ দিবস পালনের কথাও শোনা যায়নি। কিন্তু চাঁচল, হরিশ্চন্দ্রপুর সহ মালদার বিস্তীর্ণ এলাকা ক্রমে মরুভূমি হওয়ার দিকে এগিয়ে চলেছে। এই অবস্থায় আমরা কয়েকজন মিলে চাঁচল কলেজের মাঠের কোণে পলাশ, অশোক সহ ছয়টি চারাগাছ লাগিয়েছি। এভাবে যদি স্থানীয় পঞ্চায়েত, সরকারি দপ্তর, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এগিয়ে আসে তাহলে চাঁচল ও পার্শ্ববর্তী এলাকাকে পুড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করা যাবে। আসুন, আরও বড় করে বৃক্ষরোপণের উদ্যোগ নিই।

সমর্পিতা পাল, চাঁচল, মালদা।

মশার উপদ্রব

গত বেশ কয়েক বছর ধরে জলপাইগুড়িতে পুরসভার তরফে কোনওরকম মশার তেল ব্যবহার করা হচ্ছে না। অথচ এখানে মশা যেভাবে বংশবিস্তার করেছে তাতে দিনেরবেলা দাঁড়ানো যায় না। যদি ড্রেনে বা বাড়ি বাড়ি গিয়ে তেল স্প্রে করা না হয় তাহলে আমরা সুরক্ষা পাব কোথা থেকে? পুরসভার উপরই তো আমাদের ভরসা।

তাছাড়া পুরসভার জল দুই নম্বর ওয়ার্ডে কারও ট্যাংকিতেই ওঠে না। দীর্ঘদিন যাবৎ এমন সমস্যা। কেউ দেখার নেই। একদিকে জল নেই, আরেকদিকে মশা- নাজেহাল করে দিল আমাদের। পুরসভার কাছে আর্জি, শীঘ্রই মশার তেল ব্যবহার করে মানুষকে একটু স্বস্তি দিন।

মমতা চক্রবর্তী
উত্তর রায়কতপাড়া, জলপাইগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বোরোলি বাঁচানো বা বাড়ানোর উদ্যোগ নেই

বিহারের কোশী নদীর পিয়ালিকে বোরোলি বলে চালানো হচ্ছে উত্তরবঙ্গে। বোরোলি নিয়ে রাজ্য সরকার ভাবে না।

মৈনাক ভট্টাচার্য

উত্তরবঙ্গীয়রা নাকি স্বভাবে প্রকৃতির মতো নম্রশ্যামল, জলবায়ুর মতো চোরা উষ্ণতার সঙ্গে এক পশলা বৃষ্টির মতোই শান্ত। শুনতে মিষ্টি লাগলেও এর নেতিবাচক দিকটা কিন্তু 'গেম অফ চিকেন' তত্ত্বের অবিশ্বাস। অর্থাৎ কিনা প্রতিযোগিতা না করে নিজের অধিকারের দায় অন্যের দাক্ষিণ্যে প্রহর গোনা ধাতের।

গজলডোবার বাঁধে গিয়ে বসলে কবি বিনয় মজুমদার যখন কানের কাছে এসে ফিশফিশ করেন- একটি উজ্জ্বল মাছ একবার উড়ে/ দৃশ্যত সুনীল কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে স্বচ্ছ জলে/ পুনরায় ডুবে গেলো- এই স্মিত দৃশ্য দেখে নিয়ে/ বেদনার গাঢ় রসে আপক্ব রক্তিম হ'লো ফল।" রক্তিম এই ডাঁসা ফল তখন যেন উত্তরের রুপোলি জলজ বোরোলি।

আমরা কথায় বলি মাছে ভাতে বাঙালি, তবু বুক চিতিয়ে অহংকার করতে পারি না- "তোমাদের জামাই আপ্যায়নের ইলিশ আছে, আমাদের অতিথির মন মজানো বোরোলি।" পাছে সেই স্বভাবজাত ভয়, দুম করে কেউ না সুকুমার রায় আউড়ে দেয়,"বরকে কি আপনি বরকন্দাজ বলেন?- কোথায় চুনো বোরোলি আর কোথায় ইলিশ।"

অথচ কত পর্যটক প্রকৃতি পাহাড়ের টানের সঙ্গে ফি বছর উত্তরবঙ্গে ফিরে ফিরে আসেন স্রেফ বোরোলির মৌতাতে। পরিসংখ্যানে এই খুদে মাছটি জিভে জল আনা স্বাদ গন্ধেও ইলিশের সঙ্গে টেক্কা তো দেয়ই, বাড়তি আকর্ষণ জাতে চুনো হওয়ায় প্রাণীজ প্রোটিনের আধার এবং ভক্ষণে গুরুপাকহীনতা। ঠগের বাজারে তাই বিহারের কোশী নদীর পিয়ালিকে কখনও

বোরোলি বলে চালানোর রেওয়াজ।

একদা কোচবিহারের মহারানি ইন্দিরা দেবীর অতি পছন্দের কারণে প্রথম প্রচারের আলোয় আসে উত্তরের রুপোলি শস্য বোরোলির গুণপনা। স্বভাবেও কিন্তু বোরোলি ইলিশের মতোই আদুরে প্রকৃতির, ঝাঁক ধরে চলে, নদীর স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটে। বোরোলির বিশেষ পছন্দ উত্তরবঙ্গের নদীপ্রকৃতির পরিবেশ। জলের স্রোত যেখানে সাধারণত দ্রুত এবং বর্ষাকালে উত্তাল থাকে। জল সংকীর্ণ স্থানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হলে গতি বাড়ায়, পাহাড়ের পাদদেশের এমন স্বচ্ছ জলধারাই বোরোলির আদর্শ প্রজনন ক্ষেত্র। তিস্তা, তোর্ষা, জলঢাকা, কালজানি নদীতেই মেলে বোরোলি। খুব সামান্য হলেও মানসাই, ধরলা, রায়ডাক, করলা, বালাসন কিংবা মেচিতেও দেখা মেলে।

বিহারের মিথিলা অঞ্চলের 'রোহু' মাছ তার বিশেষ স্বাদের জন্য পরিচিত, তামিলনাড়ু রামানাথনের ঐতিহ্যবাহী সমুদ্র-লবণ শুঁটকিও পরিচিত। এইসব মাছের জন্য জিআই ট্যাগ অর্জনের চেষ্টা চলছে। কত সম্ভাবনা উত্তরের নিজস্ব এই জলজ ফসল নিয়ে। তবু বোরোলি ফলন বাড়ানোর জন্য কিংবা বাঁচানোর জন্য কোনও প্রকল্পই নেওয়া হয় না।

এর জিআই ট্যাগ কিংবা ব্র্যান্ডিং ভাবনা যে আমাদের অর্থনীতির নতুন দিশা দেখাতে পারে সে ভাবনা নিয়েও অদ্ভুত এক হিরণ্ময় নীরবতা উত্তরবঙ্গের। এই নীরবতা দেখলে এখন একটা মুখ ভেসে উঠছে, যিনি বারে বারে মনে করিয়ে দিতে চান- "নীরবতা ভাঙাই আমাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব।" তিনি আর কেউ নন, এই মুহূর্তে ভারতের সবচেয়ে আলোচিত এক নারীমুখ। আন্তর্জাতিক বুকার জয়ী কন্নড় সাহিত্যিক বানু মুস্তাক।

(লেখক শিলিগুড়ির ভাস্কর এবং সাহিত্যিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৬২

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। লুকানো অভিপ্রায় বা অভিসন্ধি ৩। সারাদিনের অথবা মাসের জমাখরচের বিবরণ ৫। অনাবৃষ্টি সমস্যায় ভুগছে যে এলাকা ৬। ঢেঁকি বা মিলের ছাঁটা চাল ৭। দেবী দুর্গার শক্তি যে নামে পরিচিত ৯। যে ব্যক্তি চালাকের ভান করে ১২। ফুলের পরাগ বা রেণু ১৩। যার থাকার জায়গা নেই।

উপর-নীচ : ১। মহা মূল্যবান সবুজ রংঙের রত্ন ২। অসৎ উপায়ে অর্জিত জিনিসের ভাগ ৩। মুসলিম মহিলাদের শরীরের আবরণ ৪। কোনও কাজের দায়িত্ব দেওয়া ৫। দুষ্ট প্রকৃতির ব্যক্তি ৭। জাগলে না, ঘুমোলে ডাকে ৮। ছয় মাথাওয়ালা দেবতা ৯। এক প্রজাতির ধান ১০। ফলের রাজা আম ১১। চুকলি করা, ঝগড়া বাধানোর চেষ্টা।

সমাধান ■ ৪১৬১

পাশাপাশি : ১। কেশাগ্র ৪। হাসিল ৫। ছানি ৭। কীটাণু ৮। লটকানো ৯। সটকানো ১১। সাঙনা ১৩। হপ্তা ১৪। জব্বর ১৫। দামাল।

উপর-নীচ : ১। কেতকী ২। গ্রহাণু ৩। গোলগাল ৬। নিড়ানো ৯। সমীহ ১০। নোনাজল ১১। সারদা ১২। নাকাল।

বিন্দুবিসর্গ

মধুচন্দ্রিমায় স্বামীহন্তা সোনম, বিশ্বাস হচ্ছে না পরিবারের

পুলিশের দাবি, মেঘালয়ে রাজা হত্যায় ছিল ভাড়াটে খুনিরা

একনজরে

- স্বামী রাজা রঘুবংশীকে ১০ লক্ষ টাকার গয়নাগাটি পরিয়ে জোর করেই শিলংয়ে নিয়ে যান ইন্দোরের সোনম
- সোনমের সঙ্গে রাজ কুশওয়াহা নামে এক তরুণের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সে হয়তো এই খুনের মাস্টারমাইন্ড
- প্রেমের কাঁটা সরাতেই কুশওয়াহার সঙ্গে মিলে মেঘালয়ের নির্জন পাহাড়ে

মধুচন্দ্রিমার পরিকল্পনা

- কুশওয়াহার সাহায্যে তিন ভাড়াটে খুনিকে নিয়োগ
- রক্তমাখা একটি দা ও দম্পতির ব্যবহৃত রেইনকোট উদ্ধার
- রাজার মাথার সামনে ও পিছনে দুটি জোরালো আঘাতের চিহ্ন
- তিন ভাড়াটে খুনিকে সঙ্গে নিয়ে খুনের মূল কারিগর কুশওয়াহাই
- খুনে জড়িত সোনমও, অন্তত পরিকল্পনায় তো বটেই

শিলং, ৯ জুন : মেঘালয়ে নবদম্পতি নিখোঁজ কাণ্ডে নয়া মোড়।

১৭ দিন ধরে বেপাত্তা ছিলেন মেঘালয়ে মধুচন্দ্রিমায় যাওয়া সোনম রঘুবংশী। কয়েকদিন আগে তাঁর ব্যবসায়ী স্বামী রাজা রঘুবংশীর ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হলেও খোঁজ মিলছিল না তরুণীর। সোমবার ভোররাতে উত্তরপ্রদেশের গাজিপুরের এক ধাবা থেকে বাড়িতে ভিডিও কল করেন নিখোঁজ সোনম। সেই ফোন কলই ধরিয়ে দিল তরুণীকে।

সোনমকে হেপাজতে নিয়ে জেরা করছে গাজিপুর পুলিশ। কীভাবে তিনি শিলং থেকে গাজিপুরে পৌঁছোলেন, গত ১৭ দিনে তাঁর সঙ্গে কী কী ঘটেছে, সবই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানতে চাওয়া হচ্ছে। রাজার সঙ্গে বিয়ের আগে সোনমের সঙ্গে রাজ কুশওয়াহা নামে এক তরুণের প্রেমের সম্পর্ক ছিল বলে সন্দেহ পুলিশের। বিয়ের পরেও দু'জনের যোগাযোগ ছিল। ওই কুশওয়াহাই কি এই খুনের মাস্টারমাইন্ড? সেই কারণেই সোনম স্বামীকে খুন করেছেন অথবা করিয়েছেন কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই বিষয়ে ধৃত তরুণীর মা সংগীতা বলেন, 'কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল তা তদন্তের পরেই জানা যাবে। কিন্তু মেয়েকে যে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে, আপাতত সেটাই স্বস্তির।'

এই মামলায় এ পর্যন্ত সোনম ছাড়াও আরও চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন রাজ কুশওয়াহা, যাঁর সঙ্গে সোনমের প্রেমের সম্পর্ক । বাকি তিনজন অভিযুক্তের নাম আকাশ রাজপুত, বিকাশ ওরফে ভিকি এবং আনন্দ। মেঘালয় পুলিশ জানিয়েছে, উত্তরপ্রদেশ পুলিশের হাত থেকে সোনমকেও তারা হেপাজতে নেবে। পুলিশের দাবি, চাপের মুখে অপরাধ কবুল করেছেন সোনম। তিনি মধ্যপ্রদেশের তিনজন ভাড়াটে খুনিকে লাগিয়েছিলেন রাজাকে খুন করতে। যদিও এ নিয়ে ধন্দ রয়েছে রাজা ও সোনমের পরিবারের। দুই পরিবারের তরফেই সিবিআই তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে। নিহত তরুণের মা উমা বলেন, 'সোনম যদি দোষী হয়, তবে কঠোরতম শাস্তি চাই। নির্দোষ হলে দোষারোপ করব না। মেয়ের মতোই আদর করতাম ওকে।' অবশ্য তাঁর দাবি, রাজাকে ১০ লক্ষ টাকার গয়নাগাটি পরিয়ে একরকম জোর করেই শিলংয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন সোনম। পুত্রবধূ সকলের সঙ্গে এত মিষ্টিভাবে কথা বলতেন যে কারও মনে কোনও সন্দেহই হয়নি। অন্যদিকে সোনমের ওপর সন্দেহ থাকলেও এখনই তাঁকে 'অভিযুক্ত' বলে দাগিয়ে দিতে চান না সোনমের দেওর বিপিন রঘুবংশী।

সোনমের বাবা দেবী সিং দাবি বলেন, 'পুলিশ স্থানীয়দের মিথ্যা কথায় বিভ্রান্ত হচ্ছে। মেয়ে নির্দোষ, সিবিআই তদন্ত চাই। পুলিশ তো ওর সঙ্গে কথাই বলেনি, তবু দোষী বানিয়ে দিয়েছে।'

১১ মে পরিবারের সম্মতিতে বিয়ে হয় সোনম ও রাজার। ২০ মে তাঁরা মধুচন্দ্রিমায় যান মেঘালয়ে। ২৩ মে তাঁরা এসে পৌঁছোন চেরাপুঞ্জিতে। এরপরই তাঁরা নিখোঁজ হন। ২ জুন রাজার দেহ মেলে চেরাপুঞ্জির সোহরায় একটি খাদের নীচে ওয়াইসডং জলপ্রপাতের কাছে থেকে। দেহে গয়নাগাটি ছিল না। পরে উদ্ধার হয় রক্তমাখা একটি দা ও দম্পতির ব্যবহৃত রেনকোট। ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে রাজা রঘুবংশীর মাথার সামনে ও পিছনে দুটি আঘাতের চিহ্ন মিলেছে। খুনে ব্যবহৃত অস্ত্রটি সম্ভবত 'দা' ধরনের ধারালো হাঁসুয়া। সেটি গুয়াহাটির একটি বাজার থেকে কেনা হয়েছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ।

সোমবার কাকভোরে উত্তরপ্রদেশের গাজিপুরে সোনমের সন্ধান পাওয়া যায়। পুলিশ জানিয়েছে, ভোর নাগাদ গাজিপুরের নন্দগঞ্জ এলাকায় বারাণসী-গাজিপুর রোডের ওপর 'কাশী ধাবা'য় পৌঁছোন সোনম। কাঁদতে কাঁদতে ধাবার মালিকের কাছ থেকে তাঁর ফোনটি চান। সেই ফোন থেকেই ভিডিও কল করেন বাড়িতে।

ধাবা মালিক সাহিল যাদব জানিয়েছেন, রবিবার রাত প্রায় ১টা নাগাদ সোনম তাঁর ধাবায় এসে হাজির হন। একা, ভীত ও বিধ্বস্ত অবস্থায় কাঁদতে কাঁদতে তিনি ধাবায় ঢোকেন। বলেন, বাড়িতে ফোন করতে হবে। সাহিল তাঁকে নিজের ফোন দেন। ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলার পর সোনম আবারও কান্নায় ভেঙে পড়েন। এরপর সাহিলই পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সাহিলের কথায়, 'তরুণীকে দেখে বুঝেছিলাম ভয়ংকর কিছু ঘটে গিয়েছে। তাই প্রশ্ন না করে যথাসাধ্য সাহায্য করেছি। তরুণী বলেছিলেন, গয়নাগাটি লুঠ করে চোখের সামনেই তাঁর স্বামীকে খুন করা হয়েছে। তাঁর কথায় অবিশ্বাস করার মতো কিছু দেখিনি।'

পিছোল মহাকাশযাত্রা

শ্রীহরিকোটা, ৯ জুন : খারাপ আবহাওয়ার কারণে ফের পিছিয়ে গেল ভারতীয় মহাকাশচারী শুভাংশু শুক্লার মহাকাশযাত্রা। মঙ্গলবার আমেরিকা, পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরির মহাকাশচারীদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করার কথা ছিল শুভাংশুর। কিন্তু তা পিছিয়ে বুধবার করা হয়েছে। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো জানিয়েছে, অ্যাক্সিয়ম-৪ নামের অভিযানের আওতায় শুভাংশুর আন্তর্জাতিক মহাকাশকেন্দ্রে যাওয়ার কথা ছিল। আমেরিকার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে স্পেসএক্স ড্রাগন রকেটে যাত্রা করার কথা ছিল ভারত সহ ৪ দেশের মহাকাশচারীদের। কিন্তু রবিবার থেকে উৎক্ষেপণকেন্দ্র এলাকার আবহাওয়া খারাপ হতে থাকে। সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসাবে অভিযানের দিন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে ১১ জুন আন্তর্জাতিক মহাকাশকেন্দ্রের উদ্দেশে পাড়ি দেবেন শুভাংশুরা।

প্রেমিকাকে কুপিয়ে খুন

বেঙ্গালুরু, ৯ জুন : বিবাহিত প্রেমিকাকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল এক ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে তারা। বেঙ্গালুরুর 'ওয়ো'র হোটেলে ঘটে এই ঘটনা। প্রেমিকার বয়স ৩৩, তরুণের ২৫।

পুলিশ জানিয়েছে, বেঙ্গালুরুর পূর্ণপ্রজ্ঞার কাছে একটি হোটেলে উঠেছিলেন হরিণী এবং যশেস। তাঁরা দু'জনেই কেনগেরির বাসিন্দা এবং একে অন্যের পড়শিও বটে। শুক্রবার তাঁরা 'ওয়ো'র হোটেলে ওঠেন। মনে করা হচ্ছে, সেই দিনই হরিণীকে খুন করেন যশেস। হোটেল ঘরে দু'জনের ঝগড়ার সময় ছুরি নিয়ে হরিণীকে কোপান আট বছরের ছোট প্রেমিক। বেঙ্গালুরু পুলিশের আধিকারিক বলেন, 'মোট ১৭ বার কোপ মারা হয়েছে মহিলার শরীরে।'

হোটেল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে খবর পেয়ে সোমবার দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ২৫ বছরের ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে তরুণীর অনেক দিনের সম্পর্ক। তবে সেই সম্পর্ক ছাঁদনাতলা পর্যন্ত গড়ায়নি। হরিণীর বিয়ে হয় অন্যত্র। তাঁর দুই সন্তানও রয়েছে। কিন্তু বিয়ের পরেও পড়শি তরুণের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল তাঁর। সম্প্রতি দুই পরিবারেই এ নিয়ে অশান্তি হচ্ছিল। প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যেও ঝগড়াঝাঁটি চলছিল। সেসব 'ঠিক' করার জন্য হোটেলে দেখা করেছিল দুজনে।

প্রতিশ্রুতি বনাম বাস্তবতা, তর্জা

তৃতীয় মোদি সরকারের প্রথম বর্ষপূর্তি

নবনীতা মণ্ডল

> আমরা আমাদের যৌথ সাফল্যের জন্য গর্বিত। আশা, আত্মবিশ্বাস এবং একটি উন্নত ভারত গড়ে তোলার এক নতুন সংকল্প নিয়ে এগিয়ে চলেছি।
>
> নরেন্দ্র মোদি

> গত ১১ বছরে কেন্দ্র কোনও প্রশ্নের জবাব দেয়নি, কোনওরকম পরিবর্তন আনেনি। যেটা করে তা হল গালভরা প্রচার। এই সরকার ২০২৫ সালের কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে। এখন ২০৪৭ সালের স্বপ্ন ফেরি করে বেড়াচ্ছে।
>
> রাহুল গান্ধি

> সুশাসন, দরিদ্রদের কল্যাণে প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বাধীন সরকারের কাজ স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। মোদি দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বদলে দিয়েছেন। তিনি সবসময় সক্রিয়। সব ব্যাপারেই জনতার পাশে থাকেন।
>
> জেপি নাড্ডা

নয়াদিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠকে জেপি নাড্ডা।

নয়াদিল্লি, ৯ জুন : '২৪-এর লোকসভা ভোটে জিতে কেন্দ্রে টানা তৃতীয়বার ক্ষমতায় এসেছে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন এনডিএ। সোমবার ছিল সেই তৃতীয় মোদি সরকারের প্রথম বর্ষপূর্তি। নোটবন্দি, করোনা লকডাউন পর্ব পার করে গত আর্থিক বছরে জিডিপির গড় বৃদ্ধি সাড়ে ৬ শতাংশ। তবে কর্মসংস্থান, শিল্পে বিনিয়োগ নিয়ে চিন্তা রয়েই গিয়েছে। পাশাপাশি ট্রাম্পের পারস্পরিক শুল্কনীতি এবং ইউক্রেন যুদ্ধের মতো আন্তর্জাতিক ঘাত-প্রতিঘাত ভারতের বিকাশে কতটা প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মত-পালটা মত রয়েছে। যে বিরোধ শাসক-বিরোধী তর্জায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

সোমবার এক সাংবাদিক বৈঠকে মোদি সরকারের সাফল্যের খতিয়ান পেশ করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা। তিনি বলেন, 'সুশাসন, দরিদ্রদের কল্যাণে প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বাধীন সরকারের কাজ স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। মোদি দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বদলে দিয়েছেন। তিনি সবসময় সক্রিয়। সব ব্যাপারেই জনতার পাশে থাকেন'। সরকারের সাফল্য হিসাবে সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদ, তিন তালাক বাতিল, ওয়াকফ সংশোধনী, নোট বাতিল, মহিলা সংরক্ষণ বিলের উল্লেখ করেন নাড্ডা।

অপারেশন সিঁদুর নিয়ে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির সমালোচনার জবাবও দিয়েছেন তিনি। মন্ত্রী বলেন, 'রাহুল গান্ধি দায়িত্বজ্ঞানহীন বিরোধী নেতার ভূমিকা পালন করছেন। ঈশ্বর তাঁকে সুবুদ্ধি দান করুন।' কেন্দ্রে টানা ১১ বছর ক্ষমতায় থাকা উপলক্ষ্যে এদিন এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, 'আমরা আমাদের যৌথ সাফল্যের জন্য গর্বিত। আশা, আত্মবিশ্বাস এবং একটি উন্নত ভারত গড়ে তোলার এক নতুন সংকল্প নিয়ে এগিয়ে চলেছি।' পোস্টটির সঙ্গে '১১ বছরের সেবা' হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

কেন্দ্র-বিজেপির প্রচারের জবাব দিতে দেরি করেনি কংগ্রেস। বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'গত ১১ বছরে কেন্দ্র কোনও প্রশ্নের জবাব দেয়নি, কোনোরকম পরিবর্তন আনেননি। যেটা করে তা হল গালভরা প্রচার। এই সরকার ২০২৫ সালের কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে। এখন ২০৪৭ সালের স্বপ্ন ফেরি করে বেড়াচ্ছে।' কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ বলেন, 'আজ বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডাকে দুপুর ১২টায় সাংবাদিকদের সঙ্গে দেখা করার জন্য ডাকা হয়েছে।... প্রধানমন্ত্রী এখনও কেন পালিয়ে বেড়াচ্ছেন? নাকি প্রশ্নোত্তর তৈরি করার মতো লোকজনকে খুঁজতে সময় লাগছে? নাকি ভারত মণ্ডপম এখনও পুরোপুরি তৈরি হয়নি?'

তৃণমূল কংগ্রেসও এদিন বিজেপির প্রতিশ্রুতি এবং বাস্তব অবস্থা নিয়ে সরব হয়েছে। গরিব-মধ্যবিত্তের দুর্দশা থেকে মহিলাদের নিরাপত্তা, কৃষকদের দুরবস্থা, রেল পরিকাঠামোর অবনতি, দুর্নীতি দমন সংস্থার ব্যর্থতার পরিসংখ্যান তুলে ধরেছে তৃণমূল।

তৃণমূল জানিয়েছে, দেশে প্রায় ৭.৫ কোটি মানুষের দৈনিক আয় ২২৫ টাকার কম। যেখানে একটি নিরামিষ থালির গড় দাম ৭৭ টাকা, সেখানে দেশের দরিদ্রতম মানুষদের মাথাপিছু আয় মাত্র ৬৮ টাকা। ২০১৮ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত মহিলাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ২.৩ শতাংশ হারে। তৃণমূলের রাজ্যসভার নেতা ডেরেক ও'ব্রায়েনের দাবি, বিজেপি মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ করলেও সেটি বাস্তবায়নের জন্য কোনও সময়সীমা স্থির করেনি। লোকসভায় বিজেপির মহিলা সাংসদ মাত্র ১৩ শতাংশ। তৃণমূলের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, দেশে প্রতিদিন ৩০ জন কৃষক আত্মহত্যা করছেন। ২০১৮-'২৩ পর্যন্ত গ্রামে শ্রমিকদের মজুরি বেড়েছে মাত্র ০.৪ শতাংশ। কৃষি মজুরি বৃদ্ধির হার ০.২ শতাংশ। ইডি গত ১১ বছরে ৫,২৯৭টি মামলা দায়ের করলেও আদালতে বিচার চলছে মাত্র ৪৭টির। সাংসদ ও বিধায়কদের বিরুদ্ধে ১৯৩টি মামলা হয়েছে। কিন্তু দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন মাত্র ২ জন। বিজেপির দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের কার্যকারিতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল।

ভিড়ে ঠাসা ট্রেন থেকে পড়ে মারা গিয়েছেন প্রিয়জন। শোকে দিশেহারা আত্মীয়রা ভেঙে পড়েছে কান্নায়। সোমবার থানেতে। -পিটিআই

থানেতে ট্রেন থেকে পড়ে মৃত ৫

মুম্বই, ৯ জুন : ট্রেনে বাদুড়ঝোলা ভিড়। দরজায় ঝুলে যেতে গিয়ে চলন্ত ট্রেন থেকে ছিটকে পড়ে মৃত্যু হল অন্তত পাঁচজনের। ঘটনাটি ঘটে মুম্বই থেকে থানের কসারা যাওয়ার পথে একটি লোকাল ট্রেনে। ওই ঘটনায় ১০-১২ জন গুরুতর জখম হয়েছেন বলে খবর। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মৃতদের মধ্যে তিনজনের নাম জানা গিয়েছে। তাঁরা হলেন কেতন দিলীপ সরোজ (২৩), রাহুল সন্তোষ গুপ্ত এবং ময়ূর সাহা (৫০)। দুর্ঘটনায় শিবসেনা উচ্চপর্যায়ের তদন্তের দাবি করেছে।

রেলের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, দিবা-মুম্ব্রা স্টেশন সংলগ্ন এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় যাত্রীবাহী ট্রেন থেকে কয়েকজন পড়ে যান। কী কারণে এই দুর্ঘটনা, এখনও স্পষ্ট নয়। তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে রেলের দাবি, ট্রেনের ওই কামরায় অতিরিক্ত যাত্রী উঠে পড়েছিলেন। সেই কারণেই এই দুর্ঘটনা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ট্রেন থেকে যাঁরা পড়ে গিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে এক মহিলাও ছিলেন।

সোমবার সকালে ব্যস্ত সময়ে ট্রেনে ভিড় ছিল বেশি। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ট্রেনে তিলধারণের জায়গা ছিল না। অনেকে ভিতরে ঢুকতে না পেরে দরজায় ঝুলছিলেন। ট্রেনের দু'দিকের দরজাতেই অনেকে দাঁড়িয়েছিলেন। ট্রেন স্টেশন ছেড়ে কিছুটা এগোতেই তাঁরা হাত ফসকে ছিটকে পড়ে যান। আহতের অনেকের অবস্থাই সংকটজনক। দুর্ঘটনার কারণে ওই লাইনে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়েছে। ব্যস্ত সময়ে দুর্ভোগের মুখে পড়েছেন নিত্যযাত্রীরা।

দুর্ঘটনার পর টনক নড়েছে রেলের। এ বার মুম্বইয়ের সব লোকাল ট্রেনে স্বয়ংক্রিয় দরজা বসানো হবে। রেল বোর্ডের তথ্য এবং প্রচার বিভাগের অধিকর্তা দিলীপ কুমার জানান, মহারাষ্ট্রে দুর্ঘটনার পরেই রেল মন্ত্রক থেকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মুম্বইয়ের জন্য নতুন যে কামরাগুলি তৈরি হচ্ছে, সেখানে স্বয়ংক্রিয় দরজা বসানো হবে। পাশাপাশি বর্তমানে যে লোকাল ট্রেনগুলি মুম্বই শহরতলিতে চলাচল করে, সেগুলিতেও স্বয়ংক্রিয় দরজার ব্যবস্থা করা হবে।

সুকমায় নিহত পুলিশকর্তা

রায়পুর, ৯ জুন : সোমবার ছত্তিশগড়ের সুকমায় মাওবাদীদের পুঁতে রাখা আইইডি বিস্ফোরণে মৃত্যু হল অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এএসপি) আকাশ রাও গিরিপুঞ্জের। আহত ৩ জন। বিজাপুর অঞ্চলে যৌথবাহিনীর অভিযানে মাওবাদীদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুধাকর এবং তেলেঙ্গানা রাজ্য কমিটির সদস্য

ভাস্কর সহ একাধিক নেতার মৃত্যুর প্রতিবাদে মঙ্গলবার দেশব্যাপী বনধ ডেকেছে মাওবাদীরা। তার আগে নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে রবিবার কোন্টা-এরাবোরে সড়কের কাছে দোন্দ্রা এলাকায় বাহিনী নিয়ে টহল দিচ্ছিলেন আকাশ। সেই সময় আইইডি বিস্ফোরণে গুরুতর জখম হন আকাশ সহ কয়েকজন পুলিশকর্মী।

আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার মৃত্যু হয়েছে আকাশের। আহত বাকি পুলিশকর্মীদের অবস্থা স্থিতিশীল। গত কয়েকদিনে ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ডে মাওবাদী দমনে ব্যাপক সাফল্যের পর পুলিশকর্তার মৃত্যুর ঘটনায় নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন।

অনুমতি রানাকে

নয়াদিল্লি, ৯ জুন : ২৬/১১ মুম্বই হামলার অন্যতম চক্রী তাহাউর রানাকে পরিবারের সঙ্গে কথা বলার অনুমতি দিল দিল্লির একটি আদালত। সোমবার আদালত জানিয়েছে, জেলের নিয়ম কঠোরভাবে মেনে একবারই পরিবারের সঙ্গে কথা বলতে পারবে রানা। তিহার কর্তৃপক্ষকে সেই কথোপকথনের রিপোর্ট আদালতে জমা দিতে হবে।

কাল ইমরানের মুক্তি নিয়ে জল্পনা

ইসলামাবাদ, ৯ জুন : পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের সম্ভাব্য জামিন নিয়ে নতুন করে জল্পনা ছড়িয়েছে। পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)-এর বর্তমান প্রধান গোহর আলি খান দাবি করেছেন, ২০২৩ সালের অগাস্ট থেকে কারাবন্দি থাকা ইমরান ১১ জুন জামিন পেতে পারেন। এই ইঙ্গিত অনেকের কাছে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর শীর্ষকর্তা আসিম মুনিরের নরম মনোভাবের লক্ষণ বলেই ধরা পড়ছে।

পাক সংবাদমাধ্যম 'এআরওয়াই নিউজ'কে এক সাক্ষাৎকারে গোহর বলেন, 'ইমরানকে ছাড়াই চারটে ইদ কেটে গেল। তবে উনি খুব শীঘ্রই ছাড়া পাবেন। ১১ জুন তারিখটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।'

গোহর এই মন্তব্য করেছেন এমন এক সময় যখন ইমরান নিজেকে দলের 'মুখ্য পৃষ্ঠপোষক' ঘোষণা করেছেন এবং ঘোষণা করেছেন জেলে বসেই দেশজুড়ে প্রতিবাদ আন্দোলন চালানোর। যদিও ইমরান দাবি করেছেন, তাঁর মুক্তির জন্য কোনও গোপন রফা হয়নি। তবে রাজনৈতিক মহলে কানাঘুষো চলছে যে সেনাবাহিনীর সঙ্গে 'পর্দার আড়ালে' আলোচনা হয়েছে।

একাধিক মামলায় অভিযুক্ত হয়ে সে দেশের আদিয়ালা জেলে বন্দি রয়েছেন ইমরান। আল কাদির ট্রাস্ট অর্থ তছরুপের মামলায় জামিন চেয়ে ইসলামাবাদ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ইমরান এবং তাঁর স্ত্রী বুশরা বিবি। তবে তদন্তকারী সংস্থার আর্জিতে সেই শুনানি ১১ জুন পর্যন্ত পিছিয়ে দেয় আদালত।

মাস্ক পরলেই গ্রেপ্তার

লস অ্যাঞ্জেলেস

লস অ্যাঞ্জেলেস, ৯ জুন : সরকারের অভিবাসন নীতির বিরোধিতায় উত্তাল আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলেস। শনিবার শহরে ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিন্তু তারপরেও অবস্থা আয়ত্তে আসেনি। সোমবার লস অ্যাঞ্জেলেসের নানা জায়গায় জনতা-পুলিশ সংঘর্ষ হয়েছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে শতাধিক বিক্ষোভকারীকে। পুলিশের বেশ কয়েকটি গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে উত্তেজিত জনতা। পরিস্থিতির জটিলতা আঁচ করে এদিন নতুন নির্দেশ জারি করেছেন ট্রাম্প। সমাজমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে এক পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'এখন থেকে কেউ মাস্ক বা মুখোশ পরে প্রতিবাদে শামিল হতে পারবেন না। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে মাস্ক পরা কাউকে দেখলেই গ্রেপ্তার করা হবে।'

লস অ্যাঞ্জেলেসের বিক্ষোভের একাধিক ভিডিও ফুটেজে দেখা গিয়েছে, আন্দোলনকারীদের অনেকের মুখে মাস্ক রয়েছে। পুলিশ প্রশাসন যাতে তাঁদের চিহ্নিত করতে না পারে সেজন্যই প্রতিবাদীরা মাস্ক পরছেন বলে মনে করছেন ট্রাম্প। সেই কারণে মাস্কে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তবে বিভিন্ন দেশে যখন করোনা সংক্রমণের তীব্রতা বাড়ছে সেই সময় ট্রাম্পের মাস্কে নিষেধাজ্ঞা নতুন বিতর্কের জন্ম দিল বলে পর্যবেক্ষকদের ধারণা।

এদিকে লস অ্যাঞ্জেলেসে থাকা চিনা নাগরিকদের সতর্ক করেছে শি জিনপিংয়ের সরকার। সোমবার চিনা বিদেশমন্ত্রক থেকে জারি করা এক পরামর্শপত্রে নাগরিকদের ভিড় বা স্পর্শকাতর অঞ্চলগুলি এড়িয়ে চলতে বলা হয়েছে। সেখানে লেখা, 'চিনা নাগরিকদের সরকারি নির্দেশ এবং মিডিয়া রিপোর্টগুলি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে বলা হচ্ছে। তাঁরা যেন খুব সতর্কভাবে চলাফেরা করেন। বিক্ষোভস্থল, জনবহুল এলাকা এবং স্পর্শকাতর অঞ্চলগুলি এড়িয়ে চলাই বাঞ্ছনীয়।' নাগরিকরা যাতে রাতেরবেলা একা কোথাও না যান পরামর্শপত্রে তারও উল্লেখ রয়েছে।

উদ্ধারে নৌসেনা

তিরুবনন্তপুরম, ৯ জুন : কেরল উপকূলের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় বড়সড়ো বিস্ফোরণ ঘটেছে সিঙ্গাপুরের একটি পণ্যবাহী জাহাজে। সোমবার সকালে হওয়া বিস্ফোরণের জেরে জাহাজে আগুন ধরে যায়। খবর পেয়ে উদ্ধারকাজ শুরু করেছে ভারতীয় নৌসেনা। ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছে নৌবাহিনীর জাহাজ আইএনএস সুরত। উদ্ধারকাজে বিমান ব্যবহার করছে নৌসেনা। ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজের কর্মীদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কয়েকঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

সিঙ্গাপুরের জাহাজটির নাম এমভি ওয়ান হায় ৫০৩। ২৭০ মিটার দীর্ঘ জাহাজটি ৭ জুন শ্রীলঙ্কার কলম্বো থেকে মুম্বইয়ের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। কেরল উপকূলে পৌঁছোনোর পরেই সেটিতে বিস্ফোরণ ঘটে। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিকে বিশ্বের বৃহত্তম পণ্যবাহী জাহাজ এমএসসি ইরিনা কেরলের ভিঝিঞ্জাম বন্দরে নোঙর করেছে। সোমবার সকাল ৮টা নাগাদ জাহাজটি নবনির্মিত বন্দরে প্রবেশ করে।

ইজরায়েলি সেনার হেপাজতে গ্রেটা থুনবার্গ

জেরুজালেম, ৯ জুন : ত্রাণবাহী জাহাজ মেডলিনকে গাজায় যেতেই দিল না ইজরায়েলি সেনা। জাহাজটিকে জোর করে ইজরায়েলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জলবায়ু কর্মী গ্রেটা থুনবার্গ সহ জাহাজের সব ক্রুকে আটক করেছে ইজরায়েলের সেনা। তবে ইজরায়েলি ঘেরাটোপে বন্দি হওয়ার ঠিক আগে একটি ভিডিও পোস্ট করেন গ্রেটা। সেখানে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'আমাদের অপহরণ করার চেষ্টা করছে ইজরায়েল। ইজরায়েলের নিরাপত্তাকর্মীরা আমাদের আন্তর্জাতিক জলসীমা থেকে অপহরণ করেছে। আমি আমার বন্ধু, পরিবার এবং সহযোগীদের অনুরোধ করছি তাঁরা যেন সুইডিশ সরকারকে চাপ দিয়ে আমাদের দ্রুত মুক্তির ব্যবস্থা করেন।'

তারপর থেকে আর গ্রেটা বা মেডলিনে থাকা কারও সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। খবর, সিসিলি থেকে রওনা দেওয়া জাহাজটি যখন মিশর উপকূলের কাছাকাছি পৌঁছোয়, সেই সময় সেটির গতিরোধ করে ইজরায়েলি সেনা। মেডলিনে ৭টি দেশের ১২ জন নাগরিক রয়েছেন। গ্রেটা বাদে বাকিরা হলেন ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ফরাসি সদস্য রিমা হাসান, ফরাসি সাংবাদিক ওমর ফায়াদ, ইয়াসেমিন আকার, ব্যাপটিস্ট আন্দ্রে, থিয়াগো আভিলা, পাস্কাল মরিয়েরাস, ইয়ানিস মুহাম্মদি, সুয়াইব ওর্দু, সেরজিও তোরিবিও, মার্ক ভ্যান রেনেস এবং রেভা ভিয়ার্ড। ইজরায়েল সরকার অবশ্য শুরু থেকে গাজায় ত্রাণবাহী জাহাজ আটকানোর বিষয়টিকে লঘু করার চেষ্টা করছে। সোমবার সেদেশের বিদেশমন্ত্রক থেকে জারি বিবৃতিতে মেডলিনকে 'সেলফি ইয়ট' বলে উল্লেখ করেছে।

ইজরায়েলের দাবি, জাহাজে এক ট্রাকের কম ত্রাণসামগ্রী রয়েছে। প্রচারের আলোয় থাকতে নাটক করছেন গ্রেটারা। জাহাজের ক্রুদের একাধিক ছবি প্রকাশ করেছে ইজরায়েল সরকার। সেখানে দেখা যাচ্ছে, ক্রুদের সবাই লাইফ জ্যাকেট পরে রয়েছেন। তাঁদের খাবার ও জল দেওয়া হচ্ছে। ইজরায়েলের বিদেশমন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'ওঁরা শুধু মিডিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে নাটক করছেন। ওখানে এক ট্রাকের কম ত্রাণ রয়েছে। গাজায় ত্রাণ নিয়ে যাওয়ার একাধিক উপায় আছে। কিন্তু সেগুলির মধ্যে ইনস্টাগ্রাম সেলফি নেই।' মেডলিনে ত্রাণ পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে ফ্রিডম ফ্লোটিয়া কোয়ালিশন নামে একটি আন্তর্জাতিক মঞ্চ জানিয়েছে, স্বেচ্ছাসেবীদের ওপর রাসায়নিক পদার্থ ফেলা হয়েছিল। তাঁদের চোখ-মুখ জ্বালা করছিল। প্যালেস্তাইনে রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত বিশেষ প্রতিনিধি ফ্রানচেস্কা আলবানিজ বলেন, 'মেডলিনকে অবশ্যই খুব তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। ভূমধ্যসাগর এলাকার প্রতিটি বন্দরের উচিত গাজায় মানবিক সাহায্য পাঠানো।'

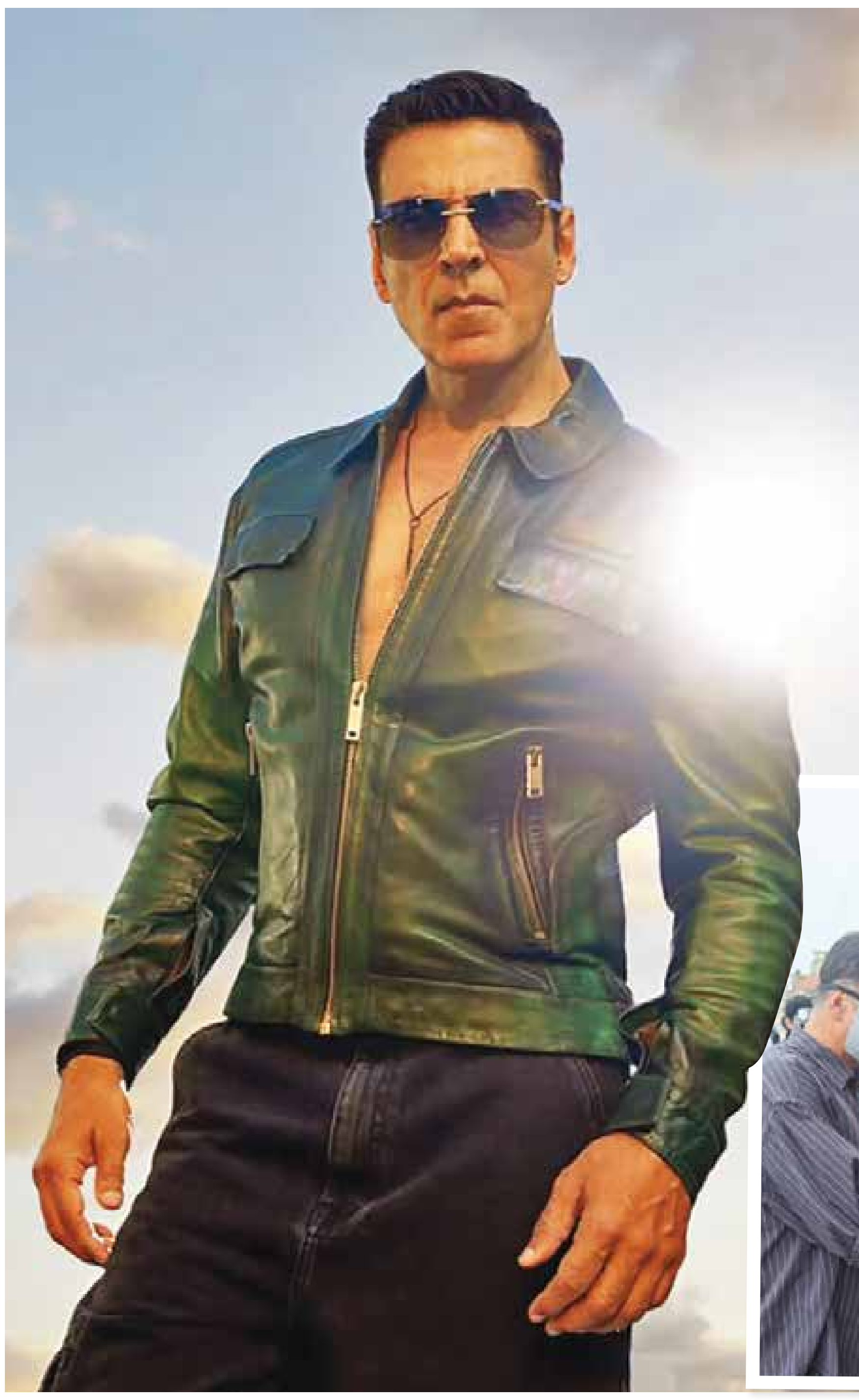

অক্ষয়কে চিনতেই পারল না দর্শকরা

অনেকদিন পরে আবার দুর্দান্ত ফর্মে অক্ষয় কুমার। তাঁর ‘হাউসফুল ৫’ এখন দেশজুড়ে রমরমিয়ে ব্যবসা করছে। শুরুর চারটে দিনেই প্রায় ৯০ কোটি টাকা উঠে এসেছে। এই অঙ্ক থেকে এটুকু অন্তত জানা যাচ্ছে যে, মহামারি-উত্তর যুগে এই ‘হাউসফুল ৫’ই হল অভিনেতা অক্ষয়কুমারের সবচেয়ে বেশি লাভজনক রিলিজ। এর আগে, মানে মহামারির আগে কিন্তু এই সিরিজই অক্ষয়কে সবচেয়ে বেশি লাভ দিয়েছিল। ‘হাউসফুল ৪’-এর ওপেনিং অঙ্কটা ছিল অন্তত ২৫০ কোটি টাকার।

অবশ্য হাউসফুল ছবিকে সত্যিই হাউসফুল করে তুলতে অক্ষয়ও একেবারে মরিয়া। ছবির বিপণন আর প্রচারে কোমর বেঁধে নেমেছেন। এই তো, সিনেমা হলের বাইরে নিজে দাঁড়িয়ে দর্শকদের রিভিউ নিয়েছেন। না, কেউ তাঁকে চিনতে পারেনি। কারণ অক্ষয়ের মুখে ছিল মুখোশ।

অক্ষয় কুমার যে নিজে এসেছেন তা বিন্দুমাত্র বুঝতে পারেননি দর্শকরা। একটি মুখোশের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে খুব সাধারণ মানুষের বেশে দর্শকদের ‘হাউসফুল ৫’-এর প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়েছেন তিনি। খুব স্বাভাবিকভাবেই অক্ষয়কে অন্যান্য ব্লগারদের মতো ভেবেছেন দর্শকরা। ফলে কেউ কেউ উত্তর দিয়েছেন কেউ আবার এড়িয়েও গিয়েছেন।

অক্ষয়ের এই ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতে একজন লিখেছেন, ‘একেবারে পাবলিক ভিডিয়ো। কোনও এডিট করা ভিডিয়ো নয়।’ অন্য একজন লিখেছেন, ‘একজনও কি অক্ষয়ের কণ্ঠস্বর চিনতে পারলেন না? আমি হলে কিন্তু ঠিক চিনে ফেলতাম।’ একজন আবার বলেন, ‘একবার অন্তত মুখোশটা খুলে ফেলা উচিত ছিল আপনার।’

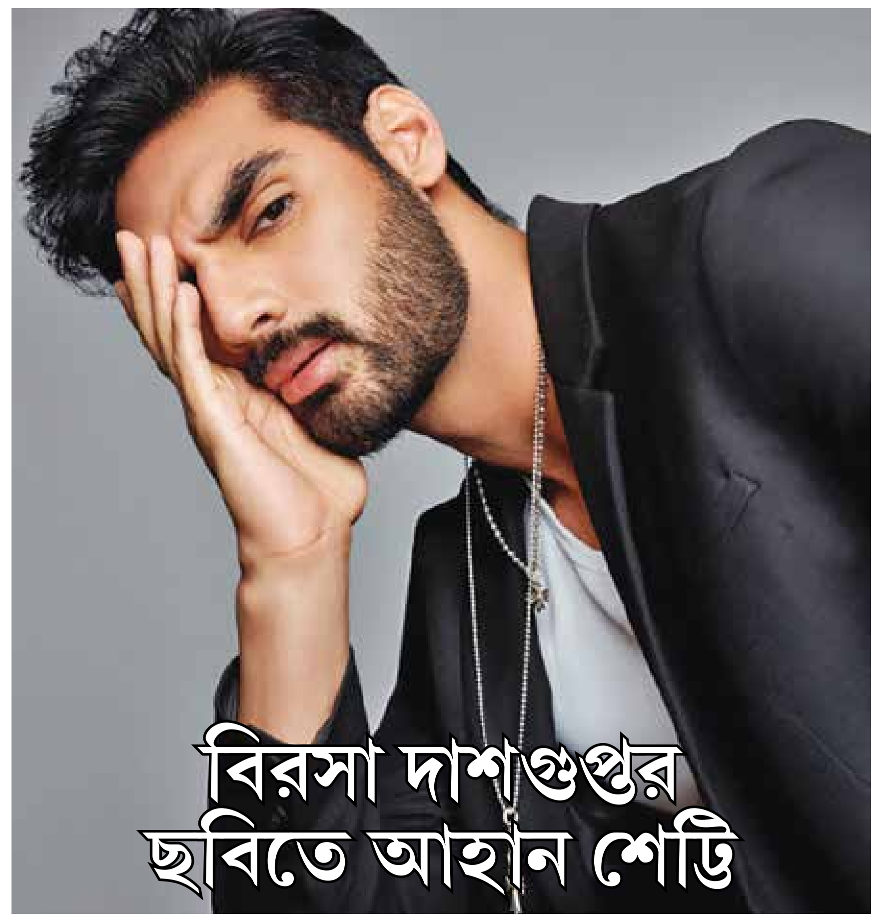

বিরসা দাশগুপ্তর ছবিতে আহান শেট্টি

বিরসা দাশগুপ্তর প্রথম হিন্দি ছবির নায়ক হচ্ছেন আহান শেট্টি। বিরসা হিন্দিতে এর আগে ওয়েব সিরিজ যেমন মাফিয়া, ব্ল্যাক উইডোস, দ্য ম্যাজিক অফ শিরি বানিয়েছেন। গল্প নিয়ে তাঁর চিন্তাভাবনা এবং ছবির ভিজ্যুয়াল দিক নিয়ে পরীক্ষা-নীরিক্ষা এর মধ্যেই প্রমাণিত ও স্বীকৃত। তিনি এবার আহানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নতুন কিছুই যে দেবেন, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ আর থাকছে না। আহান এখন ব্যস্ত বর্ডার ২-এর শুটিং নিয়ে, তাঁর সঙ্গে আছেন সানি দেওল ও বরুণ ধাওয়ান। এরপর তিনি শুরু করবেন বিরসা-র এই অ্যাকশন ছবি, এর নাম এখনও ঠিক হয়নি। সম্ভবত শুটিং শুরু হবে চলতি বছরের অক্টোবরে। এটি আহানের কেরিয়ারে বড় পরিবর্তন আনবে বলে মনে করা হচ্ছে। ছবির নায়িকা ঠিক হয়নি, খোঁজ চলছে। আহানের সঙ্গে সাদ আলিরও কথা চলছে একটি রোমান্টিক ছবির জন্য।

পরেশ কি ফিরছেন

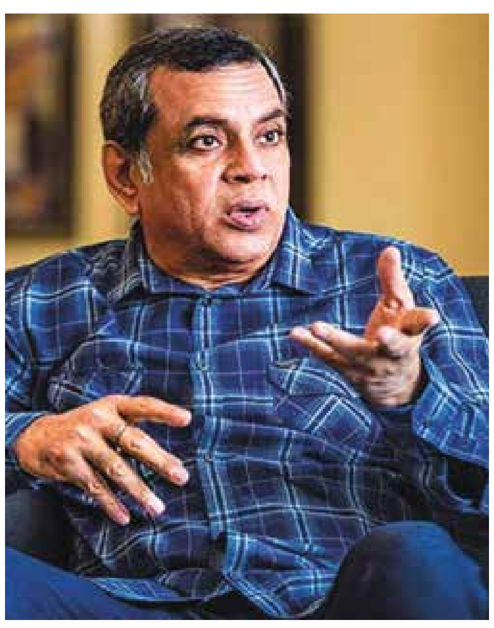

হেরা ফেরি ৩ নিয়ে জলঘোলা আবার শুরু হয়েছে। পরেশ রাওয়াল, মানে ছবির বাবুরাও হেরা ফেরি ৩-এ নেই, এ খবর তো জানাই। এই নিয়ে বিস্তর কাটাছেঁড়া হয়েছে, এখন বিষয়টি আদালতের অধীন কারণ তাঁর এই ছেড়ে যাওয়া নিয়ে ২৫ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ চেয়ে ছবির প্রযোজক অক্ষয়কুমার পরেশের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন।

অনুরাগীর আবেগতাড়িত পোস্টে পরেশ এমন উত্তর দিয়েছেন তাতে নেটমহল দ্বিধাগ্রস্ত—তাহলে তিনি কি হেরা ফেরি ৩-এ আবার ফিরছেন? অনুরাগী লিখেছিলেন, আপনি হেরা ফেরি ৩ ছেড়ে যাবেন না। আপনি ছবির হিরো। পরেশ উত্তর দিয়েছেন, ছবিতে তিন জন হিরো আছেন অর্থাৎ অক্ষয় ও সুনীল শেট্টির সঙ্গে নিজেকেও তিনি ছবির অন্যতম হিরো বলেই বিবেচনা করেছেন এবং এখনও! এরপরই নেটমহল আলোড়িত। তাহলে তিনি কি ছবিতে ফিরছেন? কেউ লিখেছেন আপনি জিনিয়াস, আবার সেই অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের বঞ্চিত করবেন না। প্লিজ স্যার আর একবার ভেবে দেখুন। কারওর বক্তব্য, বাবুরাও ছাড়া হেরা ফেরি অসম্ভব। অনেকের আবার বক্তব্য, এটা প্রচার কৌশল ছাড়া কিছু নয়। কেউ লিখেছেন, মনে হয়, এটাই ছবির প্লট। বাবুরাওয়ের সঙ্গে শ্যাম আর রাজুর এই ২৫ কোটি নিয়েই কিছু হবে। ২৫ কোটি? এর কি অন্য অর্থ আছে? মনে হয়, এটা হেরা ফেরি-র দিকেই যাতে সকলের নজর থাকে, তার জন্যই করা হয়েছে। অনেকেই এই মন্তব্যকে সমর্থনও করেছেন। অক্ষয়, সুনীল বা পরেশ অবশ্য এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি।

খুশি, বেদাঙ্গর ঝগড়া?

সোনম কাপুরের ৩৯তম জন্মদিনে উপলক্ষ্যে বিরাট পার্টি দিয়েছিলেন, এসেছিলেন করিনা কাপুর, সইফ আলি খানের মতো তারকারা, ছিলেন তুতো বোন জাহ্নবী, খুশি। ছিলেন বেদাঙ্গ রায়নাও। সেই দ্য আর্চিজ-এ প্রথম দুজন একসঙ্গে কাজ করেন। তারপর থেকেই তাঁদের প্রেমের কথা হচ্ছে নানা মহলে। সোনমের পার্টিতে দুজন এসেছেন। খুশির পোশাক আকর্ষণীয়—কালো বডিকুন ড্রেস, বেদাঙ্গও স্টাইল করেই পোশাক পরেছিলেন। তাঁদের একটি ভিডিও সামনে এসেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে দুজনের হাতে হাত, তাঁরা কথা বলছেন। কিন্তু ভিডিওয় আরও কিছু দেখা যায়—কথা বলতে বলতে খুশি চলে যাচ্ছেন, বেদাঙ্গ তাঁর হাত ধরে তাঁকে থামাবার চেষ্টা করে নিজের দিকে টানছেন। খুশি কিন্তু ক্যামেরার দিকে পিঠ করেই আছেন বেদাঙ্গকেও পাশ থেকেই ক্যামেরা ধরেছে। তাঁদের ভাবভঙ্গী দেখে নেটমহলের প্রশ্ন, দুজনের কি ঝগড়া হল? হয় তো নয় এবং নেটমহলের প্রার্থনা, যেন না হয়। দুজনকে বেশ মানায়! খুশিকে চলতি বছর লাভইয়াপ্পা ও নাদানিয়াঁ-তে দেখা গিয়েছে। বেদাঙ্গ সম্ভবত অনন্যা পাণ্ডের সঙ্গে জুটি বাঁধবেন ইমতিয়াজ আলির ছবিতে।

একনজরে সেরা ৫

সিধুও থাকবেন

নেটফ্লিক্সে এবারের দ্য কপিল শর্মা শো-তে চমক নভজ্যোত সিং সিধু। অর্চনা পুরন সিংয়ের সঙ্গে শো-তে বিচারক হবেন তিনিও। নেটফ্লিক্সের একটি প্রোমোতে দেখা যাচ্ছে অর্চনাকে চোখ বন্ধ করে স্টেজে নিয়ে আসছেন কপিল, তিনি অনেক কিছু কল্পনা করছেন, কিন্তু চোখ খুলে দেখলেন সামনে সিধু নাচছেন। নিঃসন্দেহে এতে শো-এর আকর্ষণ আরও বাড়ল।

দৌড়োচ্ছে হাউসফুল ৫

মাত্র তিন দিনে হাউসফুল ৫ বিশ্বজুড়ে ১৪২ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকার ব্যবসা করেছে। দেশে ব্যবসার পরিমাণ ৯১. ৮৩ কোটি টাকা। সানি দেওল অভিনীত জাট-এর ব্যবসা (১১৮ কোটি) ছাড়িয়ে গিয়েছে। কেসরি ২ (১৪৪. ৬২ কোটি), স্কাই-ফোর্স (১৪৯ কোটি)-এর ব্যবসা ছাড়িয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

আপাতত বন্ধ

যশ রাজ ফিল্মসের টাইগার ভার্সেস পাঠান ছবি এখন স্থগিত। ছবির দুই নায়ক---সলমন ও শাহরুখ খান। দুজনেরই চিত্রনাট্য পছন্দ হয়েছিল, পর্দায় দুজনের দ্বৈরথ দেখতে আগ্রহী দর্শকও। কিন্তু সংস্থার প্রধান আদিত্য চোপড়া চাইছেন নতুন করে ছবির চিত্রনাট্য লেখাতে। তিনি এখন হৃতিক রোশনের ওয়ার ২ নিয়ে ব্যস্ত।

এলেন মাধবন

এস রাজামৌলির আগামী ছবি এসএসএমবি ২৯-এ আসছেন আর মাধবন। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না হলেও এই নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে। মহেশ বাবু, প্রিয়াংকা চোপড়া, পৃথ্বীরাজ সুকুমারন ছবির প্রধান অভিনেতা। উইলবার স্মিথের দুটি অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস অবলম্বনে নির্মীয়মান ছবির চিত্রনাট্যকার রাজামৌলির বাবা বিজয়েন্দ্র প্রসাদ। হায়দরাবাদ ও ওড়িশা শিডিয়্যুলের শুটিং শেষ, এখন সাময়িক বিরতি শুটিংয়ে।

সেই পাকিস্তানিই

দিলজিৎ দোসাঞ্জের ছবি সর্দারজি ৩-এ পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির আছেন। তাঁকে ও নীরু বাজওয়াকে নিয়ে তিনি শুটিংয়ের ছবি পোস্টও করেছেন। পহেলগামের ঘটনার পর পাকিস্তানিরা নিষিদ্ধ হয় ভারতীয় ছবিতে। নির্মাতারা হানিয়াকে নিষিদ্ধ করেও আবার তাঁকে নিয়ে শুট করছেন দেখে ক্রুদ্ধ ও বিস্মিত নেটমহল দিলজিতের দায়িত্বজ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন করছে।

জ্যোতি বসুর বায়োপিক

সিনেমা হিট করানোর জন্য নানা চেষ্টা করে চলেছে মুম্বাই বা কলকাতা, তার মধ্যে একটা চেষ্টা হল বায়োপিক বানানো। বায়োপিকের তালিকায় আর একটা নাম বাড়ল। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর বায়োপিক হচ্ছে। পুরোপুরি মার্কসবাদি কমিউনিস্ট পার্টির ফান্ড থেকেই এই ছবি হবে। কলকাতা বা মুম্বাইয়ের বিভিন্ন পরিচালকের সঙ্গে ছবির পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়ার জন্য কথা হয়েছে। এখনও কিছু ঠিক হয়নি। নামভূমিকায় কে অভিনয় করবেন, তাও ঠিক হয়নি, তবে নাসিরুদ্দিন শাহের সঙ্গে প্রাথমিক কথা হয়েছে। সিপিএম-এর নেতা রবিন দেব বলেছেন, ‘প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর রাজনৈতিক জীবনে অনেক কাজ করেছেন। অনেক কাজের কথা মানুষ জানেন না। সে সবই উঠে আসবে বায়োপিকে।’

এদিকে এই ছবির কথা সামনে আসতেই সমালোচনা শুরু হয়েছে। তৃণমুলের মুখপাত্র এবং রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেছেন, ‘ওরা নিজেদের নেতাদের জেতাতে পারছে না, তাই জ্যোতি বসুকে সামনে এনে জেতার চেষ্টা করছে। এই বায়োপিক হচ্ছে ভালো কথা, কিন্তু এতে কীভাবে ওঁকে দলের একটা লবি প্রধানমন্ত্রী হতে দেয়নি, তাঁর মন্ত্রীসভাকে চোরের মন্ত্রীসভা বলে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মন্ত্রীসভা থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন, এগুলোও দেখাতে হবে নাহলে ছবি অসম্পূর্ণ হবে।’

বলিউডে বাঙালি পরিচালকের প্রয়াণ, শোকস্তব্ধ ঋতুপর্ণা

চলে গেলেন মুম্বইয়ের সিনে দুনিয়ার জনপ্রিয় পরিচালক পার্থ ঘোষ। আচমকা হৃদরোগে স্তব্ধ হয়ে গেলেন তিনি। নব্বইয়ের দশকের এই কৃতী পরিচালকের প্রয়াণে মুম্বইয়ে নেমেছে শোকের ছায়া।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। দীর্ঘদিন ধরে তিনি মুম্বইয়ের মাধ আইল্যান্ডে বসবাস করছিলেন। সঙ্গে থাকতেন স্ত্রী গৌরী ঘোষ। অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত খবর পাওয়া মাত্রই গৌরী দেবীর সঙ্গে কথা বলেন। জানান, পরিচালকের স্ত্রী মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন।

১৯৮৫ সালে সহকারী পরিচালক হিসেবে বলিউডের সফর শুরু করেন পার্থ ঘোষ। ধীরে ধীরে থ্রিলার ও ড্রামা জ্যঁরে নিজের আলাদা পরিচিতি গড়ে তোলেন তিনি। ১৯৯১ সালে ‘১০০ ডেজ’ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বড়সড় সফলতা পান, যেখানে অভিনয় করেছিলেন জ্যাকি শ্রফ ও মাধুরী দীক্ষিত।

১৯৯২ সালে তিনি নির্মাণ করেন ‘গীত’, যেখানে অভিনয় করেছিলেন দিব্যা ভারতী ও অবিনাশ ওয়াধাওয়ান। তবে ১৯৯৩ সালের ‘দলাল’ তাঁকে জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছে দেয়। মিঠুন চক্রবর্তী ও আয়েশা জুলকা অভিনীত এই ছবিটি কৌশল ভারতীর একটি ছোটগল্প অবলম্বনে নির্মিত হয়েছিল এবং সে বছরের অন্যতম বড় হিটরূপে দর্শকদের কাছে প্রমাণিত হয়েছিল।

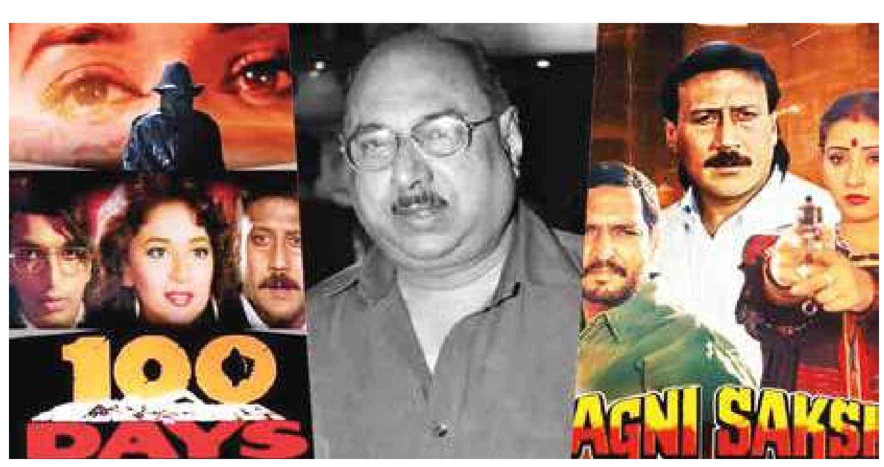

সেই ছবির কাজ করার সময়ই তিনি আবিষ্কার করেছিলেন অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে। সেই থেকে পরিচয়। নায়িকাকে নিয়ে পরপর বেশ কয়েকটি হিট ছবিও তৈরি করেছিলেন তিনি। পরিচালকের সঙ্গে যোগাযোগও রেখে গিয়েছিলেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। এদিন সকালে পরিচালকের প্রয়াণের খবরে শোকস্তব্ধ অভিনেত্রী। ঋতুপর্ণা বললেন, পার্থদা একজন দারুণ মানুষ ছিলেন। খুব শান্ত-ঠান্ডা মানুষ ছিলেন। অন্যের সমস্যায় সবসময় পাশে থাকতেন। যে কোনও ক্ষেত্রেই তিনি সমস্যা দেখলে এড়িয়ে যেতেন না। বলতেন, ‘বসে কথা বলে দেখা যাক’। এই মায়া, এই ভালোবাসাটা ওঁর মধ্যে বরাবর ছিল।

২০১৮ সালে মুক্তি পাওয়া ‘মওসাম ইকরার কে, দো পাল পেয়ার কে’ ছিল তাঁর শেষ পরিচালিত ছবি। এই রোমান্টিক কাহিনিতে অভিনয় করেছিলেন মুকেশ জে. ভারতী, মাদালসা শর্মা ও অবিনাশ ওয়াধাওয়ান।

কলোনি ময়দানেই রথের মেলা

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ৯ জুন : মালবাজার শহরের বাসিন্দাদের সংশয় ছিল রথের মেলা নিয়ে। আইনি জটিলতায় আটকে ছিল মেলার ভবিষ্যৎ। অবশেষে তৃতীয় বৈঠকে সেই জট কাটল। রথের মেলার অনুমতি দিলেন কলোনি ময়দানের মালিকরা। পাশাপাশি ওই মাঠটি সরকারিভাবে অধিগ্রহণ করার চিন্তাভাবনা শুরু করেছে মাল পুরসভা। এই ব্যাপারে পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি বলেন, 'বিগত বছরের মতো এবছরও রথের মেলা হচ্ছে, ধন্যবাদ জানাই মাঠের সমস্ত মালিকদের, শীঘ্রই একটি কমিটি গঠন করা হবে।'

চলতি মাসের ২৭ তারিখ রথযাত্রার সূচনা। পশ্চিম ডুয়ার্সের সবচাইতে বড় রথযাত্রা ও মেলা হয় মালবাজারের রথখোলা মাঠে। সম্প্রতি মালিকপক্ষের তরফে আদালতে মামলা করায় জটিলতা বেড়ে যায় মেলা নিয়ে। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, মালিকপক্ষের অনুমতি ছাড়া কোনও সরকারি অথবা প্রশাসনিক অনুষ্ঠান করা যাবে না। তারপর থেকে রথের মেলা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। প্রতিবছরই মেলায় দোকান করেন ভীম বারুই বলেন, 'প্রতিবছর মেলায় জিলিপির দোকান দিই, তবে এবার নানান আশঙ্কা ও জল্পনার পর মেলার অনুমতি মেলায় আমরা খুশি।'

সোমবার বিকালে মালবাজার বাসস্ট্যান্ড লাগোয়া সরকারি ট্যুরিস্ট লজে রথের মেলার ভবিষ্যৎ নিয়ে বৈঠকে বসেন মাল পুরসভার দুই কাউন্সিলার পুলিন গোলদার ও মণিকা সাহা। ওই মাঠের মালিকপক্ষের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নিলম লাকড়া, রাজেন মাহালি, সন্তোষী নায়েক ও সুগ্রীব মাহালি। এছাড়াও আদিবাসী বিকাশ পরিষদের বাবলু মাঝি এবং অমরদান বাক্সলাও উপস্থিত ছিলেন। বেশ কিছুক্ষণ রুদ্ধদ্বার বৈঠকের পর তাঁরা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মেলার অনুমতির বিষয়টি ঘোষণা করেন। সন্তোষী বলেন, 'আমরাও পুরসভাকে মেলা করার অনুমতি দিয়েছি।' বৈঠকে তাঁরা পৃথক একটি মেলা কমিটি তৈরির আর্জি জানিয়েছেন।

রথখোলা ময়দানের ঐতিহ্যশালী ওই মেলায় দূরদূরান্ত থেকে ব্যবসায়ীরা আসেন। মেলার অন্যতম আকর্ষণ নাগরদোলা। মেলা হলে স্থানীয় বেকার তরুণ-তরুণীদের কিছুটা হলেও রোজগারের পথ তৈরি হয়। মেলার জন্য যথেষ্ট রাজস্ব আদায় হয় পুরসভার।

এ বিষয়ে পুরসভার কাউন্সিলার পুলিশ গোলদার বলেন, 'মাঠের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়েও বিভিন্ন সময় দাবি উঠেছে, সেজন্য এই মাঠটি কোনওভাবে পুরসভার অধীনে নেওয়া যায় কি না সেই বিষয়েও আলোচনা চলছে প্রশাসনিক মহলে। সেই ক্ষেত্রে মাঠের মালিকদের নিয়ম মেনে মাঠের উপযুক্ত দাম দেওয়ার বিষয়ে মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইকের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে।' আদিবাসী বিকাশ পরিষদের আইনি উপদেষ্টা আইনজীবী সুমন শিকদার বলেন, 'মেলার জন্য নতুন একটি কমিটি তৈরির দাবি করা হয়েছে, সেই কমিটি মেলা পরিচালনা করবে, পুরসভা ব্যক্তিগতভাবে মেলা পরিচালনা করতে পারবে না।'

জট কাটল

- তৃতীয় বৈঠকে রথের মেলা নিয়ে জট কাটল
- ওই মাঠটি সরকারিভাবে অধিগ্রহণ করার চিন্তাভাবনা শুরু করেছে মাল পুরসভা
- পশ্চিম ডুয়ার্সের সবচাইতে বড় রথযাত্রা ও মেলা হয় মালবাজারের রথখোলা মাঠে
- সম্প্রতি মালিকপক্ষের তরফে আদালতে মামলা করায় জটিলতা বেড়ে যায় মেলা নিয়ে

এই ময়দানে বসবে রথের মেলা।

সাইকেলে কেরামতি।।

স্কুল ছুটির পর। জলপাইগুড়ির জুবিলি পার্কে। ছবি : মানসী দেব সরকার

পাইপলাইন মেরামতির কাজ শুরু

ময়নাগুড়ি, ৯ জুন : ময়নাগুড়ি শহরের পুরোনো বাজারের ভেতরে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের পানীয় জলের পাইপ ভেঙে গিয়েছিল। এনিয়ে ৭ জুন উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশ হয়। এরপর সোমবার জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের তরফে পাইপলাইন মেরামতির কাজ শুরু করা হল।

বাজারের মধ্যে একটি নীচু কালভার্টের ভেতরে জল সরবরাহের মূল পাইপটি ভেঙে গিয়েছিল। এতে বেশ কয়েকদিন ধরে পানীয় জল নর্দমা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। ফলে পার্শ্ববর্তী একটি রিজার্ভার সহ বেশকিছু স্ট্যান্ডপোস্টে পরিষেবা ব্যাহত হয়।

দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, মেরামতির কাজ শুরু করা হয়েছে। তাড়াতাড়ি পরিষেবা স্বাভাবিক হয়ে যাবে। কাজ শুরু হওয়ায় খুশি সকলে।

পানীয় বিলি

ময়নাগুড়ি, ৯ জুন : সোমবার দুপুরে ময়নাগুড়ি শহরের রাস্তায় কর্তব্যরত পুলিশকর্মী, পথচারী ও গাড়িচালকদের ঠান্ডা পানীয় বিতরণ করে পুলিশ। পুলিশের ময়নাগুড়ি ট্রাফিক শাখার ওসি অতুলচন্দ্র দাস বলেন, 'অসহ্য গরম পড়েছে, ভরদুপুরে যাঁদের রাস্তায় কাজে বেরোতে হচ্ছে, তাঁদের সামান্য স্বস্তি দিতেই এই আয়োজন।'

পথচারীরা এই উদ্যোগে খুশি। ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কমল দাস বলেন, 'রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঠান্ডা পানীয়তে গলা ভেজাতে ভালোই লাগছে।' টোটোচালক বিপুল রায়ের কথায়, 'পুলিশের দেওয়া ঠান্ডা পানীয় খেয়ে শরীর জুড়িয়ে গেল।'

৫ জনের জামিন

মালবাজার, ৯ জুন : গত ২৩ মে মধ্যরাত্রে মাল শহরে ডাম্পার ও সাধারণ মানুষের ঝামেলার মাঝে সাংবাদিককে নিগ্রহের ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে ওদলাবাড়ির ৬ জনকে আটক করা হয়। ২৪ তারিখ সবাই জামিন পেয়ে যায়। পরবর্তীতে, ২৪ তারিখ মধ্যরাত্রেই মাল শহরের ৫ জন তরুণকে আটক করা হয়। কিন্তু আইনি ধারায় আটকে তাঁদের জামিন মঞ্জুর হয়নি। অবশেষে ১৪ দিনের মাথায়, সোমবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালত ওই ৫ জনের জামিন মঞ্জুর করল।

সিনির অনুষ্ঠান

মালবাজার, ৯ জুন : রাজ্য শিশু সুরক্ষা দিবস উপলক্ষ্যে সোমবার একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সিনি। মালবাজার পঞ্চায়েত সমিতির হলঘরে ওই অনুষ্ঠানটি হয়। উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রমীলা মাতব্বর, জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক সুদীপ ভদ্র, পঞ্চায়েত উন্নয়ন আধিকারিক মিলন প্রধান, সিনি সংস্থার ডিস্ট্রিক্ট কোঅর্ডিনেটর বর্ণালি দাশগুপ্ত কর প্রমুখ। অনুষ্ঠানে শিশু সুরক্ষার সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা হয়।

সম্মেলন

ময়নাগুড়ি, ৯ জুন : লাহিড়ি ভবনে সোমবার পশ্চিমবঙ্গ এমআর ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের ময়নাগুড়ি শাখার ১৮তম সম্মেলন হল। পাঁচ বছর অন্তর এই সম্মেলনটি হয়। আট সদস্যের কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ মনোনীত হয়েছেন যথাক্রমে গোপাল পাল, অরিজিৎকুমার রায় ও বিজয় সাহা।

নিজেদের উদ্যোগে মেরামতি

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ৯ জুন : জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের উপর আর ভরসা করতে পারছেন না ব্যবসায়ীরা। সোমবার থেকে ব্যবসায়ীরাই দোকানঘর মেরামতির কাজ শুরু করলেন। ময়নাগুড়ি শহরের নতুন বাজার বাস টার্মিনাসের মার্কেট কমপ্লেক্সের ঘটনা। চলতি বছরের শুরু থেকেই এখানকার ১১টি দোকানঘরের ছাদ চুইয়ে জল পড়ছে। একাধিক দোকানে ছাদের চাঙড় ভেঙে পড়েছে। এক মাস আগে দিনেরবেলায় একটি ওষুধের দোকানে হঠাৎ করে ছাদের চাঙড় ভেঙে পড়ে। দোকান মালিক অল্পের জন্য রক্ষা পান। বিভিন্ন দোকানের সামগ্রী জলে ভিজে নষ্ট হচ্ছে। গত ২৩ জুন সমস্যার কথা লিখিতভাবে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়। জেলা পরিষদ পদক্ষেপ না করায় সমস্যা মেটাতে ব্যবসায়ীরা উদ্যোগী হয়েছেন। যদিও জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছে।

ব্যবসায়ী নূপুর দত্ত বলেন, '৩৫ হাজার টাকা খরচ করে ছাদের উপর বাড়তি একটা ঢালাই দিলাম। যেভাবে জলে ভিজে সব নষ্ট হচ্ছে, এছাড়া কোনও উপায়ও নেই।' ধ্রুবজ্যোতি সরকারের জুতোর দোকান রয়েছে। তিনি বলেন, 'সবাই মিলে এভাবেই নিজেদের টাকায় মেরামতির কাজ করিয়ে নিচ্ছি। জলে বহু জুতো নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ফেলে দিতে হয়েছে।' বস্ত্র ব্যবসায়ী সঞ্জিত পাল বললেন, 'ছাদ চুইয়ে বৃষ্টির জল পড়ে বহু পোশাক নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অগত্যা নিজেরাই নিজেদের টাকায় মেরামতির কাজ করিয়ে নিতে হচ্ছে।' ব্যবসায়ীরা জানান, পুরো ছাদটিতে আগে সিমেন্টের ঘোলা দেওয়া হয়েছে। তার উপর ঢালাইয়ে একটা প্রলেপ দেওয়ার কাজ শুরু করা হয়েছে। কোনও কোনও জায়গায় ফেন্সিংয়ের অংশ ভেঙে ঝুলছে। তার নীচেই দোকানদারি চলছে। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে তাঁদের ব্যবসা করতে হচ্ছে বলে ব্যবসায়ীদের অভিযোগ।

তৎকালীন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ২০০৫ সালে ১২ মার্চ বাস টার্মিনাস ও মার্কেট কমপ্লেক্সের উদ্বোধন করেন। এখানে ২৭০টির মতো দোকানঘর রয়েছে। পাকা রাস্তার সামনের দিকে ১১টি স্টল মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নতুন বাজার ওয়েলফেয়ার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সিদ্ধার্থ সরকার বলেন, 'যে কোনও সময় বিল্ডিংটি ভেঙে পড়তে পারে। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। ব্যবসায়ীরা আপাতত নিজেরাই মেরামতির কাজ করাতে উদ্যোগী হয়েছেন।' পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে।' গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন আশ্বাস দিয়েছেন। দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হোক বলে দাবি জোরালো হয়েছে।

বিল্ডিং মেরামতির কাজ করাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা।

ভরসা নেই

- ময়নাগুড়ি শহরের নতুন বাজার বাস টার্মিনাসের মার্কেট কমপ্লেক্সের বেহাল অবস্থা
- ছাদের চাঙড় ভেঙে পড়েছে একাধিক দোকানে, প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসা ব্যবসায়ীদের
- সমস্যার বিষয়ে জানানো সত্ত্বেও জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ

বর্ষার ভ্রূকুটিতেও শরতের প্রস্তুতি

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ৯ জুন : আকাশে এখন বর্ষার ভ্রূকুটি হলেও শরতের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে ময়নাগুড়িতে। ক্যালেন্ডারে পুজো এবছর এগিয়ে আসায় এবং শ্রমিক সমস্যার কারণে আগে থেকেই জোরকদমে দুর্গাপুজোর জন্য থিম ও সাবেক প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে ময়নাগুড়ির একাধিক কুমোরটুলিতে। পুরোপুরি বর্ষা নামার আগেই মাটির কাজ শেষ করে ফেলতে চাইছেন শিল্পীদের বড় অংশ।

বর্তমানে ময়নাগুড়ির কুমোরটুলির প্রতিমা তৈরির কারখানাগুলিতে শ্রমিকদের সিংহভাগই আসেন দক্ষিণবঙ্গ থেকে। সেই শ্রমিকরা উত্তরবঙ্গে এসে জুন মাসের মধ্যে বেশিরভাগ প্রতিমার মাটির কাজ শেষ করে দিয়ে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ও কলকাতার কুমোরটুলিতে কাজ করেন। বাড়তি আয়ের আশায় তাই দক্ষিণবঙ্গের শ্রমিকরা পুজোর অনেকদিন বাকি থাকতেই উত্তরবঙ্গে এসে কাজ শুরু করে দেন। এছাড়াও থাকে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা। টানা বৃষ্টি থাকলে প্রতিমা শুকাতে সমস্যা হয়। শেষমুহূর্তে প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু হলে প্রতিমার গায়ের মাটি শুকাতে ঝুঁকি বেড়ে যায়। তখন প্রতিমার গায়ে ঠিকমতো রং ব্যবহার করা যায় না। ফলে সঠিক সময় মণ্ডপে প্রতিমা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়। সেকারণে আগে থেকেই প্রতিমা তৈরির সত্তর শতাংশ কাজ শেষ করে দিতে চাইছেন মৃৎশিল্পীরা।

ময়নাগুড়ির কুমোরটুলিতে ময়নাগুড়ি ব্লক ছাড়াও পার্শ্ববর্তী ক্রান্তি, লাটাগুড়ি, মৌলানি, চ্যাংরাবান্ধা, মেখলিগঞ্জ, জামালদহ এলাকা থেকে বাড়ির পুজো ও বারোয়ারি পুজোর জন্য প্রতিমা নেওয়া হয়। সেইসঙ্গে বিগ বাজেটের পুজো ও থিম পুজোর প্রতিমা তৈরির ক্ষেত্রে সময় অনেকটাই বেশি দরকার হয়।

পঞ্জিকা অনুযায়ী চলতি বছর সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে দুর্গাপুজো। গত বছর পুজো ছিল অক্টোবর মাসে। পুজো এগিয়ে আসায় মৃৎশিল্পীদের হাতে সময় কিছুটা কম। ময়নাগুড়ি ফুটবল ময়দান লাগোয়া প্রতিমা তৈরির কারখানা রয়েছে মৃৎশিল্পী বিকাশ রায়ের। ওই কারখানায় গেলে দেখা যাবে বেশ কয়েকটি দুর্গা প্রতিমার মাটির কাজ শেষ পর্যায়ে। বিকাশের কথায়, 'বর্ষার খামখেয়ালিপনার জন্য প্রতিমা শুকাতে সময় লাগে। বাইরে থেকে আসা শ্রমিকরা পুজোর মুখে অন্যত্র কাজে চলে যান। তাই আগে থেকেই কাজ এগিয়ে রাখা হচ্ছে।'

ময়নাগুড়ি কুমোরটুলিতে জোরকদমে দুর্গা প্রতিমা তৈরির কাজ চলছে।

কর্মীসভা

ময়নাগুড়ি, ৯ জুন : ময়নাগুড়ি টাউন ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কর্মীসভা হল সোমবার। ময়নাগুড়ি ইন্দিরা ভবনে ওই কর্মীসভাটি হয়। উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল সভাপতি সন্দীপ ছেত্রী সহ আরও অনেকে। এদিনের সভায় সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

জরুরি তথ্য

(বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক

এ পজিটিভ	-	২
বি পজিটিভ	-	৩
ও পজিটিভ	-	৩
এবি পজিটিভ	-	০
এ নেগেটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	০
ও নেগেটিভ	-	০

পাড়ায় পাড়ায়

ময়নাগুড়ি

উপচে পড়ছে আবর্জনা

ময়নাগুড়ি, ৯ জুন : বেশ কয়েকদিন ধরে আবর্জনা পরিষ্কার করার কোনও উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না পুরসভার তরফে। ফলে ময়নাগুড়ি শহরের ৯ নম্বর পুরোনো বাজার এলাকায় থানা মোড়ের ডাস্টবিন উপচে পড়ছে আবর্জনা। দুর্গন্ধে ওই এলাকা দিয়ে যাতায়াত দুষ্কর হয়ে উঠেছে। স্থানীয় ব্যবসায়ী নৃপেন সরকার বলেন, 'কবে পুরসভা আবর্জনা পরিষ্কার করবে, আমরা কিছুই জানি না। তীব্র গরমে আবর্জনা থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। অবিলম্বে ব্যবস্থা না নিলে সমস্যা আরও বাড়বে।'

ময়নাগুড়ি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সহকারী সভাপতি শ্যামল ব্রহ্ম জানাচ্ছেন, পার্শ্ববর্তী ব্যবসায়ী এবং রিকশাচালকরা এব্যাপারে তাঁকে অভিযোগ জানিয়েছেন। দুর্গন্ধে কেউ টিকতে পারছেন না। তাঁর দাবি, ডাস্টবিনটাই ওই জায়গা থেকে সরিয়ে নেওয়া হোক। যদিও সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলার গোবিন্দ পালের বক্তব্য, কয়েকদিন আগেই ডাস্টবিনটি পরিষ্কার করা হয়েছে। তবে ওই ডাস্টবিন সকলের আবর্জনা ফেলার জন্য নয়।

জলপাইগুড়ি

বেহাল রাস্তা

জলপাইগুড়ি, ৯ জুন : পথসাথী প্রকল্পে একের পর এক অলিগলির রাস্তা মেরামত হয়েছে ঠিকই। অথচ জলপাইগুড়ি শহরতলির মোহিতনগর ফার্ম গেটের বেহাল রাস্তাটি গত ৫ বছরেও সংস্কার হল না।

মোহিতনগর ফার্ম গেটের এই রাস্তা ধরেই যেতে হয় সরকারি মুরগি খামার, বীজ ফার্ম, উদ্যানপালন দপ্তর, কেন্দ্রীয় ফসল রোপণ গবেষণাকেন্দ্র, জোনাল অ্যাডাপটিভ রিসার্চ সেন্টার, শুয়োর খামার সহ চার্চ ও হোমে। কখনও মন্ত্রী, কখনও সাংসদ, কখনও লোকসভার স্ট্যান্ডিং কমিটি, কখনও বা জনপ্রতিনিধিরা আসেন এখানে। এমন একটি এলাকার রাস্তার করুণ দশায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে।

জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন জানান, গ্রাম পঞ্চায়েত ও সদর পঞ্চায়েত সমিতির সঙ্গে আলোচনা করে রাস্তাটি সংস্কারের বিষয়ে তিনি উদ্যোগী হবেন।

তথ্য : বাণীব্রত চক্রবর্তী ও পূর্ণেন্দু সরকার

অবৈধ পার্কিংয়ে জেরবার মাল

মালবাজার, ৯ জুন : জাতীয় সড়কে অবৈধ পার্কিংয়ের অভিযোগ। দিন হোক বা রাত, মাল শহরের ক্যালটেক্স মোড় থেকে ফায়ার ব্রিগেড অফিস পর্যন্ত রাস্তার ধারে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকে ট্রাক ও বাস। ফলে মাঝেমধ্যে দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা একাধিকবার প্রতিবাদ জানালেও প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ করেনি বলে অভিযোগ। মাল পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি অবশ্য বলেন, 'আগে বিভিন্ন রকম সচেতনতামূলক প্রচার করেছি আমরা। লাভ হয়নি। এবার গাড়ির মালিকদের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যার সুরাহা করার চেষ্টা করছি।'

গত বছর ডিসেম্বর থেকে চলতি বছরের এপ্রিল পর্যন্ত জাতীয় সড়কে একাধিক দুর্ঘটনা ঘটেছে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা বাস ও ট্রাকের কারণে। তখন অনেক অভিযোগ জমা পড়ে মাল থানায়। মাল থানার ট্রাফিক ওসি দেবজিৎ বসু সোমবার বলেন, 'অতীতে আমরা জরিমানা করেছিলাম। আবার কী করা যায় দেখছি।

দুর্ঘটনা ছাড়াও অবৈধ পার্কিংয়ে আরও অনেক অসুবিধা হয়। যেমন কোনও গাড়ি খারাপ হয়ে গেলে রাস্তার ধারে দাঁড়ানোর জায়গা পায় না। আবার কেউ সাময়িক বিরতি নেওয়ার জন্যও গাড়ি রাখতে পারেন না। স্থানীয় সমাজকর্মী স্বরূপ মিত্র বলেন, 'নিজের স্বার্থে যাঁরা জাতীয় সড়কের ধারে গাড়ি রাখছেন, তাঁদের চিহ্নিত করে জরিমানা করা হোক। নয়তো পুরসভা গাড়ি পার্কিংয়ের আলাদা জায়গা দিক। তাহলে গাড়ি রাখতে অসুবিধা হবে না, পুরসভারও আয় হবে।'

মাল শহরের জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ছে। ভিনরাজ্য ও ভিনজেলা থেকে গাড়ি আসছে। শুধুমাত্র যানবাহন নয়, পথচলতি মানুষ ঠিকমতো হাঁটতে পর্যন্ত পারছেন না অবৈধ পার্কিংয়ের ফলে। স্থানীয় বাসিন্দা দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'সকাল-সন্ধে হাঁটতে বেরোই। বড় বড় গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে। ভয় লাগে দুর্ঘটনার কবলে না পড়ি।'

জাতীয় সড়কের ধারে বেআইনি পার্কিং।

তরুণের মৃত্যু, উত্তেজনা

মালবাজার, ৯ জুন : সোমবার মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ডামডিম সেনপাড়ার ২৫ বছরের এক তরুণের মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় হাসপাতাল চত্বরে। ভুল চিকিৎসা হয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের। মাল থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

শনিবার পশ্চিম ডামডিমের সেনপাড়ার রাজু রায়কে পেট ব্যথা ও ঘনঘন বমি হওয়ার কারণে মাল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সোমবার রাত ৯টার সময় তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁকে রেফারের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য পরিবারের সেরকম কেউ উপস্থিত না থাকায় রেফার করা যায়নি। এর কিছুক্ষণ পর ডাক্তাররা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে হাসপাতালে আসেন পরিজনরা। তাঁদের অভিযোগ, চিকিৎসায় ভুলের কারণেই এই মৃত্যু হয়েছে। উত্তেজনা বাড়লে আইসি সৌম্যজিৎ মল্লিকের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী এসে ঘটনার সামাল দেয়।

পরবর্তীতে রাজুর পরিবার মাল থানায় ভুল চিকিৎসায় রাজুর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ দায়ের করে। মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের সুপার সুধীর কুমার বলেন, 'যখন শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছিল সিসিইউ-তে অ্যাডমিট করানো হয়। সেই সময় রেফারের কথা বলা হয়, কিন্তু সেই সময় রোগীর বাড়ির একজন মাত্র বয়স্ক মানুষ থাকায় তাঁদের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি।'

পোশাকের সঙ্গে মিলিয়ে ফোনের ব্যাককভার

অনসুয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৯ জুন : বর্তমান সময়ে ইউনিক কালেকশনের পোশাক কিংবা জুয়েলারি সবকিছুর প্রতি একটা আলাদা টান থাকে ইয়াং জেনারেশনের। শুধু তাই নয় জামা বা শাড়ির সঙ্গে ম্যাচিং করে পোশাক পরার ব্যাপারও রয়েছে। তাই বর্তমানে জুয়েলারি, জুতোর সঙ্গে মানানসই মোবাইলের ব্যাককভারের প্রতি ভালোবাসা জন্মেছে আধুনিক প্রজন্মের।

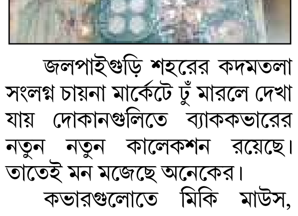

জলপাইগুড়ি শহরের কদমতলা সংলগ্ন চায়না মার্কেটে ঢুঁ মারলে দেখা যায় দোকানগুলিতে ব্যাককভারের নতুন নতুন কালেকশন রয়েছে। তাতেই মন মজেছে অনেকের।

কভারগুলোতে মিকি মাউস, টম অ্যান্ড জেরি, কফি, ডোনাট, পিৎজা, বার্গার সহ বিভিন্ন ডিজাইন রয়েছে। শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। সাদা-কালো রং থেকে বেরিয়ে বিভিন্ন ধরনের রঙের ব্যাককভারের চাহিদাও রয়েছে ব্যাপক। পছন্দের মোবাইলের ব্যাককভারের জন্য যে শুধুমাত্র শহরের দোকানের ওপর ভরসা রেখেছেন সাধারণ মানুষ তা কিন্তু একদমই নয়। অনলাইনেও একবার করে ঢুঁ মেরে নিচ্ছেন সকলে।

এবিষয়ে ব্যবসায়ী সুরজিৎ বসাক বলেন, 'ছেলেদের থেকে মেয়েদের মোবাইলের ব্যাককভারের প্রতি আকর্ষণ বেশি। শুধু তাই নয় অনেকে অনলাইনে কভার দেখে ছবির স্ক্রিনশট নিয়ে ওই ধরনের ডিজাইনের কভার নিতে আসেন। তবে দাম খুব একটা বেশি নয়। ১৪০ থেকে ১৯০ টাকার মধ্যে ঘোরাফেরা করছে।'

শ্যামলাল শা নামে অপর এক ব্যবসায়ীর দোকানে ব্যাককভারের দাম ২০০ টাকা। তিনি বলেন, 'যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদেরও আপডেট হতে হচ্ছে। তা না হলে ব্যবসা ধরে রাখা যাবে না।'

মাসের শুরুতে বেতন হাতে আসতেই দুটি ব্যাককভার কেনেন বেসরকারি স্কুলের শিক্ষিকা কোয়েলি রায়। তিনি বলেন, 'কারও কানের দুল, কারও পারফিউমের প্রতি ফ্যান্টাসি থাকে। আমার মোবাইলের ব্যাককভারের ওপর রয়েছে।

অনলাইন হোক অফলাইন। চলতে ফিরতে নতুন কোনও কালেকশন পেলেই কিনে নিই। এই মুহূর্তে ২০টির বেশি ব্যাককভার রয়েছে আমার কাছে। যখন যেটা মনে হয় মোবাইলে পরিয়ে দিই।'

শিলিগুড়িতে তৃণমূল কার্যালয়ে শংকরের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান।-ফাইল চিত্র

শংকরকে কোণঠাসা করতে ঘোঁট

দলে এসেই পদ পাওয়ায় গাত্রদাহ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৯ জুন : তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েই রাজ্য স্তরের পদ পেলেন শংকর মালাকার। সোমবার তৃণমূলের রাজ্য কমিটিতে শংকরকে সহ সভাপতির পদ দেওয়া হয়েছে। ফলে শংকর দলের দার্জিলিং জেলা সভাপতির (সমতল) পদ পেতে পারেন বলে যে জল্পনা চলছিল সেটার অবসান হল। অন্যদিকে, শংকর দলে এসেই গুরুত্ব পেয়ে যাওয়ায় শিলিগুড়িতে তৃণমূলের প্রথম সারির এক নেতার গাত্রদাহ শুরু হয়েছে। তিনি নিজে এবং এক শিক্ষক নেতাকে দিয়ে বিভিন্নভাবে শংকরকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য দলের নেতা-নেত্রী, পুরনিগমের কাউন্সিলার সহ জনপ্রতিনিধিদের বার্তা দিচ্ছেন। দলবদলের পর থেকে তিনি নিজেও এখনও শংকরের মুখোমুখি হননি। এনিয়ে দলের অন্দরেও গুঞ্জন শুরু হয়েছে।

গত শনিবার শিলিগুড়িতে তৃণমূল কার্যালয়ে শংকরের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অনেক নেতা-নেত্রীর গরহাজিরার পিছনে শহরের এক নেতার লবির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। শংকরকে কোণঠাসা করতে কলকাঠি নাড়তে শুরু করেছেন ওই নেতা। তৃণমূলের দার্জিলিং জেলার বিদায়ি সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষের বক্তব্য, 'সংবর্ধনা সভায় সবাইকে ডাকা হয়েছিল। অনেকেই এসেছিলেন, কেউ কেউ অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় আসতে পারেননি। এনিয়ে দলের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই।'

গত বুধবার কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন বর্ষীয়ান নেতা শংকর মালাকার। রাজনীতির ময়দানে যথেষ্ট দাপটের সঙ্গে এতদিন কাজ করেছেন তিনি। শুধু শিলিগুড়ি নয়, উত্তরবঙ্গের অন্য জেলাগুলিতেও রাজনৈতিক মহলের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে তাঁর যথেষ্ট পরিচিতি রয়েছে। এহেন শংকর এবার তৃণমূলে চলে আসায় শিলিগুড়িতে দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূলে থাকা এক নেতা ক্ষমতা হারানোর আশঙ্কায় ভুগছেন।

তৃণমূলের অন্দরে এনিয়ে যথেষ্ট গুঞ্জন শুরু হয়েছে। বলা হচ্ছে, এতদিনই তিনিই শুধু শিলিগুড়ি নয়, উত্তরবঙ্গের শেষকথা ছিলেন। কিন্তু এবার শংকরকেও দল গুরুত্ব দিচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই সোমবার শংকরকে রাজ্য সহ সভাপতির পদে বসানোর সিদ্ধান্ত সেটারই প্রমাণ। ফলে আগামীতে শংকর উত্তরবঙ্গে মমতার বিকল্প তাস হয়ে উঠতে চলেছেন। শংকর বলেছেন, 'দলনেত্রী আমাকে যখন যে দায়িত্ব দেবেন তা পালন করার চেষ্টা করব।'

এটা বুঝেই তৃণমূলের ওই বড় নেতা শংকরকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য বার্তা দিচ্ছেন। শহর থেকে গ্রামে দলের বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি থেকে নেতা-নেত্রী সকলকেই 'শংকরকে নিয়ে এত মাতামাতি করার কিছু নেই' বলে বার্তা দেওয়া হচ্ছে। শনিবার দলের তরফে পার্টি অফিসে শংকরকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। সেই সংবর্ধনা সভাতেও যাতে কেউ না যান সেইজন্য পুরনিগমে দলের কাউন্সিলার থেকে শুরু করে মহকুমার গ্রামাঞ্চলে জনপ্রতিনিধি, নেতা-নেত্রীদের ফোন করে বলা হয়েছে। ওই নেতার হয়ে এক শিক্ষক নেতা সামনে থেকে এই কাজগুলি করছেন বলে অভিযোগ। এই কারণেই শনিবারের সংবর্ধনা সভায় তৃণমূলের সিংহভাগ কাউন্সিলারই পার্টি অফিসে যাননি।

সোমবার বিকেলে তৃণমূলের তরফে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানানো হয়েছে শংকরকে দলের রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি করা হয়েছে। একই সঙ্গে ওই পদ দেওয়া হয়েছে ফুরফুরা শরিফের পীরজাদা পরিবারের সদস্য কাসেম সিদ্দিকিকে। উত্তর ২৪ পরগনায় তৃণমূলের চেয়ারম্যান ও সভাপতি পদে বসানো হয়েছে সব্যসাচী দত্ত ও কাকলি ঘোষদস্তিদারকে।

বিরল রোগাক্রান্ত প্রসূতির নিরাময়

জলপাইগুড়ি মেডিকেলের কৃতিত্ব

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ৯ জুন : জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে অটোইমিউন হিমোলিটিক অ্যানিমিয়ার মতো বিরল রোগে আক্রান্ত প্রসূতি দীর্ঘ এক মাসের চেষ্টায় সুস্থ হলেন। বর্তমানে বিপন্মুক্ত জ্যোতিবালা রায় নামে ওই প্রসূতি। তাঁর বাড়ি ধূপগুড়ি ব্লকের খুট্টিমারি এলাকায়।

সূত্রের খবর, এই রোগের চিকিৎসায় নার্সিংহোমে খরচ পড়ত প্রায় ৫ লক্ষ টাকা। সেই জায়গায় জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা পেয়ে খুশি প্রসূতির পরিবার। অন্যদিকে, একাধিক প্রতিকূলতা থাকলেও এই বিরল রোগের চিকিৎসায় সাফল্য আসায় খুশি জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি ডাঃ কল্যাণ খান বলেন, 'অটোইমিউন হিমোলিটিক অ্যানিমিয়া একটি জটিল এবং বিরলতম রোগ। এই রোগীকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণের জন্য একজন হেমাটোলজিস্ট প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমাদের মেডিকেল কলেজে হেমাটোলজিস্ট নেই। হেমাটোলজিস্ট চেয়ে আমরা স্বাস্থ্য ভবনে অনেক আগেই আবেদন করেছিলাম। তবে চিকিৎসক নবজীবন মণ্ডল এবং স্ত্রীরোগ বিভাগের চিকিৎসকরা যেভাবে এই জটিল রোগে আক্রান্ত প্রসূতিকে সুস্থ করে তুলেছেন তা সত্যি প্রশংসনীয়।'

মাস কয়েক আগের কথা। জ্যোতিবালার গর্ভে দ্বিতীয় সন্তান আসায় খুশি হয়েছিল তাঁর পরিবার। কিন্তু তখনও স্বামী সাগর রায় সহ কেউ বুঝতে পারেনি জ্যোতিবালার শরীরে এক জটিল রোগ বাসা বেঁধেছে। গর্ভে সন্তান আসায় সাগর তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে যোগাযোগ করেন জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নবজীবন মণ্ডলের সঙ্গে। অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের যে ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষার প্রয়োজন, তেমন কিছু রক্তের পরীক্ষা করতে দেন ওই চিকিৎসক। রক্ত পরীক্ষার রিপোর্টে দেখতে পান ওই মহিলার হিমোগ্লোবিন স্বাভাবিকের তুলনায় অনেকটাই কম। সেইসঙ্গে রক্ত পরীক্ষার রিপোর্টে আরও বেশ কিছু অসংগতি লক্ষ করেন চিকিৎসক। মেডিকেল কলেজে ভর্তি করে রক্ত দেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। কিন্তু রক্ত দেওয়ার পরেও শরীরে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা না বাড়ায় সন্দেহ হয় ওই চিকিৎসকের। আরও বেশ কিছু পরীক্ষানিরীক্ষার পর তিনি নিশ্চিত হন জ্যোতিবালা অটোইমিউন হিমোলিটিক অ্যানিমিয়া রোগে আক্রান্ত। ডাঃ মণ্ডল জানিয়েছেন, এটি বিরল রোগ। এতে আক্রান্ত রোগীর শরীর নিজের লোহিত রক্তকণিকার বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি তৈরি করে। ফলে লোহিত রক্তকণিকা ধ্বংস হয়ে অ্যানিমিয়া হয়। রোগীর শরীরে বাইরে থেকে রক্ত দিলেও হিমোগ্লোবিনের মাত্রা স্বাভাবিক হয় না। রোগী ক্রমেই দুর্বল হতে থাকে। ক্রমে জন্ডিসে আক্রান্ত হয়ে পড়ে রোগী। এই রোগে সঠিক সময় চিকিৎসা না হলে প্রাণহানির পর্যন্ত আশঙ্কা রয়েছে।

১ লক্ষ জনের মধ্যে ১ থেকে ৩ জন যে কোনও বয়সের মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। ডাঃ মণ্ডল বলেন, 'জ্যোতিবালা রায় যখন সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা সেই সময় এই জটিল রোগটি তাঁর শরীরে চিহ্নিত করা যায়। রক্ত দেওয়া বন্ধ করে দিয়ে কেবলমাত্র ওষুধের ওপর নির্ভর করে ওঁর চিকিৎসা শুরু হয়। ৩৪ সপ্তাহের মাথায় জ্যোতিবালার স্বাভাবিক প্রসবে একটি পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। বর্তমানে মা এবং শিশু দুজনেই ভালো রয়েছে। আমার চিকিৎসক জীবনে প্রথম এই বিরল রোগে আক্রান্ত কোনও রোগীকে সম্পূর্ণ সুস্থ করলাম। আজ সত্যি খুব ভালো লাগছে।'

জ্যোতিবালার স্বামী বলেন, 'আমি একজন পরিযায়ী শ্রমিক। আমার আর্থিক সামর্থ্য নেই নার্সিংহোমে ৫ লক্ষ টাকা খরচ করা। ডাক্তারবাবু প্রায় এক মাস ধরে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে স্ত্রীকে ভর্তি রেখে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছেন। আমার এক টাকাও খরচ হয়নি। ওঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'

এই রোগে আক্রান্ত রোগীদের নিয়মিত পর্যবেক্ষণের জন্য হেমাটোলজিস্ট প্রয়োজন হয়। কিন্তু জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে কোনও হেমাটোলজিস্ট ছিল না।

> আমি একজন পরিযায়ী শ্রমিক। আমার আর্থিক সামর্থ্য নেই নার্সিংহোমে ৫ লক্ষ টাকা খরচ করা। ডাক্তারবাবু প্রায় এক মাস ধরে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে স্ত্রীকে ভর্তি রেখে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছেন। আমার এক টাকাও খরচ হয়নি। ওঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।
>
> **সাগর রায়**
> জ্যোতিবালার স্বামী

আজ খুব কষ্টে সিপিএম

প্রথম পাতার পর

তারই একটা হল, সারা দেশে সংগঠন বাড়ানো। আগামী এক মাসের মধ্যে জেলায় জেলায় দলের কথা প্রচার করতে সভা করা হবে। সেইসঙ্গে বলা হবে বাম রাজত্বে কী সুখে ছিল জনগণ। বোঝাতে হবে সিপিএম ছাড়া আর কেউ গরিবদের কথা ভাবে না, বলে না। দল বাড়াতে যেখানে যতটুকু পার্টি এখনও অবশিষ্ট আছে, সেখানে চেষ্টা করতে হবে। দেখতে হবে, আর যেন দল ক্ষয়ে না যায়।

কঠিন কাজ নিঃসন্দেহে। যখন সুদিন ছিল, সেই ১৯৭৮ সাল থেকেই এই দল বাড়ানোর কথা ভেবে এবং বলে আসছে সিপিএম। সেই বছর সালকিয়া প্লেনামে ঠিক হয়েছিল দলকে পাশের রাজ্যগুলোয় বাড়াতে হবে। সেসময় দলের উঠতি অবস্থা। লোকজন, ক্যাডার, কমরেড কোনও কিছুরই অভাব নেই। তবু শত চেষ্টাতেও বরাকর নদ পেরিয়ে বিহারে ঢুকতে পারেনি তারা। তার জন্য অবশ্য কসরত কম হয়নি। নেতাদের জন্য হিন্দি শেখার ক্লাস হয়েছিল। কিন্তু কোথায় কী! গোবলয়ে দাপিয়ে বেড়িয়েছে সমাজবাদী আর হিন্দুবাদীরা। নকশালরা তবু খানিকটা জায়গা করে নিলেও মোটেই কলকে পায়নি জ্যোতিবাবুর দল।

২০১৬ সালে সিপিএমের প্লেনামে ঠিক হয়েছিল, অসম, বিহার, ঝাড়খণ্ড, মহারাষ্ট্র আর উত্তরপ্রদেশে দল বাড়ানোয় বেশি জোর দেওয়া হবে। সে জন্য ক্যাডার আর কেন্দ্রীয় নেতাদের বাছাই করার কথাও বলা হয়েছিল। কিন্তু দলের রিপোর্ট বলছে, গত তেরো বছরে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। হিন্দি বলয়ে মণ্ডল-কমণ্ডলের তীব্র হাওয়ায় সিপিএম স্রেফ উড়ে গিয়েছে। উত্তর ভারতে তাদের সাইনবোর্ডটুকুও নেই। এখন রাজ্যপাট যাওয়ার পর তথৈবচ এ রাজ্যের হালও। জেলা পরিষদ, বিধানসভা, লোকসভায় তারা নেই। গোটা রাজ্যে লাল ঝান্ডার জায়গা নিয়েছে গেরুয়া ঝান্ডা।

এখানে হাল ফেরাতে আগেকার ক্যাডার কমরেডদের উপর আর ভরসা না করে রীতিমতো দলের মুখপত্রে, ফেসবুকে বিজ্ঞাপন দিয়ে মাইনে করা পেশাদার লোকজন চেয়েছে সিপিএম। তাদের কাজ হবে রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করা, দলের জন্য লেখালেখি করা, ডিজিটাল মার্কেটিং করা। পুরোদস্তুর কর্পোরেট। দলের মনে হয়েছে, আদ্যিকালের বুলি কপচে কমবয়সিদের আর টানা যাচ্ছে না। তাই ঝকঝকে চেহারায় তাদের সামনে আসতে হবে। সেখানে ভূমি সংস্কার, অপারেশন বর্গার পুরোনো গল্প লোকেদের মনে করিয়ে দেওয়ার সুযোগ কতটা থাকবে কে জানে!

নিখোঁজ সেনা জওয়ানের দেহ

শিলিগুড়ি, ৯ জুন : নিখোঁজের ৯ দিনের মাথায় খোঁজ মিলল সেনা জওয়ান সইনুদ্দিন পিকে'র। তবে মৃত অবস্থায় তাঁকে পাওয়া যায়। ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স টিম, সেনাবাহিনীর যৌথ তল্লাশিতে সোমবার তাঁর খোঁজ মেলে। ১ জুন উত্তর সিকিমের বাকি অংশের সঙ্গে প্রবল বর্ষণের জেরে ছাতেন সেনাছাউনিতেও ধস নামে। মৃত্যু হয় তিন সেনা জওয়ানের। জখম হন চারজন। ঘটনার পর থেকেই সইনুদ্দিন সহ ছয় সেনাকর্মীর খোঁজ মিলছিল না। নিখোঁজদের মধ্যে একই পরিবারের তিনজন রয়েছেন। ঘটনার পরদিন থেকেই তাঁদের খোঁজ চলছিল। সোমবার সেনাছাউনির একটি অংশে ধসের মাটি সরাতে সইনুদ্দিনের মৃতদেহ পাওয়া যায় বলে জানা গিয়েছে। মংগনের জেলা পুলিশ সুপার সোনম ডিকচু ভুটিয়া বলেন, 'এক সেনা জওয়ানের মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। নিখোঁজ বাকি সেনাকর্মীদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।'

এদিকে, বিপর্যস্ত এলাকাগুলিতে আটকে থাকা মানুষ, গাড়ির চালকদের উদ্ধারে জোর দিয়েছে রাজ্য সরকার। এদিন হেলিকপ্টারে উদ্ধার করা হয়েছে তিন শিশু সহ ২৮ জনকে। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন গাড়ির চালক রয়েছেন বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। দুর্গত এলাকায় খাদ্যসামগ্রী বণ্টন করেছে প্রেমসিং তামাংয়ের সরকার। জরুরি ভিত্তিতে রাস্তা এবং সেতু মেরামত করা হচ্ছে। আবহাওয়া কিছুটা অনুকূল থাকায় প্রতিটি কাজে গতি ফিরেছে। তবে এখনই উত্তর সিকিমে পর্যটক প্রবেশে অনুমতি দিচ্ছে না সিকিম সরকার। রাজ্যের অন্যত্র বেড়াতে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছে সিকিমের পর্যটন দপ্তর।

উত্তর সিকিমের ছাতেনে ধসে নিহত সেনা জওয়ানকে লাক্ষাদ্বীপের আন্দ্রোথ দ্বীপে আনা হচ্ছে। সোমবার।

রিসর্টে মাদক খাইয়ে ধর্ষণ

ফালাকাটা, ৯ জুন : পরিচয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। মাস কয়েকের সম্পর্কের পর ভরসা করে বন্ধুর সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে বিপাকে পড়লেন ফালাকাটা শহরের এক তরুণী। তাঁকে লাটাগুড়ির একটি রিসর্টে নিয়ে গিয়ে মাদক খাইয়ে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠল এক তরুণের বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত তরুণের বাড়িও ফালাকাটা শহরেই। তবে সোমবার বিকেল অবধি তাকে গ্রেপ্তার করা যায়নি।

রবিবার রাতে শহরের তরুণী ফালাকাটা থানায় সেই তরুণের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, 'এক তরুণের বিরুদ্ধে ধর্ষণ করার অভিযোগ জমা পড়েছে। আমরা অভিযোগ পেয়েই তদন্তে নামি। অভিযুক্ত ব্যক্তি বর্তমানে পলাতক।'

তরুণ-তরুণী পরিচয় খুব বেশিদিনের নয়। সেই তরুণ বর্তমানে ভিনরাজ্যে পড়াশোনা করে। মাস দেড়েক আগে সেই দুজনের পরিচয় হয় ইনস্টাগ্রামে। আস্তে আস্তে দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। এই সময়ের মধ্যে সেই দুজন দু'তিনবার দেখাসাক্ষাৎও করেন। তরুণ মেয়েটিকে একসঙ্গে ঘুরতে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়। সেইমতো দিন তিনেক আগে তাঁরা একসঙ্গে বের হন। লাটাগুড়ির একটি রিসর্টে যান। সেখানে তাঁরা নিজের নিজের নথিপত্র নিয়েই ঘর বুক করেন। সেই তরুণীর অভিযোগ, তাঁরা একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করেন। সেই খাবারের সঙ্গে তরুণ মাদক মিশিয়ে দেয়।

আশ্রমে যৌন নিগ্রহ, পালাল ৫ কিশোরী

প্রথম পাতার পর

বীরপাড়া থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই আশ্রমটি বীরপাড়ার বড়হাওদা এলাকায় রয়েছে। প্রাথমিক কাউন্সেলিংয়ের পর নাবালিকাদের অভিযোগ শুনে চক্ষু চড়কগাছ সরকারি কর্তাদের। অভিযোগ, সেই আশ্রমে নাবালিকাদের দিয়ে হাত-পা টেপানো হত। চলত আরও নানা কুকর্ম। তবে তদন্ত চলছে বলে এখনই এই বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলতে নারাজ প্রশাসনের কর্তারা।

ওই আশ্রমের কাগজপত্র যাচাই করা হচ্ছে। কীভাবে, কার অনুমতিতে এই আশ্রম চলছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

সূত্রের খবর, ২০১৪ সাল থেকে ওই আশ্রম চলছে। সেখানে প্রায় ৩৫ জন পড়ুয়া রয়েছে। প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়ারা সেখানে থেকে পড়াশোনা করে। এছাড়াও নবম ও দশম শ্রেণির পড়ুয়াদের বাড়ি থেকে পড়াশোনা করার সুযোগ রয়েছে। ওই ৫ নাবালিকার অভিযোগ, আশ্রমে তাদের বকাঝকা করা হত। ঠিকভাবে খেতে দেওয়া হত না। সেইসঙ্গে ব্যাড টাচের অভিযোগও করেছে তারা। তারপরেই জেলা প্রশাসন ও জেলা পুলিশ বিশেষ টিম তৈরি করে তদন্ত শুরু করেছে।

এদিকে, কড়া অনুশাসনের কথা মেনে নিলেও ব্যাড টাচের অভিযোগ মানতে নারাজ আশ্রম কর্তৃপক্ষ। তাদের দাবি, আবাসিকদের ফলমূল সহ স্বাস্থ্যকর খাবার দেওয়া হয়। তবে বাড়ির মতো পরিমাণে দেওয়া সম্ভব নয়। সেই আশ্রমের তরফে সরস্বতী শাস্ত্রী বলেন, 'গুরুকুলে বিভিন্ন নিয়ম নির্দেশিকা মেনে চলতে হয়। তবে এখানে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।'

তাহলে প্রশ্ন উঠছে, গভীর রাতে ওই ৫ জন পালাল কেন? প্রশ্ন উঠছে নিরাপত্তা নিয়েও। এব্যাপারে আশ্রম কর্তৃপক্ষের কথায় নানা অসংগতি। কখনও তারা দাবি করছে, রাতে রাঁধুনি মহিলার সঙ্গে ওই পাঁচজন বেড়াতে গিয়েছিল। পরে গুরুকুলের তরফেই ওদের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কখনও আবার বলছে, একজন নাবালিকার নেতৃত্বে বাকিরা বেরিয়ে পড়েছিল।

পুলিশেরই একটি সূত্র মোতাবেক, মাস ছয়েক আগে ওই আশ্রম কর্তৃপক্ষ একজন ১৭ বছর বয়সি আবাসিক মেয়ের অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর বীরপাড়া থানায় মৌখিকভাবে জানিয়েছিল। পুলিশ লিখিতভাবে থানায় অভিযোগ করতে বলে আশ্রম কর্তৃপক্ষকে। সেটা আর তারা করেনি। বীরপাড়া থানার পুলিশও আর এ নিয়ে এগোয়নি। সেই অন্তঃসত্ত্বা মেয়েটি এখন কোথায় রয়েছে, কী পরিস্থিতিতে রয়েছে, তা নিয়ে বীরপাড়া থানার কাছে কোনও তথ্যই নেই।

আজ বৈঠকে মোদি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৯ জুন : অপারেশন সিঁদুরের পর আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের কড়া বার্তা পৌঁছে দিতে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদলের যে সদস্যরা ৩৩টি দেশের রাজধানী এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নে সফর করেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁদের সঙ্গে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নিজের বাসভবনে বৈঠকে বসতে চলেছেন। ওই বিশেষ বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী প্রতিনিধিদের কাছ থেকে তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার 'ফিডব্যাক' শুনবেন।

প্রতিনিধিদলে ৫০ জন বর্তমান সাংসদ ছাড়াও অবসরপ্রাপ্ত কূটনীতিক ও প্রাক্তন সংসদ সদস্যরাও ছিলেন। বিদেশের মাটিতে ভারতের অবস্থান আরও শক্ত করে তুলে ধরা এবং পাকিস্তান-সমর্থিত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এক জোরালো, সর্বদলীয় অবস্থান উপস্থাপন করা সরকারের উদ্যোগ ছিল। এর আগেই বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর এই প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসে তাঁদের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁর কথায়, "বিশ্বের সামনে ভারতের অবস্থান তুলে ধরতে যে দক্ষতা ও স্পষ্টতা এই প্রতিনিধিরা দেখিয়েছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়।" সাতটি প্রতিনিধিদলের মধ্যে এনডিএ জোট চারটির নেতৃত্ব দিয়েছে। বিরোধী শিবিরের সাংসদরা তিনটি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ এই বৈঠকে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ ও সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও উপস্থিত থাকবেন। সোমবার রাতে প্রধানমন্ত্রী মোদির তরফে একটি নৈশভোজের আমন্ত্রণ বিদেশ সফর সেরে ফেরা সকল সাংসদের কাছে পৌঁছেছে। অভিষেকও সেখানে আমন্ত্রিত হয়েছেন।

ভাতায় কাঁটা, নিয়োগে স্বস্তি

প্রথম পাতার পর

যেতে আর বাধা রইল না। ১৬ জুন থেকে ওই নিয়োগের জন্য আবেদন করা যাবে। বিচারপতি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আপাতত হস্তক্ষেপ নয়। কোনও সমস্যা হলে পরে আদালত দেখবে। কিন্তু গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি কর্মীদের ভাতা সংক্রান্ত মামলায় বিচারপতি প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করেন সরকারকে। তাঁর মন্তব্য, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর কোনওরকম আলোচনা বা স্ক্রুটিনি ছাড়াই এত তাড়াহুড়ো কেন? ভাতার পরিমাণ নিয়েও তিনি প্রশ্ন তোলে। বিচারপতি জিজ্ঞাসা করেন, 'কীসের ভিত্তিতে ভাতার অঙ্ক নির্ধারণ করা হয়েছে? এদের বেতনের ভিত্তিতে কী? শীর্ষ আদালতে পুনর্বিবেচনার আবেদনের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত টাকা দিতে থাকবেন?' যদিও রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত দাবি করেন, ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্তে ওয়েটিং লিস্টে থাকা চাকরিপ্রার্থীদের অসুবিধা হবে না।

যদিও আবেদনকারীদের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'আদালতের নির্দেশে চাকরি বাতিলের পর এই চাকরিচ্যুত ও ওয়েটিং লিস্টের প্রার্থীরা একই স্তরে রয়েছে। তাছাড়া সুপ্রিম কোর্ট যাঁদের দাগি চিহ্নিত করে চাকরি বাতিল করেছে, তাঁদের ভাতা দেওয়া অসাংবিধানিক। রাজ্য সরকার এভাবে দুর্নীতিগ্রস্তদের ছত্রছায়ায় রাখছে।' তাঁর বক্তব্য, সংবিধানের ২৮২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জনস্বার্থে সরকার টাকা খরচ করতে পারে। ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত কি জনস্বার্থ সম্পর্কিত?' পরে রায়দান স্থগিত রাখেন বিচারপতি।

বিরসা মুন্ডার প্রয়াণ দিবস

নাগরাকাটা ও মেটেলি, ৯ জুন : সোমবার ডুয়ার্সজুড়ে বিরসা মুন্ডার প্রয়াণ দিবস পালিত হল। এদিন নাগরাকাটায় ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক লাগোয়া বীর বিরসা মুন্ডা চকে তাঁর পূর্ণাবয়ব মূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে আদিবাসী সমাজ সহ অন্যরা। উপস্থিত ছিলেন নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর। অন্যদিকে, চালসার বিরসা মুন্ডা পার্কে মাটিয়ালি-বাতাবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে তাঁর মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপা মিঞ্জার, তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা নেতা জোশেফ মুন্ডা, দলের অঞ্চল সভাপতি দীপক ভুজেল। পরে আবার এখানেই পৃথকভাবে আদিবাসী সমাজসেবী লুইস কুজুরও বীরের মূর্তিতে মাল্যদান করেন। মেটেলির ইনডং মোড় এলাকায় বীর বিরসা মুন্ডার মূর্তিতে মাল্যদান করেন তৃণমূলের মেটেলি ব্লক সভানেত্রী স্নোমিতা কালান্দি। পাশাপাশি বিভিন্ন চা বাগানে এদিন নানা অনুষ্ঠান হয়েছে।

আইন ভেঙে শিক্ষক

প্রথম পাতার পর

মাস কমিউনিকেশনের বিভাগীয় প্রধান 'ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি'-এর বাজেট হেড থেকে সাম্মানিক প্রদানের অনুরোধ করেছেন।

গেস্ট ফ্যাকাল্টি হিসাবে মাসের পর মাস শানের সাম্মানিকের জন্য অর্থ বিভাগে চিঠি পাঠালেও সেকথা বেমালুম অস্বীকার করেছেন বরুণ। তাঁর বক্তব্য, 'শান বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র, কোনও ফ্যাকাল্টি নন। তিনি ভালো ছবি তোলেন। কখনো-কখনো আমাদের প্রোজেক্টের কাজে সহযোগিতা করেন। তবে একটি টাকাও তার জন্য তাকে দেওয়া হয় না।' তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও বিজ্ঞান অনুষদের ডিন মহেন্দ্রনাথ রায়ের কথা, 'সবটা খোঁজ নিয়ে আইন অনুসারে পদক্ষেপ করা হবে।'

যে সম্ভাবনার কথা বলেছেন জয়েন্ট রেজিস্ট্রার অর্থাৎ ছাত্র ভিসার মেয়াদ বাড়িয়ে শান যদি ফের উইমেন স্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হন তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নথিভুক্ত একজন ছাত্রকে 'শিক্ষক' বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে আরও বড় কেলেঙ্কারি হবে বলেই মনে করছেন শিক্ষা প্রশাসকরা। (চলবে)

চেক বাউন্স

প্রথম পাতার পর

তিনি ওই চেকগুলি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে জমা দেন। কিন্তু অ্যাকাউন্টে টাকা না থাকার কারণে ব্যাংক থেকে তাঁকে চেকগুলো ফেরত দিয়ে দেওয়া হয়। সেই সময় নগেন এই চেক বাউন্সের বিষয়টি কৃষ্ণ দাসকে জানিয়েছিলেন।

পুলিশকে দায়ের করা অভিযোগে নগেন বলেছেন, পরবর্তীতে ওই জমির থেকে ৬৭ ডেসিমাল জমি কৃষ্ণ দাস এবং আরও এক অভিযুক্ত মিলে একটি সিমেন্ট কোম্পানির কাছে বিক্রি করেন। জমির একাংশ বিক্রির পর ২১ লক্ষ টাকা নগেনকে দেওয়া হয়। নগেনের অভিযোগ, বকেয়া টাকা চাইলে রাজেশ মণ্ডল সহ বাকি অভিযুক্তরা তাঁকে এবং তাঁর ছেলেকে জোর করে কৃষ্ণ দাসের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ১৯ লক্ষ টাকা করে তিনটি পোস্টডেটেড চেক (৫৭ লক্ষ টাকা) তাঁর হাতে দেন।

নগেনের আশঙ্কা, ২০২১ সালের মতো এই চেকগুলো ব্যাংকে বাউন্স হতে পারে। তিনি আবার প্রতারণার শিকার হতে পারেন। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে তিনি বিচার চেয়ে বিষয়টি পুলিশকে লিখিত আকারে জানিয়েছেন।

পচা মাছমাংস

প্রথম পাতার পর

তবে, এদিন কিছু দোকানে সমস্যা দেখা গিয়েছে। আমরা তাদের শুধরে নিতে বলেছি। অভিযান আমাদের চলতেই থাকবে।'

প্রায় ১০টি রেস্তোরাঁ, মিষ্টির দোকানে অভিযান চললেও কোন দোকানগুলির মালিক বা ম্যানেজারদের কেউই এই বিষয়ে মুখ খোলেননি। সম্প্রতি শিলিগুড়ি শহরে কমোডের পাশে বিরিয়ানি তৈরির খবর ছড়িয়ে পড়তেই জলপাইগুড়ি শহরে খাবারের মান নিয়ে চিন্তা বাড়ছিল। শহরে এদিন সন্ধ্যার মতো অভিযান লাগাতার প্রয়োজন বলে মনে করছেন ক্রেতারা।

অ্যাপাই-এর এডুকেশন ফেয়ার

শিলিগুড়ি, ৯ জুন : কোন বিষয় নিয়ে পড়লে কেরিয়ারের বিকল্প হিসেবে কী কী পথ খুলে যাবে, তা নিয়ে অনেক পড়ুয়ার মধ্যে বিভ্রান্তি রয়েছে। পড়ুয়াদের সঠিক দিশা দেখানোর উদ্দেশ্যে প্রথমবার শিলিগুড়িতে প্রি-কাউন্সেলিং অ্যান্ড এডুকেশন ফেয়ারের আয়োজন করলে দি অ্যাসোসিয়েশন অফ প্রোফেশনাল অ্যাকাডেমিক ইনস্টিটিউশনস (অ্যাপাই)। সোমবার শহরের একটি বিলাসবহুল হোটেলে বসেছিল এডুকেশন ফেয়ার। সেখানে অংশ নেন জেআইএস বিশ্ববিদ্যালয়, অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়, বিসি রায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, এমসিকেভি গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশনস এবং টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের প্রতিনিধিরা। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের আরও একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি। জেআইএস বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সর্দার তরণজিৎ সিং বলছিলেন, 'এতদিন এধরনের শিক্ষামেলা কলকাতায় হত। উত্তরবঙ্গ থেকে অনেক পড়ুয়া সেখানে যেতেন। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তবে উত্তরের আরও অনেক পড়ুয়া যাতে কেরিয়ার কাউন্সেলিং-এর সুবিধা পেতে পারে, সেজন্য এই প্রথমবার শিলিগুড়িতে ফেয়ারের আয়োজন।' এদিন এডুকেশন মেলায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টল ঘোরে পড়ুয়ারা। নিজেদের আগ্রহ জানিয়ে সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে পরামর্শ নেয়। এই যেমন, প্রধাননগরের বাসিন্দা ভারতী হিন্দি হাইস্কুলের ছাত্র অনীশ পাসোয়ান। বলছিল, 'ভবিষ্যতে আমার সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ইচ্ছে। তবে ক্যাম্পাসিং সহ কোন কলেজে কী ধরনের সুযোগ পাওয়া যায়, তা জানা ছিল না। এখানে এসে সে ব্যাপারে ধারণা অনেকটা স্পষ্ট হয়েছে।'

বিটেক, এমটেক, বিফার্মা, এমসিএ, সাইবার সিকিউরিটি সহ বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা পড়ুয়াদের সামনে আলোচনা করেন এদিন। অ্যাপাই ওয়েস্ট বেঙ্গল-এর সাধারণ সম্পাদক সত্যম রায়চৌধুরীর কথায়, 'কেরিয়ার কাউন্সেলিং পড়ুয়াদের জন্য বর্তমান সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ওরা যেন সঠিক সময়ে সঠিক কেরিয়ার বেছে নিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে শিলিগুড়িতে এডুকেশন ফেয়ার হল। পড়ুয়াদের থেকে ভালো সাড়া পেয়েছি। অভিভাবকরাও এসেছেন।'

অ্যাপাইয়ের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকরা। এডুকেশন ফেয়ারের উপকারিতা নিয়ে একটি প্যানেল ডিসকাশন হয়েছে এদিন। সেখানে শিলিগুড়ির একাধিক স্কুলের শিক্ষকরা অংশ নেন।

মহিলাকে নিয়ে হুলুস্থুল থানায়

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ৯ জুন : এক মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলাকে থানায় নিয়ে এসে বিপাকে পড়ল ফালাকাটা থানার পুলিশ। কখনও সে সিভিক ভলান্টিয়ারকে ধরে টানাটানি করছে। আবার কখনও চিৎকার জুড়ে দিচ্ছে। মাঝেমধ্যেই হাতের সামনে যা পাচ্ছে, ছুড়ে মারছে। রবিবার গভীর রাতের ঘটনা। রাত থেকেই থানায় একেবারে হুলুস্থুল কাণ্ড ঘটিয়ে চলছে ওই মহিলা।

সেই মহিলাকে থানায় নিয়ে আসা হল কেন? তাতে কিন্তু রহস্য রয়েছে। সেই মহিলা ও এক টোটোচালককে শহরেরই কলেজপাড়ার এক অনুষ্ঠানবাড়িতে বেঁধে রাখা হয়েছিল। তাদের বিরুদ্ধে বাচ্চা চুরির অভিযোগ তোলা হয়েছিল। পরে পুলিশ গিয়ে তাদের উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। কিন্তু অনুষ্ঠানবাড়িতে আমন্ত্রিত না হয়েও সেখানে ওই দুজন কী করছিল তা নিয়ে রহস্য তৈরি হয়েছে।

ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, 'কলেজপাড়ার একটি অনুষ্ঠানবাড়ি থেকে এক মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলা ও এক মদ্যপ টোটোচালককে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়। মহিলা রাত থেকেই গোটা থানা মাথায় তুলে রেখেছে। কোনও লিখিত অভিযোগ না পেলেও অনুষ্ঠানবাড়িতে তারা কী করছিল, সেটা আমরা তদন্ত করে দেখছি।' এদিকে, যে বাড়িতে অনুষ্ঠান ছিল, তার গৃহকর্তা প্রদীপ সরকার বলেন, 'রবিবার আমার নাতনির অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠান ছিল। হঠাৎ রাত দেড়টা নাগাদ এক মহিলা ও এক টোটোচালক বাড়িতে ঢুকে যায়। তারা আমার নাতনিকে ধরে টানাটানি করে। পরে সবাই মিলে তাদের বেঁধে রেখে উত্তমমধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিই। কিন্তু কেন তারা আমার বাড়িতে এসেছিল, বুঝতে পারছি না।'

রবিবার প্রদীপের বাড়িতে অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্যান্ডেল বানানো হয়েছিল। পাড়াপড়শি, আত্মীয়দের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। গভীর রাত পর্যন্ত খাওয়াদাওয়া চলে। আমন্ত্রিতরা অনেকেই দেখেছেন, বাড়ির সামনে একটি হাইস্পিড টোটো নিয়ে এক তরুণ দাঁড়িয়ে ছিল। ওই টোটোতেই এক মহিলাও বসে ছিলেন। খাওয়াদাওয়া শেষ করে সবাই যখন গোছগাছ করতে ব্যস্ত, ওই সময় হঠাৎ টোটোচালক এবং মহিলা ঘরে ঢুকে পড়ে। অভিযোগ, ওই মহিলা প্রদীপের নাতনিকে তুলে নিয়ে পালাতে যায়। কিন্তু সবাই দেখে তাদের ধরে ফেলে। খবর দেওয়া হয় থানায়। পুলিশ রাত ২টা নাগাদ এসে ওই মহিলা এবং টোটোচালককে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। প্রদীপের অভিযোগ, তাদের সঙ্গে আরেকজন ছিল। কিন্তু পরিস্থিতি দেখে সে পালিয়ে যায়।

এদিকে, টোটোচালক এবং মহিলাকে থানায় এনে বিপাকে পড়ে পুলিশ। পুলিশ বুঝতে পারে, ওই মহিলার মানসিক সমস্যা আছে। থানায় আসার পরেই চিৎকার-চ্যাঁচামেচি জুড়ে দেয়। সামনে যাকে পায়, তাকে ধরে মারধর শুরু করে। পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার সকালে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়বার নেশনস লিগ জয়ের পর সতীর্থদের নিয়ে উল্লাস ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর।

রোনাল্ডো-রাজে নেশনস জয় পর্তুগালের

পর্তুগাল-২ (নুনো, রোনাল্ডো)
স্পেন-২ (জুবিমেন্ডি, ওয়ারজাবাল)
টাইব্রেকারে ৫-৩ ফলে জয়ী পর্তুগাল

মিউনিখ, ৯ জুন : বয়স বাড়লেও সিংহ শিকার করতে ভোলে না। জনপ্রিয় বাংলা প্রবাদ। তারই বাস্তব প্রতিফলন উয়েফা নেশনস লিগ ফাইনাল।

রবিবার ভারতীয় সময় রাতে প্রতিবেশী স্পেনকে টাইব্রেকারে ৫-৩ ফলে হারিয়ে দ্বিতীয়বার নেশনস লিগ জয় পর্তুগালের। বলা ভালো, 'বৃদ্ধ' রোনাল্ডোর হুংকারে ম্লান তারুণ্যে ভরা স্প্যানিশ ব্রিগেড। এককথায়, ম্যাচটা ছিল তারুণ্য বনাম অভিজ্ঞতার লড়াই। দুই ফুটবল প্রজন্মের লড়াই। লামিনে ইয়ামাল বনাম রোনাল্ডোর লড়াই। যেখানে পর্তুগিজ মহাতারকা প্রমাণ করলেন, বয়স চল্লিশ হলেও তিনি চালশে হয়ে যাননি।

ফাইনালের আগে হট ফেভারিট ছিল লুইস ডে লা ফুয়েন্তের স্পেনই। সেইমতো খেলাটাও শুরু করেছিলেন তাঁরা। এমনকি ২১ মিনিটে স্প্যানিশ 'বিস্ময়বালক' ইয়ামালের পাস থেকে মার্টিন জুবিমেন্ডির গোলে লা রোহা এগিয়ে যায়। কিন্তু পাঁচ মিনিট পরে সমতায় ফেরে পর্তুগাল। সৌজন্যে নুনো মেন্ডেজ। রোনাল্ডোর জন্য তৈরি মঞ্চে প্রথম আলো কিন্তু এই পর্তুগিজ ডিফেন্ডার ছড়ালেন। পেদ্রো নেটোর পাস থেকে ২৬ মিনিটে একক প্রয়াসে গোল করে যান নুনো। শুধু গোল নয়, সারা ম্যাচে স্পেনের মূল ভরসা লামিনেকে একপ্রকার বোতলবন্দি করে রেখেছিলেন তিনি। তবে প্রথমার্ধের

পতন স্প্যানিশ আর্মাডার

অন্তিম লগ্নে পর্তুগিজ রক্ষণের ভুলে স্পেনকে এগিয়ে দেন মিকেল ওয়ারজাবাল।

তবে বড় মঞ্চে মোক্ষম সময়ে জ্বলে উঠে অতীতেও অনেক ম্যাচের রং বদলেছেন সিআর সেভেন। ৪০ বছর বয়সে এসেও তার অন্যথা হল না। ৬১ মিনিটে মেন্ডেজের ক্রস স্প্যানিশ ডিফেন্ডারের গায়ে লেগে রোনাল্ডোর কাছে চলে আসে। গোল করতে কোনও ভুল করেননি সিআর সেভেন। রোনাল্ডোর গোল আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয় পর্তুগিজদের। যে কারণে ৮৭ মিনিটে চোটের জন্য রোনাল্ডোকে তুলে নেওয়া হলেও পর্তুগালের আক্রমণে কোনও ভাটা পড়েনি। রাফায়েল লিয়াও, ব্রুনো ফার্নান্ডেজরা ম্যাচের অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত স্পেনকে চেপে ধরেছিলেন।

কোচ ফুয়েন্তে টাইব্রেকারের কথা মাথায় রেখে দলের সবচেয়ে অভিজ্ঞ স্ট্রাইকার আলভারো মোরাতাকে নামিয়েছিলেন। কিন্তু এই স্প্যানিশ স্ট্রাইকারই ডোবালেন। টাইব্রেকারে পেনাল্টি মিস করে ট্রফিটাই রোনাল্ডোকে উপহার দিয়ে গেলেন।

২০২২ বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার পর তাঁর চোখে জল দেখা গিয়েছিল। এদিন খেতাব জেতার পরে চোখে জল ছিল সিআর সেভেনের। পরে তিনি বলেছেন, 'ক্লাবের হয়ে অনেক ট্রফি জিতেছি। তবে দেশের হয়ে ট্রফি জয় আমার কাছে সবসময় স্পেশাল। পর্তুগালকে ট্রফি জেতানোর থেকে বড় প্রাপ্তি আর কিছুতে নেই। আনন্দেই চোখে জল এসেছে। এই পর্তুগাল দলকে নেতৃত্ব দেওয়াটা গর্বের বিষয়।'

এদিকে ফাইনাল হেরে স্পেন কোচ ফুয়েন্তের নজর এবার বিশ্বকাপে। তিনি বলেছেন, 'যোগ্য দল হিসেবেই পর্তুগাল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। তবে ছেলেদের খেলায় আমি খুশি। এই ম্যাচ ভুলে ভবিষ্যতের কথা ভাবছি। আগামী বছর বিশ্বকাপই আমাদের লক্ষ্য।'

আপাতত ইউরোপ ফের পর্তুগিজদের জয়ধ্বনিতে মুখরিত। সামনেই বিশ্বকাপ। কিন্তু ক্রিশ্চিয়ানো কি খেলবেন? তার কোনও উত্তর না পাওয়া গেলেও পর্তুগাল কিন্তু সিআর সেভেনেই আস্থা-ভরসা রাখতে চায়।

" ক্লাবের হয়ে অনেক ট্রফি জিতেছি। তবে দেশের হয়ে ট্রফি জয় আমার কাছে সবসময় স্পেশাল। পর্তুগালকে ট্রফি জেতানোর থেকে বড় প্রাপ্তি আর কিছুতে নেই। আনন্দেই চোখে জল এসেছে। এই পর্তুগাল দলকে নেতৃত্ব দেওয়াটা গর্বের বিষয়।

– ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো

আলকারাজের হুংকার

'চ্যাম্পিয়ন তৈরি করে কঠিন পরিস্থিতি

প্যারিস, ৯ জুন : মহাকাব্যিক প্রত্যাবর্তন।

সদ্যসমাপ্ত ফরাসি ওপেন ফাইনাল সম্পর্কে একটাই কথা বলা যায়। এক পর্যায়ে তো ম্যাচের ভাগ্য প্রায় লেখা হয়ে গিয়েছিল। রোলাঁ গারোর নতুন রাজা হিসেবে জানিক সিনারকে বরণ করতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল টেনিস দুনিয়া। চতুর্থ সেটে ৫-৩ গেমে এগিয়ে ছিলেন ইতালিয়ান তারকা। নবম গেমে ৪০-০ পয়েন্ট তাঁর পক্ষে। শুধু একটা ম্যাচ পয়েন্ট দরকার।

কিন্তু এরপর যেটা হয়েছিল, সেটা নিয়ে হলিউডে কোনও থ্রিলার সিনেমা হতে পারে। খাদের কিনারা থেকে প্রত্যাবর্তন স্প্যানিশ তারকা কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়ার। তিনবার ম্যাচ পয়েন্ট বাঁচিয়ে শেষপর্যন্ত টাইব্রেকারে সেট দখল। পরে পঞ্চম সেট জিতে চ্যাম্পিয়নের মুকুট মাথায় পরেন আলকারাজ। ইতিমধ্যে আলকারাজের একটি পুরোনো ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। যেখানে আলকারাজকে ধারাভাষ্যকাররা বিরাট কোহলির সঙ্গে তুলনা করেছেন।

ফরাসি ওপেনের ইতিহাসে দীর্ঘতম ফাইনাল জিতে তৃপ্ত আলকারাজ। ম্যাচের পর তাঁর হুংকার, 'কঠিন পরিস্থিতি আসল চ্যাম্পিয়ন তৈরি করে। প্রবল চাপের মুখেও হাল ছাড়িনি। লড়াই চালিয়ে গিয়েছি। এইসব চাপের মুহূর্ত মোকাবিলা না করতে পারলে চ্যাম্পিয়ন হওয়া যায় না। কিংবদন্তি খেলোয়াড়রা বছর বছর এই কাজটা করে গিয়েছেন।'

ইতিমধ্যে আলকারাজ-সিনার ম্যাচটির সঙ্গে উইম্বলডন ফাইনালে রাফায়েল নাদাল-রজার ফেডেরার কিংবা বিয়র্ন বর্গ-জন ম্যাকেনরো লড়াইয়ের সঙ্গে তুলনা করা শুরু করে দিয়েছে। যা দেখে আলকারাজ বলেছেন, 'ফেডেরার-নাদাল, বর্গ-ম্যাকেনরোর লড়াইয়ের সঙ্গে আমাদের ম্যাচটির তুলনা হচ্ছে। এটা আমার কাছে সম্মানের বিষয়। রোলাঁ গারোয় ইতিহাসের পাতায় নাম তুলতে পেরে আমি খুশি।' তিনি আরও যোগ করেছেন, '২২ বছর বয়সে কেরিয়ারে পঞ্চম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছি। নাদালও এই বয়সেই পঞ্চম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছিলেন। এটা আমার কাছে একটা গর্বের বিষয়। নাদাল আমার আদর্শ।'

এদিকে, জয়ের কিনারায় গিয়েও খেতাব হাতছাড়া হওয়ায় হতাশ সিনার। তবে রোলাঁ গারোর দীর্ঘতম ফাইনালের অংশ হতে পেরে খুশি তিনি। সিনার বলেছেন, 'এই ইতিহাসের অংশ হতে পেরে খুশি। তবে জিততে পারলে আরও ভালো লাগত। এখন আর কিছু করার নেই।' তিনি আরও বলেছেন, 'খুব উচ্চপর্যায়ের ম্যাচ ছিল এটা। আগে এই ধরনের ম্যাচ টেলিভিশনেই শুধু দেখেছি। এবার আমার নিজের ক্ষেত্রেও ঘটে গেল।'

চোখের জলে ধোয়া

নজরে পরিসংখ্যান

৫ গ্র্যান্ড স্ল্যামে পাঁচবার ফাইনালে উঠে পাঁচবারই চ্যাম্পিয়ন হলেন কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া।

৩ আলকারাজ তৃতীয় খেলোয়াড় হিসেবে চ্যাম্পিয়নশিপ পয়েন্ট বাঁচিয়ে গ্র্যান্ড স্ল্যামে খেতাব জিতলেন।

২ রজার ফেডেরারের পর আলকারাজ দ্বিতীয় খেলোয়াড় যিনি কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে প্রথমবার উঠেই চ্যাম্পিয়ন হলেন।

৩ ২২ বছর ৩৪ দিন বয়সে তৃতীয় কনিষ্ঠতম হিসেবে পাঁচটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতলেন আলকারাজ। এই তালিকায় বাকি দুইজন বিয়ন বর্গ (২২ বছর ৫ দিন) ও রাফায়েল নাদাল (২২ বছর ৩৩ দিন)।

৪ বিগ থ্রি-র (ফেডেরার, নাদাল, নোভাক জকোভিচ) পর আলকারাজ চতুর্থ খেলোয়াড় যিনি টানা চার বছর অন্তত একটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতলেন।

৩১ সিনার গ্র্যান্ড স্ল্যামের ম্যাচে টানা ৩১টি সেট জেতার পর রবিবার কোনও সেট হারলেন।

কাউন্টি খেলে ডিউক বল নিয়ে যান সাই

ছাত্রকে নিয়ে আত্মবিশ্বাসী স্টুয়ার্ট

লন্ডন, ৯ জুন : সালটা ২০২৩। সারের হয়ে কাউন্টি অভিষেক। বি সাই সুদর্শন নামটার সঙ্গে সেভাবে কেউ তখন পরিচিত নন। অভিজ্ঞতা অর্জন, লাল বলে নিজেকে আরও ঘষেমেজে নিতে চেয়েছিলেন। বাড়ি ফিরেছিলেন অভিজ্ঞতার ভাঁড়ারকে সমৃদ্ধ করে, আর বেশ কিছু লাল ডিউক বল সঙ্গে নিয়ে!

ডিউক বলে নিজেকে প্রস্তুত করার ভাবনা? সুদর্শন কি ভেবেছিলেন ২০২৫ ইংল্যান্ড সফরে ভারতীয় দলে ডাক পাবেন? বাস্তব যাই হোক, সারের হয়ে খেলা এবং সঙ্গে করে আনা ডিউক বলে প্রস্তুতির আত্মবিশ্বাস ২০ জুন শুরু ভারতের বিলেত সফরে সম্পদ নবাগত তারকার।

প্রথম শ্রেণির কেরিয়ার ততটা ঝলমলে নয় সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটের তুলনায়। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা স্বীকার করছেন, সাই টি২০-ও খেলে টেস্টসুলভ শটে। আড়া শট বা পেশিশক্তির আস্ফালন নয়, নান্দনিক ব্যাটিংয়েই ২০২৫ আইপিএলে অরেঞ্জ টুপির মালিকও হয়েছেন। অনেকে তাঁকে দেখছেন বিরাট কোহলির যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবেও। সারে কাউন্টিতে সুদর্শনের 'বস' অ্যালেক স্টুয়ার্ট যদিও সতর্ক করছেন। পরামর্শ, 'পরবর্তী বিরাট নয়, আরও ধারালো সাই সুদর্শন হয়ে ওঠো।'

প্রথম দর্শনেই প্রতিভার ইঙ্গিত পেয়েছিলেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক। ভালো লেগেছিল ভারতীয় তরুণের শেখার ইচ্ছে, দ্রুত শিখতে পারার দক্ষতাকে। স্টুয়ার্টকে গুজরাট টাইটান্সের টিম ডিরেক্টর বিক্রম সোলাঙ্কি জানান, দুর্দান্ত প্রতিভা। একটু ঘষেমেজে নিতে হবে শুধু। দায়িত্বটা বর্তেছিল স্টুয়ার্টের ওপর। ডিউক বলের প্রসঙ্গে টেনে জানান, ফেরার সময় বেশ কিছু নতুন ডিউক বল নিয়ে যায় সুদর্শন। কোনও দাম নেওয়া হয়নি। বাড়িতে ফিরে প্র্যাকটিস করবে, পরেরবার যখন ফিরবে, আরও ধারালো সুদর্শনকে পাবে ক্লাব।

পাশাপাশি স্টুয়ার্টের মন বলছিল, ভারতীয় দলের হয়েও হয়তো ইংল্যান্ডের মাটিতে দেখা যাবে সুদর্শনকে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি হিসেবটা মিলে যাবে হয়তো ভাবেননি। কৃতিত্বটা সুদর্শনকেই দিচ্ছেন স্টুয়ার্ট। প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে বলেছেন, 'যখন এসেছিল অচেনা। ইংলিশ কন্ডিশন সম্পর্কে একেবারেই আনকোরা। সোলাঙ্কি প্রচুর প্রশংসা করেছিল সুদর্শনের। প্রথম সেশনে দেখেই টের পেয়েছিলাম, কেন বিক্রম ওর দক্ষতা সম্পর্কে এতটা আত্মবিশ্বাসী।'

ভারতীয় তরুণের শেখার তাগিদে মজেছিলেন স্টুয়ার্টও। নেট হোক বা মাঝের বাইশ গজ, সবসময় হাতে ব্যাট। যার সুফল, সারের দ্বিতীয় দল থেকে দ্রুত প্রথম দলে উত্তরণ। বিশ্বাস, ভারতীয় টেস্ট দলের সম্পদ হয়ে উঠবেন। প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক বলেছেন, 'যেখানে বল বেশি নড়াচড়া করে, সেখানে বলের যথাসম্ভব কাছে গিয়ে খেলতে হয়। সুদর্শন ঠিক সেটাই করে। একেবারে চোখের নীচে বল রেখে শট খেলে। দেরিতে খেলে। ব্যাকফুট প্লে শক্তিশালী। যা ইংলিশ পিচ, কন্ডিশনে গুরুত্বপূর্ণ।'

লর্ডসে ওয়ার্মআপে বি সাই সুদর্শন।

কম্বল চাপা দিয়ে মৃত দর্শককে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

নেশনস ফাইনালে দর্শকের মৃত্যু

মিউনিখ, ৯ জুন : উয়েফা নেশনস লিগ ফাইনাল চলাকালীন মারা গেলেন এক দর্শক। আলিয়াঞ্জ এরিনার গ্যালারির সেন্ট্রাল টিয়ার থেকে প্রেসবক্সে পড়ে যান তিনি। তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা শুরু হলেও ওই দর্শককে বাঁচানো যায়নি। উয়েফা তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করলেও মৃত ব্যক্তির নাম, পরিচয় কিছু প্রকাশ করেনি। ম্যাচের পর মৃত দর্শকের পরিবারকে সমবেদনা জানিয়েছেন স্পেনের কোচ লুইস ডে লা ফুয়েন্তে।

আল নাসেরেই থাকছেন রোনাল্ডো

মিউনিখ, ৯ জুন : সব জল্পনার অবসান। আল নাসেরেই থাকছেন পর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। উয়েফা নেশনস লিগ ফাইনালের পর নিজেই জানিয়েছেন এই কথা। রোনাল্ডো বলেছেন, 'আগামীদিনে কোনওকিছু পরিবর্তন হচ্ছে না। আল নাসেরেই থাকছি।' নয়া মরশুমে আল নাসের এসিএল টু-তে খেলবে। মোহনবাগান সুপার জায়েন্টও এবছর এসিএল টু-তে খেলবে। ফলে বাংলার ফুটবলপ্রেমীদের মনে একটা ক্ষীণ আশা রয়েছে, দুই দল যদি এক গ্রুপে থাকে, তাহলে রোনাল্ডোকে কলকাতায় খেলতে দেখা যেতে পারে।

নভেম্বরে ইডেনে রাবাদাদের টেস্ট

মুম্বই, ৯ জুন : প্রত্যাশামাফিক রদবদল ভারতের আন্তর্জাতিক হোম সিরিজের সূচিতে।

আসন্ন হোম সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজের পর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ দ্বৈরথে মুখোমুখি হবে ভারতীয় দল। আর এই দুই সিরিজের একাধিক ম্যাচের কেন্দ্র বদল করা হয়েছে। আজ ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে সূচি বদলের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর যে বদলের রেশ সরাসরি পড়ছে ইডেন গার্ডেন্সের ওপর।

প্রাথমিকভাবে পুজোর পরই ১০ অক্টোবর ওয়েস্ট ইন্ডিজ-ভারতের দ্বিতীয় টেস্ট হওয়ার কথা ছিল ইডেনে। পরিবর্তিত সূচিতে যা এখন হবে নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। তারিখ একই থাকছে। বদলে দক্ষিণ আফ্রিকা-ভারত টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচ নয়াদিল্লি থেকে সরিয়ে কলকাতায় আসছে। ১৪ নভেম্বর শুরু সিরিজের উদ্বোধনী টেস্ট হওয়ার কথা থাকলেও যা এখন একই সময়ে অনুষ্ঠিত হবে ইডেনে।

বোর্ডের তরফে কেন্দ্র বদল সম্পর্কে কোনও কারণ ব্যাখ্যা করা হয়নি। যদিও তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা, নভেম্বরে রাজধানী শহরের 'বায়ুদূষণ'-এর কথা মাথায় রেখে আগাম সতর্কতা হিসেবে ম্যাচ কলকাতায় সরানোর সিদ্ধান্ত। কয়েক বছর আগে নয়াদিল্লিতে শ্রীলঙ্কা-ভারত টেস্টে বায়ুদূষণ নিয়ে বিতর্ক হইচই ফেলে দিয়েছিল। দুই দলের একাধিক প্লেয়ার অসুস্থ হয়ে পড়ে। গত কয়েক বছর নয়াদিল্লির বায়ুদূষণ, আবহাওয়ার পরিসংখ্যান খতিয়ে দেখেই এই পদক্ষেপ বিসিসিআইয়ের।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট সিরিজ		
প্রথম টেস্ট	২-৬ অক্টোবর	আহমেদাবাদ
দ্বিতীয় টেস্ট	১০-১৪ অক্টোবর	নয়াদিল্লি
দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট সিরিজ		
প্রথম টেস্ট	১৪-১৮ নভেম্বর	কলকাতা
দ্বিতীয় টেস্ট	২২-২৬ নভেম্বর	গুয়াহাটি
দক্ষিণ আফ্রিকা ওডিআই সিরিজ		
প্রথম ওডিআই	৩০ নভেম্বর	রাঁচি
দ্বিতীয় ওডিআই	৩ ডিসেম্বর	রায়পুর
তৃতীয় ওডিআই	৬ ডিসেম্বর	ভাইজাগ
দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ সিরিজ		
প্রথম টি২০	৯ ডিসেম্বর	কটক
দ্বিতীয় টি২০	১১ ডিসেম্বর	নিউ চণ্ডীগড়
তৃতীয় টি২০	১৪ ডিসেম্বর	ধরমশালা
চতুর্থ টি২০	১৭ ডিসেম্বর	লখনউ
পঞ্চম টি২০	১৯ ডিসেম্বর	আহমেদাবাদ

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ সরছে দিল্লিতে

কেন্দ্র পরিবর্তন করা হয়েছে অস্ট্রেলিয়া-ভারত মহিলা দলের ওডিআই সিরিজেও। চেন্নাইয়ের এমএ চিদম্বরম স্টেডিয়ামে সংস্কারের কাজের কারণে ম্যাচ সরানো হচ্ছে। নতুন সূচিতে সিরিজের প্রথম দুইটি ম্যাচ হবে চণ্ডীগড়ের নতুন পিসিএ স্টেডিয়ামে। তৃতীয় এবং সিরিজের শেষ দুইটি ম্যাচ হবে নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে।

আক্রামের মূর্তি নিয়ে ট্রোল

করাচি, ৯ জুন : গায়ে ১৯৯৯ সালের বিশ্বকাপের জার্সি। বোলিং অ্যাকশনটাও অবিকল তাঁরই মতো। শরীরী ভাষাও তাঁর কথাই মনে করাবে। কিন্তু এরপরই যখন চোখ পড়বে মুখের দিকে, তখনই প্রথমে অবাক হয়ে যাবেন যে কেউ। তারপরেই হাসিতে ফেটে পড়বেন। ঠিক এই জিনিসটাই এখন ঘটছে ওয়াসিম আক্রামের মূর্তি নিয়ে নেটপাড়ায়।

এপ্রিল মাসে পাকিস্তানের নিয়াজ স্টেডিয়ামে একটি মূর্তি উন্মোচন করা হয়েছে আক্রমের। যার মুখ দেখে তাঁকে আদৌ আক্রাম বলে বিশ্বাস করতে পারছেন না কেউই। যার পরে নেটপাড়ায় কেউ বলছেন, 'আক্রাম আদৌ জানেন তো যে এটা তিনি?' কিংবা কারও কথায়, 'মূর্তিটি ১০ শতাংশ সিমেন্ট আর ৯০ শতাংশ ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে তৈরি।' অনেকে আবার টেনে আনছেন ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে থাকা শচীন তেন্ডুলকারের মূর্তির প্রসঙ্গও, যেখানে মূর্তির মুখটি ছিল অবিকল স্টিভেন স্মিথের মতো। সবমিলিয়ে, পাক কিংবদন্তিকে সম্মান জানাতে এই উদ্যোগের ফলাফল যে এমন হবে এটা হয়তো ভাবেননি কেউই।

পাকিস্তানের হায়দরাবাদে বসেছে ওয়াসিম আক্রামের মূর্তি।

বুমরাহর স্ত্রী সঞ্জনা কমেন্ট্রিতে!

লন্ডন, ৯ জুন : মাঠে জসপ্রীত বুমরাহ। কমেন্ট্রি বক্সে স্ত্রী সঞ্জনা গণেশন। এমনই বিরল যুগলবন্দি ঘটতে চলেছে আসন্ন ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজে। সম্প্রচারের সংস্থা সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক এদিন টেস্ট সিরিজের কমেন্ট্রি টিমের তালিকা ঘোষণা করেছে। যেখানে ইংরেজি ধারাভাষ্যকারদের তালিকায় সুনীল গাভাসকার, মাইকেল ভন, চেতেশ্বর পূজারা, নাসের হুসেন, মাইক আথারটন, হর্ষ ভোগলেদের সঙ্গে রয়েছেন সঞ্জনাও। ক্রিকেট সঞ্চালক হিসেবে সঞ্জনা পরিচিত মুখ। এবার পদোন্নতি। সঞ্চালক থেকে গাভাসকারদের সঙ্গে কমেন্ট্রি টিমে।

গিলদের জন্য লর্ডসে ‘নো এন্ট্রি’ কামিন্সদের

বুমরাহকে সামলাতে হিমসিম সতীর্থরা

লন্ডন, ৯ জুন : বুধবার বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল।

অথচ, খেতাবি যুদ্ধের মঞ্চ লর্ডসে রবিবার প্রস্তুতির অনুমতি পেল না ফাইনালের অন্যতম দল অস্ট্রেলিয়া! রবিবার লর্ডস কর্তৃপক্ষের এহেন কাণ্ডে রীতিমতো হইচই। যে বিতর্কে জড়িয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট দলও! ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টেস্টের জন্য ক্রিকেট মক্কায় প্রস্তুতি সারছেন শুভমান গিলরা। তাই প্যাট কামিন্সদের লর্ডসে ‘নো এনট্রি’।

লর্ডসে অনুশীলনের পরিকল্পনা ত্যাগ করতে বাধ্য হয় অস্ট্রেলিয়া দল। শেষপর্যন্ত অনেক কাঠখড় পোহাতে হয় বিকল্প প্র্যাকটিসের স্টেডিয়াম খুঁজে পেতে। তাও শহর থেকে প্রায় ঘণ্টা তিনেক দূরের প্র্যাকটিস স্টেডিয়ামে। রবিবারের যে ঘটনা ঘিরে বিতর্ক চরমে। অস্ট্রেলিয়া শিবির লর্ডস কর্তৃপক্ষের যে ব্যবহারে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।

শনিবার ভারতীয় দল লন্ডনে পা রাখে। এখানে শিবির করে প্রস্তুতি সারবে ২০ জুন হেডিংলিতে শুরু টেস্ট সিরিজের জন্য। রবিবার প্রথম প্রস্তুতি সেশনে সাত সকালে পূর্ব নির্ঘণ্ট মেনে লর্ডসে দল নিয়ে প্র্যাকটিসে নেমেও পড়েন গৌতম গম্ভীর। প্রথম প্র্যাকটিসে মূলত ফিটনেস কসরত, ফিল্ডিং অনুশীলনে জোর দেওয়া হয়। ব্যাটিং-বোলিংয়ের পথে পা বাড়ায়নি।

আর রবিবার লর্ডসে যখন শুভমানরা গা ঘামাচ্ছেন, তখন অস্ট্রেলিয়া দলকে নিয়ে নাটক চলছে। কামিন্সদের মুখের ওপর জানিয়ে দেওয়া হয় তাঁরা লর্ডসে প্র্যাকটিস করতে পারবেন না। ক্ষুব্ধ অজি শিবির লর্ডস কর্তৃপক্ষের যে আচরণে। দাবি, ভারতের টেস্ট সিরিজ শুরু হতে অনেক বাকি। টেস্ট ফাইনালের পরও দিন পাঁচেক হাতে সময় পেত। সেখানে ১১ তারিখ লর্ডসে শুরু বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল। তারপরও ভারতকে গুরুত্ব, অস্ট্রেলিয়াকে না!

ভারতীয় দল যদিও বিতর্কে ঢুকতে নারাজ। লক্ষ্য দ্রুত ইংলিশ কন্ডিশনে মানিয়ে নেওয়া। আজ দ্বিতীয় দিনে তাই পুরোদস্তুর অনুশীলন। গতকাল নেট সেশন হয়নি। আজ নেটে ব্যাটিং, বোলিং সবই চলল। জসপ্রীত বুমরাহকে যেখানে দেখা গেল চেনা মেজাজেই। লাল ডিউক বল হাতে সতীর্থদের বিরুদ্ধে নেটে আগুন ঝরালেন। যা সামলাতে রীতিমতো হিমসিম খেতে দেখা গেল শুভমানদের।

অনুশীলনের মাঝে ঋষভ পন্থ আঙুলে চোটও পান। বরফ ঘষতেও দেখা যায় তাঁকে। তবে ফিটনেস নিয়ে আশ্বস্ত করে জানালেন, তিনি ঠিক আছেন। কোনও সমস্যা নেই। আজ দ্বিতীয় দিনে প্রস্তুতিতে তারই ঝলক। দয়ানন্দ গরানি ও রঘুর ছোড়া বলে ব্যাটিং করলেন কিছুক্ষণ।

প্রস্তুতিতেও বল হাতে ঝড় তুলেছেন জসপ্রীত বুমরাহ। লর্ডসে সোমবার।

তারপর সোজা স্পিন নেটে। কুলদীপ যাদব, ওয়াশিংটন সুন্দর, রবীন্দ্র জাদেজা- স্পিন ত্রয়ীর বিরুদ্ধে শান দিলেন। তারপর বুমরাহ, প্রসিধ কৃষ্ণা, অর্শদীপ সিং, মহম্মদ সিরাজদের পেসের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি।

বুমরাহ যেখানে বল হাতে, তখন ব্যাটিংয়ে নজর কাড়লেন ঋষভ। স্লগ সুইপ, রিভার্স সুইপ থেকে স্টেপআউট করে আগ্রাসী শট - সবই মিলল। একাধিকবার মিসও করলেন। হেডকোচ গৌতম গম্ভীরকে আবার দেখা গেল বি সাই সুদর্শনকে দীর্ঘ সময় দিতে। সুদর্শনের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলতে দেখা যায় গম্ভীরকে। অনেকে যার থেকে দুয়ে দুয়ে চার করছেন। তাহলে কি সিরিজের প্রথম টেস্টের প্রথম একাদশে সাই সুদর্শনকে রেখেই প্রস্তুতিতে জোর গম্ভীরের?

মাঝে দিন দশেকের বেশি। চিন্তাভাবনায় অনেক পরিবর্তনের হাতছানি। শেষপর্যন্ত প্রথম এগারোর চেহারা কী দাঁড়াবে বলা কঠিন। বিশেষত, হেডকোচের নাম যেখানে গম্ভীর।

এদিকে, তাঁর নামে ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের নামকরণে উচ্ছ্বসিত জেমস অ্যান্ডারসন। প্রতিক্রিয়ায় জানান, বিশ্বাসই হচ্ছে না, এমন সম্মান তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। তাও আবার শচীনের মতো কিংবদন্তির সঙ্গে ‘তেন্ডুলকার-অ্যান্ডারসন’ সিরিজের মর্যাদা। অ্যান্ডারসন বলেছেন, ‘আমার কাছে যথার্থ অর্থেই কিংবদন্তি, যার খেলা দেখে বড় হয়েছি। একসঙ্গে প্রচুর ম্যাচও খেলেছি ওর বিরুদ্ধে। তার সঙ্গে এই সিরিজে আমার নাম জুড়ে যাওয়া, এর চেয়ে গর্বের আর কী-বা হতে পারে।’

৯০ রান করে ফিরছেন তনুষ কোটিয়ান। সোমবার।

শেষ দিনেও ব্যাটিং দাপট ভারতের

ভারত ‘এ’- ৩৪৮ ও ৪১৭/৭ (ডি.)
ইংল্যান্ড লায়ন্স-৩২৭ ও ৩২/৩
(ম্যাচ ড্র)

নর্দাম্পটন, ৯ জুন : বেসরকারি টেস্টের তৃতীয় দিনের অন্তিম সেশনে দাপট দেখিয়েছিলেন লোকেশ রাহুল, অভিমন্যু ঈশ্বরণ। রাহুল ম্যাচের দ্বিতীয় অর্ধশতরান করেন। ঈশ্বরণ সেখানে থেমেছিলেন ৮০ রানে। আজ সেই দাপট বজায় রাখলেন ভারতীয় ‘এ’ দলের লোয়ার অর্ডার। যার হাত ধরে লিড চারশো পেরিয়ে যায়। শেষপর্যন্ত চা পানের বিরতিতে ৪১৭/৭ স্কোরে ইনিংসে ইতি টেনে দেয় ভারতীয় ‘এ’ দল। লিড দাঁড়ায় ৪৩৮। জবাবে ১১ ওভারে ইংল্যান্ড লায়ন্স দ্বিতীয় ইনিংসে ৩২/৩ স্কোরে পৌঁছানোর পর ম্যাচে দাঁড়ি টেনে দেওয়া হয়। ২ উইকেট নেন অংশুল কম্বোজ। অন্যটি তুষার দেশপান্ডের।

ড্র ম্যাচে চতুর্থ দিনের নায়ক তনুষ কোটিয়ান। আট নম্বরে খেলতে নেমে ৯০ রানে অপরাজিত থাকেন। অবিচ্ছিন্ন অষ্টম উইকেটে পেসার-অলরাউন্ডার কম্বোজকে (অপরাজিত ৫১) নিয়ে ১৪৯ রান যোগ করেন। ৩৪ রান করেন শার্দূল ঠাকুরও। নীতীশ কুমার রেড্ডি ৪২। টানা তিন অর্ধশতরানের পর এদিন ধ্রুব জুরেল করেছেন ২৮ রান।

আজও জয় না পেলে চাপ বাড়বে ভারতের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৯ জুন : ভারত কি পারবে টানা তৃতীয়বার এএফসি এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন করতে? আর সেটা করতে হলে মঙ্গলবারের ম্যাচ জেতা অত্যন্ত জরুরি, এই কথাই বলছে মানোলো মার্কুয়েজের টিম ইন্ডিয়া।

গ্রুপ ‘সি’-তে এখন চার দল একই জায়গায় দাঁড়িয়ে। মঙ্গলবার অন্য ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর। এই দুই ম্যাচের পরেই হয়তো গ্রুপে দলগুলির অবস্থানে বদল আসবে। গ্রুপ থেকে একটিই দল যেহেতু যোগ্যতা অর্জন করবে, তাই এখন চার দলই মরিয়া। থাইল্যান্ডের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে ০-২ গোলে হেরে এলেও মানোলোর গলায় আত্মবিশ্বাসের সুর, ‘আগের থেকে এবার আমাদের প্রস্তুতি অনেক ভালো হয়েছে। আগের ফিফা উইন্ডোর সময়ে আমরা প্রস্তুতির তেমন সুযোগ পাইনি। এবার কলকাতা, ব্যাংকক এবং এখানে এসেও বেশ কয়েকটা দিন পেলাম। ছেলেরা মাঠে নামার জন্য প্রস্তুত।’ নিজের দল প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, ‘টানা জিততে দলের মধ্যে একটা চনমনে ভাব থাকে। সেটা হয়তো আমরা পাইনি। তবে সেটুকু বাদ দিলে চাঙ্গাই আছে সকলে।’ কোচের সঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলনে আসা চিঙ্গলেসানা সিংও বলেছেন, ‘আমরা শারীরিক ও মানসিকভাবে ম্যাচের জন্য তৈরি।’ এই বছর এখনও পর্যন্ত তিন ম্যাচ খেলে মালদ্বীপের বিপক্ষে একটা প্রীতি ম্যাচ ছাড়া কোনও জয় নেই ভারতের। বাংলাদেশের বিপক্ষে ড্র আছে একটা। মানোলো এরপরেও বলছেন তিনি চিন্তিত নন এই সব নিয়ে, ‘প্রীতি ম্যাচে কী হয়েছে এটা নিয়ে কোনও কোচই ভাবে না। আমরা তাই হংকং ম্যাচেই ফোকাস করছি। তবে এটাও বলব, থাইল্যান্ডের বিপক্ষে আমরা যা সুযোগ তৈরি করেছি তা কাজে লাগাতে পারলে ম্যাচের ফল অন্য হত।’ ভারতের সমস্যা এখন এটাই। স্ট্রাইকাররা গোল পাচ্ছেন না বলেই চাপ পড়ছে ডিফেন্সের উপর। আগের দিন সুনীল ছেত্রী দুইবার সুযোগ তৈরি করে দিলেও তিনি এখন আগের ছায়া। বরং পরে নেমে সুহেল আহমেদ বাট ও লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে বেশকিছু সুযোগ তৈরি করে নেন। এই ম্যাচেও এই দুইজনের পরে নামার সম্ভাবনাই প্রবল। সেই সুনীলকে সামনে রেখেই হয়তো দল নামাবেন মানোলো। ডিফেন্সেও চোটের জন্য শুভাশিস বসুর না থাকাটা বড় সমস্যা হতে পারে।

কাই তাক স্টেডিয়ামে মঙ্গলবারই প্রথম ম্যাচ খেলার হবে। যা খবর তাতে ৫০ হাজার টিকিটের সবটাই প্রায় নিঃশেষিত। সোমবার এই মাঠে এক ঘণ্টা অনুশীলনের সুযোগ পায় ভারতীয় দল। মাঠের এবং গ্যালারির ওই বিশাল জনতার সঙ্গে তাঁরা মানিয়ে নিতে চেষ্টা করবেন বলে জানান মানোলো, ‘যাই হোক না কেন, আমরা ম্যাচটা উপভোগ করতে চাই।’ এই স্টেডিয়ামে এবার প্রথম খেলবে হংকংও। দলের কোচ অ্যাসলে ওয়েস্টউড যেমন ফুটবলারদের কাছে পরিচিত তেমনি তাঁরও পরিষ্কার ধারণা আছে এদেশের ফুটবল সম্পর্কে। তিনি এদিন বলেছেন, ‘আমি যখন ভারতে যাই তার থেকে অনেক উন্নতি হয়েছে ওদেশের ফুটবলের। আর এই কোচও খুব ভালো। আইএসএলে এবং এখন জাতীয় দলের হয়ে ভালো কাজ করছেন। তবে আমার দলও খুব তরতাজা অবস্থায় আছে। ভালো ফলের আশা করছি।’ এর আগে আফগানিস্তানের কোচ হিসাবে ভারতের বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে যাওয়ার রাস্তা তিনিই আটকে দেন গুয়াহাটিতে সুনীলদের হারিয়ে। এবারও তাই শুরু থেকেই সতর্ক ভারতীয় দল। কারণ না জিততে পারলে চাপ প্রবল হবে ভারতের।

এএফসি এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন পর্বে আজ
হংকং বনাম ভারত
সময় : বিকেল ৫.৩০ মিনিট
স্থান : কাই তাক স্টেডিয়াম
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক

হংকং ম্যাচের প্রস্তুতিতে লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে। সোমবার।

Lost Document Notice
I, Santanu Bhowmik, Advocate, Jalpaiguri do hereby declare that my client Shri Siddhartha Bhowmik, Son of Late Dulal Ranjan Bhowmik, Resident of Ashok Nagar, Near Indian Overseas Bank, office address at Sunny Apartment, 1st Floor, Flat No.1, Club Road, Opposite of S.B.I. Jalpaiguri, under P.S. - Kotwali, District - Jalpaiguri, West Bengal, (Pin - 735101) have lost the documents of Flat Deeds, vide No. I-6120 (Deed of Conveyance of Dream Valley, dated 04/12/2017) on 17/05/2025 at about 3:30 P.M. Near Ukil Para, Jalpaiguri Despite diligent search, the same could not be found. My client have lodged a General Diary (GD) / Police Report with Kotwali Police Station, Jalpaiguri (Pin - 735101) GDE No. 1625 dated - 17/05/2025. If found, kindly contact me.
Santanu Bhowmik
Advocate
Phone - 94743-88642
Email - santanu.jlp@gmail.com

আইসিসি হল অফ ফেমে ধোনি

লন্ডন, ৯ জুন : ১৬ বছরের দীর্ঘ কেরিয়ার। নামের পাশে ৫৩৮ আন্তর্জাতিক ম্যাচে ১৭২৬৬ রান। ৮২৯ শিকার। ক্যাবিনেটে তিনটি আইসিসি ট্রফির সঙ্গে ভারতের সফলতম অধিনায়কের তকমা। যার জন্য এবার আইসিসি-র ‘হল অফ ফেমে’ জায়গা হতে চলেছে মহেন্দ্র সিং ধোনির। সোমবার লন্ডনে আইসিসি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। নাম ‘আ ডে উইথ দ্য লেজেন্ডস।’ সেখানে ধোনি সহ সাতজন লেজেন্ডসের নাম ঘোষণা করা হয়। ধোনি ছাড়াও পুরুষ ক্রিকেটারদের মধ্যে ম্যাথু হেডেন, গ্রেম স্মিথ, হাসিম আমলা ও ড্যানিয়েল ভেত্তোরিকে অনন্য সম্মান জানাচ্ছে আইসিসি। ধোনি বলেছেন, ‘আইসিসি-র হল অফ ফেমে জায়গা পাওয়া সম্মানের। এর অর্থ আমার নাম সর্বকালের সেরাদের সঙ্গে উচ্চারিত হবে। এই অনুভূতি সারাজীবন মনে থাকবে।’

বিনা লড়াইয়ে সচিব হতে চলেছেন সৃঞ্জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ জুন : প্রত্যাশামতোই মোহনবাগানের পরবর্তী সচিব হতে চলেছেন সৃঞ্জয় বসু। ক্লাবে কোনও নির্বাচন সম্ভবত হচ্ছে না। দেবাশিস দত্ত ও সৃঞ্জয়ের মিলিত প্যানেলেই মনোনয়পত্র জমা দেওয়ার শেষদিনে একযোগে মোট ২২ জনের নাম বিভিন্ন পদের জন্য জমা দিয়ে গত মাস দুয়েক ধরে চলা নির্বাচন নাটকের পরিসমাপ্তি করলেন।

সপ্তাহখানেক ধরেই রাজ্যের শাসকদলের মধ্যস্থতায় যে দুই পক্ষের এক হয়ে যাওয়ার কথাবার্তা হাওয়ায় ভাসছিল। দিন দুয়েক আগে যুযুধান দুই গোষ্ঠীর নেতা দেবাশিস ও সৃঞ্জয় সুর নরম করে এক হওয়ার ইঙ্গিত নিজেরাই দিয়ে দেন। এদিন

বাগানে মধুরেণ সমাপয়েৎ

তার যবনিকাপাত হল বিকেল সাড়ে ৪টা নাগাদ। রাজ্যের শাসক দলের নির্দেশেই এই দুই তরফের ‘মিলিজুলি সরকার’ বলে বাতাসে খবর। বিকেল নাগাদ সদলবলে এসে দুই গোষ্ঠীর তরফে তৈরি হওয়া প্যানেল একসঙ্গে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীমকুমার রায়ের হাতে দেওয়া হয়। এদিন দুপুর থেকেই মোহনবাগান ক্লাব এবং সংলগ্ন অঞ্চল ঘিরে বিশাল সংখ্যায় আসা পুলিশি তৎপরতাও ছিল নজরে পড়ার মতো। প্রায় সাড়ে ১২টা নাগাদ ক্লাবে চলে আসেন নির্বাচন পরিচালন কমিটির প্রধান অসীমকুমার রায়। ক্লাবে তাঁবুতে বাড়তে থাকে সদস্য-সমর্থকদের ভিড়ও। বিকেল ৪টা নাগাদ সৌমিক বসুকে সঙ্গী করে বর্তমান সচিব দেবাশিস দত্ত এসে পৌঁছাতেই চাঞ্চল্য বাড়ে। এরপর সাড়ে ৪টায় সদলবলে ক্লাবে ঢোকেন সৃঞ্জয়। তিনি আসতেই প্রবল গর্জন ওঠে, ‘জয় মোহনবাগান, জয় সৃঞ্জয় বসু।’ এই সময়ে ক্লাবে ছিল থিকথিকে ভিড়। এরপর দুই পক্ষ এক

মোহনবাগানে সাংবাদিক সম্মেলনে সৃঞ্জয় বসু ও দেবাশিস দত্ত।

হয়ে গ্যালারির নীচে মোহনবাগানের অফিসঘরে নির্বাচন পরিচালন কমিটির প্রধানের কাছে মনোনয়নপত্র জমা করতে যান। সৃঞ্জয়দের সঙ্গে যান বর্তমান কমিটির দুই সহ সভাপতি সৌমিক ও কুণাল ঘোষও। এরপর সৃঞ্জয় ও সৌমিককে সঙ্গে নিয়ে ক্লাব লনে সাংবাদিক সম্মেলন করেন দেবাশিস। এদিন তিনি নিজে কোনও মনোনয়নপত্র জমা দেননি। তিনিই সভাপতি হতে চলেছেন, এদিন তাও প্রায় পরিষ্কার করে দেওয়া হয়। তবে টুটু বসু মাথার উপর অভিভাবক হিসাবেই থাকবেন বলে জানান দেবাশিস। এদিন বাদ পড়াদের মধ্যে বর্তমান কোষাধ্যক্ষ উত্তম সাহা, সৃঞ্জয়ের প্রচার সঙ্গী শিশির ঘোষ এবং ছায়াসঙ্গী একদা ক্লাবের ম্যানেজার হিসাবে অতিপরিচিত সঞ্জয় ঘোষের নাম লক্ষণীয়। তিনি সিপিএম-এর একনিষ্ঠ কর্মী বলেই বাদ দিতে বাধ্য করা হল বলে গুঞ্জন। তেমনি আবার বিজেপি নেতা কল্যাণ চৌবের স্ত্রী সোহিনী মিত্র চৌবের ঢুকে পড়া নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

সৃঞ্জয় ছাড়া যাঁরা বিভিন্ন পদে মনোনয়নপত্র দিলেন- সত্যজিৎ চট্টোপাধ্যায় (সহসচিব), সন্দীপন বন্দ্যোপাধ্যায় (কোষাধ্যক্ষ), সুরজিৎ বসু (অর্থ সচিব), শাশ্বত বসু (মাঠ), স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় (ফুটবল), পিন্টু বিশ্বাস (অ্যাথলেটিক্স), শ্যামল মিত্র (হকি), সিদ্ধার্থ রায় (টেনিস), সম্রাট ভৌমিক (ক্রিকেট), শিলটন পাল (ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট)। কার্যনির্বাহী সমিতির বাকি সদস্যরা হলেন- সোহিনী, দেবজ্যোতি বসু, মুকুল সিনহা, সোমেশ্বর বাগুই, কাশীনাথ দাস, দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুদীপ্ত ঘোষ, রঞ্জন বসু, পার্থজিৎ দাস, সঞ্জয় মজুমদার ও অনুপম সাহু। এর বাইরে আরও দুই-একটি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে বলে জানা গিয়েছে।

ছবি : ডি মণ্ডল

স্টেডিয়াম সরানোর ভাবনা

এবার আদালতে যাচ্ছে আরসিবি

বেঙ্গালুরু, ৯ জুন : বেঙ্গালুরু পুলিশের দায়ের করা ক্রিমিন্যাল কেসের বিরুদ্ধে আদালতের শরণাপন্ন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। কর্ণাটক হাইকোর্টে পালটা আর্জি জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইপিএল জয়ীরা। বিজয়োৎসব ঘিরে ৪ জুন পদপিষ্টের মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। ঘটনায় ১১ জন মারা যান। আহত হন ৪০ জনের বেশি।

ঘটনার প্রেক্ষিতে স্থানীয় কুবন পার্ক পুলিশ স্টেশনে আরসিবি, ইভেন্ট ম্যানেজার ডিএনএ এন্টারটেইনমেন্ট, কর্ণাটক রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার (কেএসসিএ) বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়। ঘটনার তদন্তের ভার তুলে নিয়েছে ক্রিমিন্যাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট। গ্রেপ্তার হয়েছেন আরসিবি-র মার্কেটিং প্রধান নিখিল সোসালে। গ্রেপ্তারি নিয়ে সাময়িক রক্ষাকবচ আদায় করে নিয়েছে কেএসসিএ। সেই পথে এবার আরসিবি আধিকারিকরা।

এদিকে, এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামকে ঘিরে মর্মান্তিক ঘটনার জেরে ক্রিকেট স্টেডিয়ামকেই শহরের বাইরে সরানোর কথা ভাবছে কর্ণাটক সরকার। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া এমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন। বেঙ্গালুরুর শহরে প্রায় মূলকেন্দ্রে চিন্নাস্বামী। ফলে এই ধরনের ঘটনা আগামী দিনে ঘটার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এক প্রশ্নের উত্তরে সিদ্দারামাইয়া জানিয়েছেন, এরকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি কোনও সরকারই চাইবে না। ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকেই মর্মাহত। বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এমনকি ক্রিকেট স্টেডিয়াম অন্যত্র সরানোর কথাও ভাবা হচ্ছে।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
AUCTION NOTICE
This informs the general public that 29,820 Kg of Areca Nut/Betal Nut dried seized in c/w with Naxalbari PS Case No. 239/24 dated 06.10.2024 u/s 303(2)/317(2)/317(5)/3(5) BNS adding sec. 318(4)/336(3)/340(2) BNS of the Naxalbari Police Station. Auction will be held on 16.06.25 at 11.30 hrs as per the Court Order. Interested buyers are hereby informed to attend the auction by attending the same.
Auction date : 16.06.2025 at 11.00 hrs
Venue : Naxalbari Police Station, Darjeeling
For terms & condition kindly visit www.darjeelingpolice.wb.gov.in
Sd/-
Superintendent of Police
Darjeeling

গয়ানাথ বিদ্যাপীঠে ক্যারাটে শিবির শেষ

চালসা, ৯ জুন : আশিহারা ক্যারাটে ডু-কাইকানের উদ্যোগে ও অল ইন্ডিয়া গোজোরিউ ক্যারাটে ডু ফেডারেশনের দুইদিনের ক্যারাটে বেল্ট গ্রেডিং শিবির সোমবার চালসা গয়ানাথ বিদ্যাপীঠ মাঠে শেষ হল। গোজোরিউ ক্যারাটে ডু-কাইকান ইন্ডিয়ার সহসভাপতি দীপক ভুজেল জানিয়েছেন, শিবিরে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং ও কাটিহারের মোট ৫০০ জন অংশ নিয়েছিল। বেল্ট গ্রেডিং শিবির ঘিরে উত্তরবঙ্গের ক্যারাটেকাদের উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়েছে।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন ফারিদাবাদ-এর এক বাসিন্দা

হরিয়ানা, ফরিদাবাদ - এর একজন বাসিন্দা লিতা পান্ডে - কে 23.02.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 81D 66651 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না যে ডিয়ার লটারির মাধ্যমে আমি এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জিতেছি! এটা সত্যিই স্বপ্ন পূরণের মতো। আমার মতো সাধারণ মানুষের জীবন পরিবর্তনের একটি বাস্তব সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি এবং ডিয়ার লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আপনি যেই হোন না কেন, এই লটারি সবাইকে সমান সুযোগ দেয়।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর উচ্ছ্বসিত শিলিগুড়ির ক্রিকেটাররা।

অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেটে রাজ্যসেরা শিলিগুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ জুন : সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের দুইদিনের ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল শিলিগুড়ি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে ফাইনালে তারা ৫১ রানে হারিয়েছে মেদিনীপুরকে। টসে হেরে শিলিগুড়ি ৭৫ ওভারে ২৪৪ রানে অল আউট হয়। অধিনায়ক আকাশ তরফদার (৫৬) ও দিব্যাংশ সেন (৫৫) অর্ধশতরান করেছে। ভালো রান পেয়েছে যুবরাজ সিং (৪৭) ও রোশন শা (৩৪)। জবাবে মেদিনীপুর ৫১.১ ওভারে ১৯৩ রানে সব উইকেট হারায়। মৈনাক দে ৩৫ রানে নিয়েছে ৪ উইকেট। দুইটি করে উইকেট গিয়েছে আকাশ (২৮/২) ও যুবরাজের (৩৭/২) দখলে।

ফাইনালে চ্যালেঞ্জার্স

জলপাইগুড়ি, ৯ জুন : নর্থবেঙ্গল ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের আন্তঃ কোচিং সেন্টার টি২০ ক্রিকেট প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে ১৪ উর্ধ্ব বিভাগে ফাইনালে উঠল চ্যালেঞ্জার্স। ফাইনাল রবিবার। সোমবার সেমিফাইনালে চ্যালেঞ্জার্স ৬০ রানে ক্যাপিটালসকে হারিয়েছে। এবিপিসি মাঠে চ্যালেঞ্জার্স ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১২৭ রান তোলে। বিকি দাস ৬১ রানে অপরাজিত থাকে। মহম্মদ আলি আজগর ১৯ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। জবাবে ক্যাপিটালস ৬৭ রানে গুটিয়ে যায়। প্রান্তিক সাহা ১৫ রান করে। ম্যাচের সেরা ইন্দ্রনীল দাস ৯ রানে পেয়েছে ৪ উইকেট।

উত্তরের খেলা

প্রথম ডিভিশন শুরু কাল

জলপাইগুড়ি, ৯ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ১০ দলীয় প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ বুধবার শুরু হবে। সংস্থার সচিব ভোলা মণ্ডল জানিয়েছেন, জেওয়াইএমএ ক্লাবের মাঠে অনুষ্ঠেয় আসরে উদ্বোধনী ম্যাচে খেলবে ইয়েলমো ফুটবল অ্যাকাডেমি ও জেএওয়াইসিসি।

রিদমিক যোগাসনে চ্যাম্পিয়ন জাগৃতি

দিনহাটা, ৯ জুন : কাঁচরাপাড়ায় জাতীয় রিদমিক যোগাসনে চ্যাম্পিয়ন হল দিনহাটা মহামায়াপাট ব্যায়াম বিদ্যালয়ের জাগৃতি আচার্য। প্রতিযোগিতায় জাগৃতি মেয়েদের ৬-১০ বছর বিভাগে নেমেছিল। এই বিভাগে দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে মনিত বর্মন ও সৌহার্দ্য বিশ্বাস। জাগৃতি ছাড়াও ছেলেদের ১০-১৫ বছর বিভাগে মহামায়াপাটের অনির্বাণ কর্মকার চতুর্থ, সূর্য সাহা ষষ্ঠ ও রাজবীর কর্মকার অষ্টম হয়েছে। টিম ইভেন্টে সপ্তম হয়েছে জাগৃতি-অন্বেষা সাহা।

পৃথক কমিটি গড়ল ধূপগুড়ির রেফারিরা

ধূপগুড়ি, ৯ জুন : একাধিক বঞ্চনার অভিযোগ তুলে জেলা কমিটির থেকে সরে এসেছে ধূপগুড়িতে পৃথক কমিটি গড়ল রেফারি সংগঠন। যা নিয়ে অভিযোগ এবং পালটা অভিযোগ ওঠায় দুপক্ষের মধ্যে চাপানউতোর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। জানা গিয়েছে, ধূপগুড়িতে চারজন জাতীয় স্তরের এবং তিনজন ক্যালকাটা রেফারি অ্যাসোসিয়েশনের অনুমোদিত রেফারি রয়েছেন। জলপাইগুড়ি জেলায় রেফারি সংগঠনের হয়ে ধূপগুড়ি থেকেই রেফারি সরবরাহ করা হচ্ছিল। সম্প্রতি ময়নাগুড়ির এক রেফারি জলপাইগুড়ির টাউন ক্লাবের মাঠে অপমানিত হওয়ায় তার সুবিচার চেয়েও জলপাইগুড়ি সংগঠন থেকে তা মেলেনি এবং উলটে ধূপগুড়িকে বঞ্চনা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন নবগঠিত ধূপগুড়ি মহকুমা রেফারি সংস্থার সচিব প্রণব সাহা। তাঁর কথায়, এর আগে ময়নাগুড়ির রেফারি জলপাইগুড়িতে অপমানিত হয়েছে, তার সুবিচার মেলেনি। ধূপগুড়ি থেকেই সব থেকে বেশি রেফারি সরবরাহ করা হয়। তবুও বঞ্চনার শিকার হতে হয়। তাই নতুন করে সংগঠন তৈরির সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।

এদিকে পালটা অভিযোগ করতে ছাড়েনি জলপাইগুড়ি জেলা রেফারি সংস্থা। তার সচিব শুভ্রজিৎ দাস রায় বলেন, ‘বানারহাটে আলাদা সাব-কমিটি করে দেওয়ায় ধূপগুড়ির রেফারিদের অভিমান হয়েছে। সম্প্রতি আশরাফুল আলম ও মালতি রায় রেফারির পরীক্ষায় ভালো ফল করেছে। তাঁদের সংবর্ধনা দেওয়ার জন্যে ডাকা হলেও ধূপগুড়ির বাকিরা হুইপ জারি করে তাদের আসতে দেয়নি। এমনকি এখনও একসঙ্গে থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রসঙ্গত ধূপগুড়ির নবগঠিত রেফারি অ্যাসোসিয়েশনের নতুন ও পুরানো অনেকেই জলপাইগুড়ি জেলা রেফারি কমিটির ওপর ক্ষিপ্ত। অনেকেই তাদের বিরুদ্ধে রাজনীতি করার অভিযোগও তুলেছেন। তবে এবার থেকে ধূপগুড়ি মহকুমা স্তরে কমিটি হওয়ার পর তাঁরাও পৃথকভাবে খেলা পরিচালনার দিকে এগোচ্ছে।